सत्यमेव जयते

এষণা

গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

স্থাপিত- ১৯৫৫

৭০তম বার্ষিক পত্রিকা

শিক্ষাবর্ষ: ২০২৪-২০২৫

২৩ শে জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু জন্মদিবস

২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন

কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

স্থাপিত ১৯৫৫

ISBN NO : 978-81-969989-7-4

এষণা

বার্ষিক পত্রিকা ৭০তম বর্ষ

শিক্ষাবর্ষ (২০২৪-২০২৫)

এষণা

বার্ষিক পত্রিকা

প্রকাশক

পত্রিকা উপসমিতি

গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী – ৭১২১০৩

গ্রন্থস্বত্ব © 2025, গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ হুগলী

প্রধান উপদেষ্টা ও সম্পাদক

ডঃ গৌতম পাত্র, অধ্যক্ষ

সম্পাদক

ডঃ অরূপ কুণ্ডু

যুগ্ম-সম্পাদক

ডঃ বিমান মিত্র

সম্পাদকমন্ডলী

ডঃ বৈশালী বসু রায় চৌধুরী, ডঃ সঞ্জীবন সেনগুপ্ত, শ্রী সুমন সাহা

ছাত্র-পত্রিকা সম্পাদক : মিহির কুমার মৃধা

ছাত্র-পত্রিকা সহ সম্পাদক : মহাদেব হেমব্রম

দাবি অস্বীকার: নিবন্ধগুলির বিষয়বস্তু, এতে প্রকাশিত মতামত এবং লেখাচুরি পরীক্ষা করা লেখকদের একমাত্র দায়িত্ব, এবং সম্পাদকীয় বোর্ড/প্রকাশককে এর জন্য দায়ী করা হবে না।

প্রকাশকাল : ৮ ই মে ২০২৫

ISBN: 978-81-969989-7-4

বর্ণস্থাপন ও মুদ্রণ

ক্রিয়েটিভ কনসেপ্ট

১, নবীন পাল লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য : ২০০/- টাকা মাত্র

উৎসর্গ

১৩১ বছর জন্মবর্ষে তোমার পদতলে
নতজানু হওয়াটা গর্বের

সত্যেন্দ্র নাথ বসু
জন্ম- ১ লা জানুয়ারী ১৮৯৪ (কলকাতা, ভারত)
মৃত্যু- ৪ ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ (কলকাতা,ভারত)

অধ্যক্ষের কলমে

Message from the Principal

You have embarked upon the noble profession of teaching at a time when the world is going through rapid and profound economic, social, and political transformations based on the emerging 'Knowledge Economy,' -a system of creating wealth that depends upon the creation and application of new knowledge. Such new knowledge in the age of Knowledge explosion can only be created by educated people with innovative ideas, exploration of new knowledge and skills. The value of research and "Critico-creative" thinking is ubiquitous in the field of education today. There has been a consequent explosion of investigations reflecting on the reasons for and responses to a gamut of issues evolving in the field of sciences, Social and behavioural sciences, languages, literature and education and the ambit of which has been consciously kept comprehensive in order to negotiate the essential interrelation between various spectrum of multidisciplinary and inter disciplinary studies. 'Eshana' in its new volume with ISSN/ISBN remains a humble attempt in reflecting and promoting authentic researches in various field with scant regard for the related issues tends to domesticate the human consciousness through a constant disarticulation between the reductionistic reading of one's own field of specialization with almost endless pockets of related knowledge.

We are highly indebted to all the contributors for their exploratory and enthusiastic efforts to the different dimensions of education. We express our sincere respect and gratitude to all stakeholders, Resource persons and authors for their relentless support, suggestions and valuable advice.

We also extend deep sense of appreciation to the reviewers for their continuous endeavours in publishing this volume. We also acknowledge the sincere efforts of the staff, students of this age-old Government Teachers Training College. We hope that this Volume will develop an academic commitment and encourage our readers to indulge in more exploration of knowledge in multi-cultural, multilingual and multidisciplinary class room environment.

08.05.2025

Dr. Goutam Patra
Principal
(WBSES)

সূচীপত্র

Vision & Mission of our College	০৮
মহাবিদ্যালয় সঙ্গীত	০৯
সাধারন সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ)	১০
পত্রিকা সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ)	১১
সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ)	১২
ভ্রমণ সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ)	১৩
ক্রীড়া সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ)	১৪
সেমিনার সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ)	১৫
তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ)	১৬
ডেকোরেশন ও এক্সিবিশন কমিটির সম্পাদকের কলম (ছাত্র সংসদ)	১৭
মহাবিদ্যালয়ের টুকরো খবর	১৮
Staff members of the College (2024-2025)	১৯
Campus Activities (2024-2025)	২০
Committees and Cells (2024-2025)	২১-২৪
Students Committees (2024-2025)	২৫-২৭
Advisory Committee (2024-2025)	২৮-৩০

প্রশিক্ষণার্থী বিভাগ

❖ কবিতা

আমি যদি নৌকা হতাম - মিহির কুমার মৃধা (২০২৪-২০২৬)	৩১
What Was My Fault? – Tamojit Das (2024-2026)	৩১
মায়ের মন – দীনবন্ধু মালিক (২০২৪-২০২৬)	৩২
Uncanny Fragments- Saikat Kundu (2023-2025)	৩২
জ্যান্ত মরা- শ্রবণ সরকার (২০২৪-২০২৬)	৩৩
নদী - সুপ্রিয় মণ্ডল (২০২৪-২০২৬)	৩৩
রক্তে রাঙ্গানো একুশে – দীপাঞ্জন বিশ্বাস (২০২৪-২০২৬)	৩৩
আলো - আধার – শীর্ষেন্দু সরকার (২০২৪-২০২৬)	৩৪
৮৩৫৩ ০৯৭- রামচাঁদ সরেন (২০২৪-২০২৬)	৩৪
নির্বাসিতদের গান – প্রণব কুমার রায়। (২০২৩-২০২৫)	৩৫
নিঃশব্দের গ্রাম– সুকুমার দাস (২০২৪-২০২৬)	৩৫
WRATH OF CORONA – Debasish Paul (2024-2026)	৩৬-৩৭
TO THE SPRING – Debasish Paul (2024-2026)	৩৮
Meaning of life – Rajarshi Sikdar (2024-2026)	৩৮

❖ গদ্য –প্রবন্ধ-গল্প

স্বপ্না - মঞ্জিরুল ইসলাম (২০২৪-২০২৬) ৩৯
বাঙালীর চণ্ডীমণ্ডপ সংস্কৃতি - মহাদেব হেমব্রম (২০২৪-২০২৬) ৪১
The Atomic Catastrophe: A Glimpse into the Bombings of Hiroshima and Nagasaki – Subham Das (2024-2026) ৪৩
The Wettest Places on Earth: A Meteorological Marvel of Meghalaya – Subham Das (2024-2026) ৪৪
ভূতকথা - দীনবন্ধু মালিক (২০২৪-২০২৬) ৪৫
বাঙালির অরন্ধন - দীপাঞ্জন বিশ্বাস (২০২৪-২০২৬) ৪৬-৪৮
Bonomali Tumi Poro Jonome Hoyo Radha – Tamojit Das (2024-2026) ৪৯-৫০
"সামাজিক বৈষম্যের স্বীকার নারী" - সমীরণ ধীবর (২০২৪-২০২৬) ৫১
বনলতার ভ্রমণ যাত্রা - কিরণ মণ্ডল (২০২৪-২০২৬) ৫২-৫৩
The Tiny Teachers - Sayan Bhadra (2024-2026) ৫৪

❖ ছবি

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র - সুকুমার দাস (২০২৪-২০২৬) ৫৬
প্রতীক্ষা - সুকুমার দাস (২০২৪-২০২৬) ৫৭
লতা মঙ্গেশকার – দীপাঞ্জন বিশ্বাস (২০২৪-২০২৬) ৫৮
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় - দীপাঞ্জন বিশ্বাস (২০২৪-২০২৬) ৫৯

প্রাক্তনী বিভাগ

পৃথিবীর অসুখ – শ্রী অরিজিৎ গুপ্ত (২০১৫-২০১৭) ৬০
হুগলী গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ: এক আলোকবর্তিকা – বিক্রম টিকাদার (২০২১-২০২৩) ৬১
ভারত এক সাংস্কৃতিক শক্তিঘর ছিলো ও আছে - অতনু দত্ত, (2020-2022) ৬২-৬৩
হোলী বা হোলাক উৎসব - ড. পিনাকী শঙ্কর পাণ্ডে, (১৯৯৯-২০০০) ৬৪-৬৫

অধ্যাপক বিভাগঃ (PEER REVIEWED RESEARCH PUBLICATION)

Challenges and Prospects of Teacher Education in NEP 2020 - Dr. Goutam Patra ৬৬-৭১
Pyarichand Mitra as a Social Reformer: Literary Contributions Beyond Fiction - Dr. Biman Mitra ৭২-৮০
এজাইল শিক্ষণ ও শিখনঃ শিক্ষায় একটি নুতন ও গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি - ডঃ অরূপ কুণ্ডু ৮১-৮৭
বাঙালির আড্ডা বনাম মগজে কারফিউ - ড. বৈশালী বসু (রায় চৌধুরী) ৮৮-৯২
The Significance of Vedic Legend - Dr. Sanjiban Sengupta ৯৩-৯৬
Identity, Integration and Consumerist Narrative: Rethinking India's Language Dynamics – Suman Saha ৯৭-৯৯
ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাবাহিক বিবর্তন - অধ্যাপিকা সান্ত্বনা আচার্য্য (সঙ্গীত বিভাগ) ১০০-১০১
Report —An Educational Excursion (10th February 2025 to 14th February 2025) from Government Training College Hooghly ১০২-১০৫
Final Results of B.Ed. 4th Semester Examination 2024 Session 2022-24 Government Training College, Hooghly ১০৬
Students Name and address details (2024-2026) ১০৭-১১১

GOVERNMENT TRAINING COLLEGE HOOGHLY

Estd-1955

VISION & MISSION OF OUR COLLEGE

VISION

- To provide quality teacher education to our trainees through creative & skilled professional activities and programmes so that our institution will be established as centre of excellence in teacher education in our state as well as in the country.

MISSION

- To stimulate our interns by creating constructive teaching-learning environment & democratic ambience in the campus.
- To develop professional attitude and aptitude and required profeceiency among the in-service and pre-service interns of our institution.
- To create new ways and means along with techniques so as to provide space to our trainee interns.
- To participate and enjoy this professional education with pleasure of contributory learning.
- To encourage our interns to become more empathetic and co-operative towards their students in their respective schools through play in model role by our teacher educators as friend, philosopher & guide.
- To undertake various activities to reach our immediate society and Community.
- To create social cohesion and national integration, through out reach programmes.
- To make the tarinees understand & acquainted with school system & pattern as a social system, structural, development & pattern of school education, school organization & development & organizational behaviours.
- To inculcate the value-education & ethical implication in relation to teacher and school and their role & development leadership, prefessional activities co-curricular activities, instructional management & administation related activities.
- To make significant contributory achivements in purposes, approaches to evaluation in relation to instructional objectives of Learning & methodologies.

মহাবিদ্যালয়ের সঙ্গীত

আমাদের গান

রচনা : শ্রী সরিৎ শর্মা (প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থী)
সুর : শ্রী নিখিল চক্রবর্তী (প্রাক্তন অধ্যাপক)

এই ভাগীরথী তীরে মুক্ত সমীরে দীক্ষা দাও,
হে আচার্য, হে স্বদেশ, কোটি হৃদয়ের জ্ঞানোন্মেষ
সাধিব জীবনে অনিঃশেষ প্রাণ জাগাও।

আমরা নমিব সুধীজনে, আমরা বরিব গুণীজনে
নবীন প্রবীন জনে জনে আমরা স্মরিব শিক্ষা দাও
জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষ সৃজিব স্বদেশ প্রাণ জাগাও।

হেথা শিখি যে সকল কাজে, খুশি লাগে যে প্রাণের মাঝে
বয়স হারাই হারিনে ভাই, মরিনে তো কোন লাজে।

আমরা এসেছি শুধু দু-দিন, ভালো যে বাসিব চিরটি দিন
শিখিব শিখাব অন্তহীন, সুপ্তি ঘোচাব চেতনা দাও
গড়িব স্বদেশ প্রতিটি ক্ষণ, করেছি পণ প্রাণ জাগাও।।

সাধারণ সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

দিনটা ছিল ২৪ শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার আমি প্রথমবার হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি স্মৃতি বিজড়িত বিএড, কোর্স সম্পন্নকারী অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি কলেজ তথা ''রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়'' এর প্রাঙ্গনে প্রথমবার পৌছালাম। সেদিন ছিল আমার কলেজে ভর্তির জন্য কাউন্সেলিং। ঐ দিনেতে আমি নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই কলেজেতে উপস্থিত হয়ে, কলেজের সমগ্র প্রাঙ্গনটি ঘুরে ফিরে দেখলাম, এবং এতে আমার কলেজের সমগ্র পরিবেশটি দেখে প্রথমেই মনে হয়েছিল যেন, আমি একটি সবুজে মোড়া অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী কলেজের মধ্যে রয়েছি, আর যদি আমি এখানে এই বি.এড কোর্সটি সম্পন্ন করার সুযোগ পাই, তাহলে খুবই গর্বান্বিত বোধ করবো। এই রকম ভাবনা নিয়ে সমগ্র কলেজ ঘুরতে ঘুরতে দেখলাম সকল শিক্ষার্থীরা একটি লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কাউন্সেলিং কক্ষে প্রবেশ করবার জন্য। তারপর যথারীতি কাউন্সেলিং কক্ষে প্রবেশ করার কিছুক্ষনের মধ্যেই আমার নাম ডাকা হল 'ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন' এর জন্য। ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনের পর যখন, সমস্ত কাজ সম্পন্ন হল, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার নিজের মধ্যে খুব আনন্দ অনুভব হল। তারপর দীর্ঘ এক মাস যাবত পূজোর ছুটি কাটানোর পর যখন প্রথম কলেজে ক্লাস চালু হল, সেই সময় থেকেই ধীরে ধীরে আমি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও অধ্যক্ষ মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসলাম এবং ওনাদের থেকে পাওয়া সমস্ত মূল্যবান বক্তব্য অনুধাবন করলাম, যা আমার মধ্যে দৃঢ়তা প্রদান করবে ও যাতে করে আমি এই প্রশিক্ষনটি সমাপ্ত করবার পর যেন একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে নিজেকে আমার ছাত্র ও ছাত্রীদের কাছে ব্যক্ত করতে পারি। তাই, সর্বোপরি আমি বলতে চাই, আমি যেন এই কলেজ থেকে প্রশিক্ষন নেওয়ার পর একজন দায়িত্ববান ও সুনাগরিক হিসেবে সমাজের কাছে নিজেকে পরিবেশন করতে পারি।

শান্তনু মণ্ডল
প্রশিক্ষণার্থী
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

পত্রিকা সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

"শব্দের পাতায় নির্মিত একান্ত প্রয়াস"

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, প্রিয় সহপাঠী ও পাঠকবৃন্দ,

সস্নেহে জানাই আপনাদের সকলকে নমস্কার।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন কেবলমাত্র পাঠ্যচর্চার ক্ষেত্র নয়, এটি মনন, সৃজন ও সংস্কৃতির মিলনস্থল। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের এই বার্ষিক পত্রিকা, যা ছাত্রছাত্রীদের ভাবনা, অনুভব ও সৃষ্টিশীল প্রকাশের এক অনন্য মাধ্যম।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আমাদের দেওয়াল পত্রিকা 'মানবজমিন' প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সাহিত্যিক যাত্রারই স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা হিসেবে এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। এতে স্থান পেয়েছে আমাদের সহপাঠীদের লেখা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ এবং নানান অভিজ্ঞতার মননশীল প্রকাশ।

আমরা বিশ্বাস করি, প্রতিটি মানুষই তার চিন্তা ও অভিব্যক্তির মাধ্যমে সমাজ ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। আমরা হয়তো পেশাদার লেখক নই, তবুও লেখালেখির প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালবাসা ও চর্চা এই পত্রিকার মাধ্যমে একটি রূপ পেয়েছে।

এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে আমাদের সম্মানীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রিয় শিক্ষকবৃন্দ এবং সহপাঠীদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁদের উৎসাহ ও পরামর্শ ছাড়া এই প্রচেষ্টা সম্ভব হতো না।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ, আপনাদের জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। বিনীত অনুরোধ, আপনারা পত্রিকাটি পড়ে দেখবেন এবং মূল্যবান মতামত জানিয়ে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

শেষে, নববর্ষের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আমাদের সঙ্গে থাকুন।

মিহির কুমার মৃধা
প্রশিক্ষণার্থী
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল হাতিয়ার হল সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতি কেন্দ্র করে গড়ে উঠে বিভিন্ন জ্ঞান চর্চার পীঠস্থান। আমাদের মহাবিদ্যালয় অসাধারণ একটি জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছে এই কারণেই। এখানে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি আছে সুস্থ পরিবেশ, সংস্কৃতি চর্চার নানান দিক এবং সর্বোপরি ঐক্যবদ্ধতা। এই ঐক্যবদ্ধতার মধ্য দিয়ে আমরা মহাবিদ্যালয়ে শুরু থেকে নানান অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করেছি। অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে মহাবিদ্যালয় এর অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা বৃন্দ আমাদের সহপাঠী প্রত্যেকের প্রচেষ্টা আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। এছাড়াও শিক্ষা ক্ষেত্রে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমাদের পাঠক্রমকে অতিক্রম করে পরীক্ষার প্রান্তেও পৌঁছে দেয়।

সবদিক দিয়ে বলতে গেলে আমরা এক সুন্দর পরিবেশ এবং সুস্থ সংস্কৃতি পেয়েছি যার মধ্য দিয়ে আমরা সফলভাবে আমাদের সাংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে এগিয়ে যেতে পারছি।। আমি আশা রাখি আমাদের আগামী দিনগুলোতেও আমরা সকলের সহযোগিতায় আমাদের লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো, এবং মহাবিদ্যালয়ের সুনাম বজায় রাখতে সক্ষম হব।

প্রকাশ মাল
প্রশিক্ষণার্থী
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

ভ্রমণ সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

১০/০২/২০২৫ তারিখ, রাত ৮টা ৩৫ মিনিটে আমরা শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে চেপে আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের যাত্রা শুরু করি। সারা রাত ট্রেন যাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে, পরদিন সকাল ৮টার সময় শিলিগুড়ি স্টেশনে পৌঁছাই।

শিলিগুড়ি থেকে শুরু হয় আমাদের প্রকৃতির কোলে অবগাহনের এক অপূর্ব যাত্রা। পথচলতি দৃশ্যাবলি উপভোগ করতে করতে আমরা একে একে মিরিক লেক, সীমানা ভিউ পয়েন্ট, নেপাল বর্ডার এবং লেপচাজগৎ হয়ে আমাদের নির্ধারিত হোটেলে পৌঁছাই। সন্ধ্যায় বাস্তিল চৌরাস্তার আশেপাশে ঘুরে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয় আমাদের। সেই সময় আমরা স্থানীয় সংস্কৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করি।

পরবর্তী দিনগুলোতে আমরা কলেজ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে দার্জিলিং ও কালিম্পং-এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমন টাইগার হিল, বাতাসিয়া লুপ, জুলজিক্যাল গার্ডেন, লামাহাটা, কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ পয়েন্ট, লাভা, ললেগাঁও ও ডেলো পার্ক প্রভৃতি ঘুরে দেখি। প্রতিটি স্থানে আমরা প্রকৃতি, ইতিহাস ও সংস্কৃতির মিলনে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা লাভ করি এবং তা শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করি।

এই ভ্রমণটি আমাদের জন্য শুধুমাত্র আনন্দের উৎস ছিল না, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হয়ে উঠেছিল। কারণ, শিক্ষা কেবল পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—বাস্তব অভিজ্ঞতা, সরাসরি পর্যবেক্ষণ এবং ক্ষেত্রভিত্তিক জ্ঞানের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী প্রকৃত অর্থে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

বি. এড. (ব্যাচেলর অফ এডুকেশন) একটি পেশাগত কোর্স, যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো শিক্ষণ পেশার উপযোগী দক্ষ, চিন্তাশীল ও মানবিক গুণসম্পন্ন শিক্ষক গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা এক্সকারশন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালের বাইরে প্রকৃতিকে, ঐতিহাসিক স্থানকে কিংবা কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ শিক্ষার্থীদের জ্ঞানকে জীবন্ত ও বাস্তব করে তোলে।

এই ভ্রমণ আমাদের শেখার পদ্ধতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে, যা ভবিষ্যতে শিক্ষক হিসেবে আমাদের ভূমিকাকে আরও পরিপক্ক করে তুলবে। তিনদিন ব্যাপী এই ভ্রমণ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই অধ্যাপক ড. অরূপ কুণ্ডু ও সুমন সাহা মহাশয় প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাত্রদের নেতৃত্বদান ও সহযোগিতা করেছেন, যার জন্য আমাদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আদিত্য দাস
প্রশিক্ষণার্থী, প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

ক্রীড়া সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

শিক্ষা জীবনের মূল উদ্দেশ্য শুধু বই পড়া, পরীক্ষা দেওয়া এবং সার্টিফিকেট অর্জন করা নয়। বরং একজন শিক্ষার্থীকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক ভাবে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলা। এই পরিপূর্ণতার পথে খেলাধুলা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষা জীবনে খেলাধুলার গুরুত্ব তাই কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। মানুষের দেহ ও মনকে সুস্থ রাখতে , চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে, একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়াতে, এবং নিয়মানুবর্তীতা, সময়ানুবর্তিতা, সহনশীলতা, নেতৃত্বদান করতে এবং দলবদ্ধভাবে কাজ করার মনোভাব গড়ে তুলতে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়,হুগলি ২০২৪-২৬ শিক্ষাবর্ষে, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা এবং খেলাধুলার আয়োজন করেছিল। ছাত্ররা ফুটবল থেকে ভলিবল, ক্রিকেট,ব্যাডমিন্টন প্রতিটি খেলায় সহযোগিতা এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। অ্যাথেলেটিক্সে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগীতা ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনদিনব্যাপি এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ক্রীড়া বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই অধ্যাপক সত্যজিৎ হাঁসদা এবং সুমন সাহা মহাশয় প্রতিটি ক্ষেত্রে ছাত্রদের নেতৃত্বদান ও সহযোগিতা করেছেন যার জন্য আমাদের ক্রীড়া অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরি সম্ভব নয়। খেলাধুলা শিক্ষাজীবনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ যা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিকভাবে দৃঢ়, সুস্থ ও আত্মবিশ্বাসী করে তোলে। আমাদের রাষ্ট্রীয় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হুগলি প্রতিবছরই বছরের বিভিন্ন সময়ে ক্রীড়ানুষ্ঠানের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষকদের শিশুসুলভ সতেজ মনকে জাগিয়ে রাখতে ব্রতী রয়েছে।

রামচাঁদ সরেন
প্রশিক্ষণার্থী, প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

সেমিনার সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

আমাদের মহাবিদ্যালয়, আমাদের গর্বের, আনন্দের, পূর্ণতা প্রাপ্তির পীঠস্থান। জ্ঞানের ক্ষেত্র অনন্ত, অফুরান। আনন্দের সীমানা এখানে অন্তহীন। আমাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য মহাবিদ্যালয় অনেকগুলি সেমিনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল এই শিক্ষাবর্ষে। ১০ই ডিসেম্বর বিশ্ব মানবতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেখানে মূল বক্তা হিসেবে ছিলেন ডঃ শিশির কুমার চট্টরাজ, হুগলি মহসিন কলেজ। আরো, একটি ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে সেমিনার আয়োজন করা হয় এখানে মূল বক্তা হিসেবে ছিলেন ডঃ নির্মাল্য সেন শর্মা, হুগলি গার্লস কলেজ। এই ভাবে আমাদের মহাবিদ্যালয় বিভিন্ন সেমিনার আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষার স্তর উন্নতি করার যে প্রয়াস সেটা সবসময়ই করে চলেছে আগামী দিনেও আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এই ভাবে আমরা মহাবিদ্যালয়ের নানান কাজে জড়িয়ে থেকে নিজেদের প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে চলেছি।।

সমীরণ ধীবর
প্রশিক্ষণার্থী, প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদকের কলম

(ছাত্র সংসদ)

Serving as the Information Technology Secretary of my college has been a transformative and creatively fulfilling journey. In this role, I had the unique privilege of becoming the visual storyteller of our institution—tasked with capturing the vibrancy, spirit, and energy of the numerous events that brought our campus to life.

From the pulse of cultural festivals to the quiet focus of academic seminars, I was behind the lens, framing fleeting moments into lasting memories. Each click of the camera was not just about documentation—it was about encapsulating the essence of the moment and preserving it with care and purpose.

What followed was the meticulous process of cataloguing these captured memories into organized digital archives—a virtual tapestry of our college's dynamic life. With attention to detail and a deep respect for digital preservation, I ensured every image found its rightful place, ready to be revisited and remembered.

This role not only sharpened my technical acumen and creative eye but also deepened my appreciation for teamwork, time management, and the power of storytelling through technology. It was more than a responsibility—it was a rewarding experience that allowed me to leave a lasting imprint on the digital legacy of my college.

শুভম দাস
প্রশিক্ষণার্থী, প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

ডেকোরেশন ও এক্সিবিশন কমিটির সম্পাদকের কলম
(ছাত্র সংসদ)

এই মর্যাদাপূর্ণ ম্যাগাজিন সংখ্যায় আপনাকে স্বাগত জানাই! ডেকোরেশন ও এক্সিবিশন কমিটির সচিব হিসেবে, আমি গভীর গর্বের সঙ্গে উপস্থাপন করছি এক অনবদ্য সৃষ্টিকর্মের সংকলন, যা বহু মাসের পরিশ্রম এবং নিখুঁত নৈপুণ্যের ফসল। আমাদের কমিটি প্রচলিত নকশার সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে, যেখানে উৎকর্ষতার ছোঁয়া, আধুনিকতার স্পর্শ এবং সাংস্কৃতিক গাম্ভীর্য মিশে গেছে প্রতিটি প্রদর্শনীর প্রতিটি খুঁটিনাটিতে। প্রতিটি প্রদর্শনী যেন একটি জটিল চিত্ররেখা, যা দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুপ্রেরণা জাগাতে সক্ষম।

আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানাই এই সংখ্যাটি অন্বেষণ করার জন্য, যেখানে আমরা তুলে ধরেছি আমাদের অদম্য নিষ্ঠা, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সম্মিলিত সৃজনশীলতার ফলাফল। আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও আগ্রহের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, এবং এই অতুলনীয় শিল্পযাত্রায় আপনাকে সঙ্গে পেয়ে আমরা সম্মানিত বোধ করি।

দেবাশীষ পাল
প্রশিক্ষণার্থী, প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

মহাবিদ্যালয়ের টুকরো খবর

১. জীবন বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রী সত্যজিৎ হাঁসদা ০৭.০৬.২০২৩—২০.০৬.২০২৩ PMMMNMTT-তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম থেকে রিফ্রেশার কোর্স করলেন।

২. শিক্ষা তত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বিমান মিত্র ১৮.০৪.২০২৪—২৯.০৪.২০২৪ PMMMNMTT - Burdwan University থেকে NEP 2020 ORIENTATION AND SENSETIZION PROGRAM অংশগ্রহণ করলেন।

৩. গণিত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অরূপ কুণ্ডু, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শ্রী সুমন সাহা ও জীবন বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক শ্রী সত্যজিৎ হাঁসদা ০১.০৫.২০২৪—১০.০৫.২০২৪, নিউ দিল্লিতে PMMMNMTT -NIEPA থেকে NEP 2020 ORIENTATION AND SENSETIZION PROGRAM অংশগ্রহণ করলেন।

৪. সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সঞ্জীবন সেনগুপ্ত ১৭.০৫.২০২৪—২৮.০৫.২০২৪, PMMMNMTT -Burdwan University থেকে NEP 2020 ORIENTATION AND SENSETIZION PROGRAM অংশগ্রহণ করলেন।

৫. গণিত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ অরূপ কুণ্ডু সহকারী অধ্যাপক (তৃতীয় স্তরে) (০৪.০৮.২০২৪) উন্নীত হবার জন্য স্ক্রিনিং এর মুখোমুখি হলেন ১৮.১১.২০২৪.

৬. মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষা তত্ব বিভাগের প্রশিক্ষণার্থী শ্রী শচীনন্দন মাহাতো নিউ দিল্লিতে বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার ডায়ালগ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন ১০.০১.২০২৫ থেকে ১২.০১.২০২৫.

৭. রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শিবানন্দ সানা ০৫.০২.২০২৫ তারিখ গভর্মেন্ট ট্রেনিং কলেজ হুগলি থেকে গভর্মেন্ট টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মালদা স্থানান্তরিত হলেন।

৮. শ্রী নকুল চন্দ্র হালদার ৩০শে এপ্রিল ২০২৫ তার জীবনের ৬০ বৎসর পূরণ করে গভর্মেন্ট নিয়ম মোতাবেক অবসর গ্রহণ করলেন।

৯. হুগলী লোকসভার মাননীয়া সাংসদ রচনা ব্যানার্জি তাঁর সাংসদ তহবিল থেকে একটি ওয়াটার এ টি এম ১০.০২.২০২৫ তারিখে মহাবিদ্যালয়কে দিলেন।

১০. ডঃ বিমান মিত্র ০১.০৮.২০২২ থেকে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে (তৃতীয় স্তরে) উন্নীত হলেন।

GOVT TRAINING COLLEGE , HOOGHLY

Staff members of the Collegege

TEACHING

1.	Dr. Goutam Patra	Principal
2.	Sri Nagarjun Bharadwaj	Associate Professor (History)
3.	Dr. Baishali Basu Roy Choudhury	Associate Professor (Bengali)
4.	Dr. Pratap Kumar Jana	Associate Professor (Chemistry)
5.	Dr. Sanjiban Sengupta	Associate Professor (Sanskrit)
6.	Dr. Sibananda Sana	Associate Professor (Chemistry) (Transferred 05. 02. 2025)
7.	Dr. Biman Mitra	Assistant Professor (Education)
8.	Dr. Arup Kundu	Assistant Professor (Mathematics)
9.	Sri Suman Saha	Assistant Professor (English)
10.	Sri Satyajit Hansda	Assistant Professor (Life Science)
11.	Smt. Santwana Acharya	SACT (Music)

LIBRARIAN

1.	Vacant	Retired on 30.06.2023

HOSTEL SUPER

1.	Sri Nagarjun Bharadwaj	Associate Professor (History)

NON-TEACHING

1.	Sri Nirmal Kumar Dey	Head Cleark
2.	Sri Sovon Kumar Dam	Cashier
3.	Sri Ashok Kumar Barua	Peon
4.	Sri Bishnupada Sarkar	Peon
5.	Sri Prem Chand Routh	NTS
6.	Sri Nakul Chandra Halder	Night Guard (Retired 30.04.2025)
7.	Darwan	(Vacant)

HOSTEL STAFF

1.	Sri Somnath Mallick	Cook (Assistant)
2.	Sri Swapan Kumar Pradhan	Sweeper

TECHNICAL STAFF

1.	Sri Nayan Bose	Data Entry Operator
2.	Smt. Sweeta Biswas Kar	Data Entry Operator

CAMPUS ACTIVITIES (2024-2025)

- **1st July**: Beginning of the session & 'Nabin Baran' with a cultural programme followed by talent search and Doctor's Day observation.
- **1st August :** Foundation day of the college was observed by a cultural programme.
- **8th August :** 'Baishe -Shraban'- Rabindra swaran with a cultural programme is held & wall magazine-I is published, with 'Barsha Mongal' & 'Briksha Ropan' utsav.
- **12th August :** National Anti Ragging Day
- **15th August :** 'Independence' day was celebrated in a benefiting manner, with patriotic poems, songs and speech and flag hosting.
- **5th September :** Celebration of 'Teachers Day' and observation of birthday of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan.
- 'Sharadotsav' before Puja Vacation is observed followed by a cultural programme and wall magazine-II is published.
- **1st December :** An Awareness program on World AIDS Day
- **10th December :** Observation of 'Human Rights Day'
- **12th January :** Observation of the 'Birth day of Swami Vivekananda' with a cultural programme and full of honour.
- **23rd January :** Observation 'Netaji birth day' in a befitting manner with full of respect.
- **25th January :** Observation of National Voters Day (NVD).
- **26th January :** Observation of 'Republic Day'.
- **21st February :** Observation of 'International Mother Language Day' and wall Magazine-III is published.
- **8th March:** Celebration of International Women's Day and Publication of Annual Magazine.
- **18th, 22nd & 23rd March:** State Lebel Seminar, Annual Social Programme along with Alumni Reunion
- **8th May: Observation of** 'Rabindra Janmajayanti' and Publication of Annual Magazine "Eshana' 2024-25.
- **5th June**: Celebration of world Environment Day & International Yoga Day
- **21st June**: Celebration of International Yoga Day.

GOVERNMENT TRAINING COLLEGE HOOGHLY

Estd-1955

Committees and Cells (2024-2025)

Restructured Committees and Cells (w.e.f. 26/11/2024)

as Approved by the Teachers' Council in the meeting held on 26/11/2024.

Chairperson : Dr. Goutam Patra (Principal)

Name of the Committee/Cell	Attached Personnel
IQAC	Chairperson: Dr. Goutam Patra
	Convenor: Dr. Pratap Kr. Jana
	Member: Dr. Baishali Basu (Roy Choudhury) Dr. Sanjiban Sengupta Sri Suman Saha
Alumni Association	Chairperson: Dr. Goutam Patra
	Convenor: Dr. Biman Mitra
	Member: Prof. Suman Saha
Curricular Development Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra
	Convenor: Dr. Sibananda Sana * Transfer on 2.2.25
	Member: Satyajit Hansda
Research and Innovation Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Arup Kundu Member: Dr. Pratap Kr. Jana
Examination and Evaluation Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Arup Kundu Member: Dr. Sibananda Sana *
Admission Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Baishali Basu (Roy Choudhury) Member: Prof. Suman Saha
Internship Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Sibananda Sana * Member: Prof. Suman Saha

Name of the Committee/Cell	Attached Personnel
	Member: Prof. Suman Saha
Library Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Sri Satyajit Hansda Member: Prof. Santawana Acharya
Games and Sports Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Prof. Satyajit Hansda Member: Prof. Suman Saha
ICT Development Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Arup Kundu Member: Dr. Sibananda Sana * (Transfered)
Student Welfare Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Baishali Basu (Roy Choudhury) Member: Dr. Sanjiban Sengupta Dr. Biman Mitra
Publication Committee & Magazine	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Arup Kundu Members: Dr. Baishali Basu (Roy Choudhury) Dr. Sanjiban Sengupta Dr. Biman Mitra Sri. Suman Saha
Purchase and Waste Management Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Pratap Kr. Jana Members: Dr. Sanjiban Sengupta Dr. Biman Mitra Nirmal Kr. Dey Sovan Kr. Dam
Hostel Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Prof. Nagarjun Bharadwaj Member: Prof. Satyajit Hansda
Ethics and Disciplinary Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Prof. Nagarjun Bharadwaj Member: Dr. Sanjiban Sengupta

Name of the Committee/Cell	Attached Personnel
Campus Beautification Committee and Nature Club	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Sri Satyajit Hansda Member: Dr. Biman Mitra Smt. Santwana Acharya
Cultural Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Baishali Basu (Roy Choudhury) Member: Dr. Biman Mitra Smt. Santwana Acharya
Food and Refreshment Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Biman Mitra Members: Prof. Nagarjun Bharadwaj
Excursion, Community Based Activity and Social Relation Committee, NSS	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Arup Kundu Member: Prof. Suman Saha
Debate/ Seminar/ Workshop Committee	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Baishali Basu (Choudhury) Member: Dr. Sanjiban Sengupta Dr. Biman Mitra Sri. Suman Saha
CELLS	
NCTE Cell	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Prof. Suman Saha Member: Prof. Baishali Basu (Choudhury)
Student Grievance Redressal Cell (Student Representatives)	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Sanjiban Sengupta Members: Dr. Baishali Basu (Roy Choudhury) Dr. Biman Mitra General Secretary – Shantanu Mondal Assistant General Secretary – Dipanjan Biswas
Person with Disability and Equal Opportunity Cell (Student's Representatives)	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Biman Mitra Members: Prof. Santwana Acharya Rajesh Roy (1st Semester) Asit Mondal (3rd Semester)

Name of the Committee/Cell	Attached Personnel
Higher Education Cell/ Uchchashiksha Portal	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Sanjiban Sengupta Joint Convenor: Dr. Arup Kundu
AISHE	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Sibananda Sana *
Student's Scholarship	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Arup Kundu Members: Prof. Satyajit Hansda Prof. Suman Saha
Bishakha Cell/POSH	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Baishali Basu (Roy Choudhury) Members: Prof. Santwana Acharya Smt. Sweta Kar
Anti-Ragging Cell	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Prof. Nagarjun Bharadwaj Member: Dr. Baishali Basu (Roy Choudhury) Sri. Suman Saha General Secretary – Shantanu Mondal Assistant General Secretary–Dipanjan Biswas
Vigilance Cell	Chairperson: Dr. Goutam Patra Convenor: Dr. Sanjiban Sengupta Member: Dr. Pratap Kr Jana
Co-ordination/Liaison between Teaching Staff and Office of the Principal	Teacher Representative: Dr. Sibananda Sana* Member: Nirmal Kr. Dey
Teacher's Council Secretary	Convenor: Dr. Sanjiban Sengupta

* Dr. Sibananda Sana Transfer as on 05 .02. 2025 / Dr. Sanjiban Sengupta w.e.f. 06. 02 .2025

GOVERNMENT TRAINING COLLEGE HOOGHLY

Estd-1955

Students Committees (2024-2025)

Secretary, Asst. Secretary and members of different Committees

Session 2024-25

Name of Committee	Designation	Name of Representative	Mobile No.
General	General Secretary	Santanu Mondal (22)	8370830219
	General Asst. Secretary	Dipanjan Biswas (40)	7449705751
Class Monitor	Class representative	Md Shahbaz Ansari (36)	6294788859
	Asst. Class representative	Subhajit Saha (26)	7365945941
CULTURAL	Secretary	Prokash Mal (30)	6296475597
COMMITTEE	Asst. Secretary	Shirsendu Sarkar (51)	6290028903
Dr. Baishali Basu	Member	Sukumar Das (19)	9382264145
(Roy Choudhury)	Member	Supriyo Mondal (16)	7872269972
Dr. Biman Mitra	Member	Suvendu Saha (21)	6290706427
Smt. Santwana	Member	Akashdip Biswas (37)	8274861173
Acharya	Member	Rahul Ghosh (32)	8276099702
	Member	Moin Khan (09)	9547005421
	Member	Ramchand Saren (29)	7063037169
EXCURSION	Secretary	Aditya Das (06)	9007391252
COMMITTEE	Asst. Secretary	Abhinaba Kundu (42)	8910261428
Dr. Arup Kundu	Member	Sudip Kr. Hazra (03)	9800870922
Sri Suman Saha	Member	Joy Mondal (07)	7548027460
	Member	Ananda Paramanik (49)	8537982850
	Member	Raza Murad Ali Khan (46)	7890526727
	Member	Rajesh Roy (33)	7439582034
	Member	Subham Das (11)	9330095587

Name of Committee	Designation	Name of Representative	Mobile No.
GAMES & SPORTS COMMITTEE	Secretary	Ramchand Saren (29)	7063037169
	Asst. Secretary	Tamojit Das (41)	6290888206
Sri Satyajit Hansda	Member	Ramprasad Sarkar (12)	8116064240
Sri Suman Saha	Member	Bishnudev Mondal (13)	8391834416
	Member	Manojit Mandal (35)	9883009743
	Member	Sudip Samanta (43)	9775472759
	Member	Subhajit Saha (26)	7365945941
	Member	Dinobondhu Malik (02)	9083357814
	Member	Ram Chandra Saren (45)	8016647787
MAGAZINE COMMITTEE	Secretary	Mihir Kumar Mridha (14)	7478200388
	Asst. Secretary	Mahadeb Hemrom (38)	9382993371
Dr. Arup Kundu	Member	Debasish Paul (08)	7585012610
Dr. Baishali Basu	Member	Manjirul Islam (15)	9733605003
(Roy Choudhury)	Member	Moin Khan (09)	9547005421
Dr. Sanjiban Sengupta	Member	Subhanath Majhi (23)	6291044167
Dr. Biman Mitra	Member	Subhajit Saha (26)	7365945941
Sri. Suman Saha	Member	Manoj Barman (10)	9083048920
FOOD & REFRESHMENT COMMITTEE	Secretary	Rajarshi Sikdar (34)	9547174047
	Asst. Secretary	Abhinaba Kundu (42)	8910261428
	Member	Manojit Mandal (35)	9883009743
Dr. Biman Mitra	Member	Soumen Bachar (47)	9749958537
Prof. Nagarjun	Member	Ramprasad Sarkar (12)	8116064240
Bharadwaj	Member	Bishnudev Mondal (13)	8391834416
	Member	Ranajit Mal (25)	6294519126
	Member	Ananda Paramanik (49)	8537982850
	Member	Shirsendu Sarkar (51)	6290028903
DECORATION & EXHIBITION COMMITTEE	Secretary	Debasish Paul (08)	7585012610
	Asst. Secretary	Kiran Mondal (48)	9830822161
	Member	Subhanath Majhi (23)	6291044167
Dr. Biman Mitra	Member	Suvendu Saha (21)	6290706427
Dr. Sanjiban Sengupta	Member	Tamojit Das (41)	6290888206

Name of Committee	Designation	Name of Representative	Mobile No.
Dr. Pratap Kr. Jana	Member	Shraban Sarkar (01)	9749703549
	Member	Md. Shahbaz Ansari (36)	6294788859
	Member	Samiran Dhibar (50)	8972315581
INFORMATION	Secretary	Subham Das (11)	9330095587
& TECHNOLOGY	Asst. Secretary	Manoj Barman (10)	9083048920
COMMITTEE	Member	Aditya Das (06)	9007391252
Dr. Arup Kundu	Member	Debasish Paul (08)	7585012610
Dr. Sibananda Sana	Member	Mihir Kr. Mridha (14)	7478200388
	Member	Manjirul Islam (15)	9733605003
	Member	Sudip Samanta (43)	9775472759
	Member	Gopal Rabidas (27)	7319433306
	Member	Subhajit Saha (26)	7365945941
DEBATE	Secretary	Samiran Dhibar (50)	8972315581
& SEMINAR	Asst. Secretary	Rajesh Roy (33)	7439582034
Dr. Baishali Basu	Member	Tamojit Das (41)	6290888206
(Choudhury)	Member	Sudip Kr. Hazra (03)	9800870922
Dr. Sanjiban Sengupta	Member	Raza Murad Ali Khan (46)	7890526727
Dr. Biman Mitra	Member	Ram Chandra Saren (45)	8016647787
Sri. Suman Saha	Member	Rajarshi Sikdar (34)	9547174047
	Member	Gopal Rabidas (27)	7319433306
CAMPUS	Secretary	Sayan Bhadra (28)	7044108149
BEAUTIFICATION	Asst. Secretary	Bhaskar Nandi (24)	9641478847
& NATURE CLUB	Member	Soumen Bachar (47)	9749958537
Sri Satyajit Hansda	Member	Ranajit Mal (25)	6294519126
Dr. Biman Mitra	Member	Ranajit Mal (25)	6294519126
Smt. Santwana Acharya	Member	Shuvam Ghosh (17)	7029429853
	Member	Shraban Sarkar (01)	9749703549
	Member	Rajesh Roy (33)	7439582034
	Member	Ramchand Saren (29)	7063037169

GOVERNMENT TRAINING COLLEGE HOOGHLY

Estd-1955

Advisory Committee & Board of Editors

Professor (Dr.) Abhijit Kumar Pal
HOD, Department of Education,
West Bengal State University − Barasat, Kolkata - 700126

Dr. Saibal Chattopadhyay
Proposed Govt. Nominee;
Ex. Deputy Director and District Compensation Officer, Hooghly;
DOMA Building 1st Floor, Jiban Pal's Garden; G. T Road, Hooghly More,
Pin - 712103

Dr. Sisir Kumar Chatterjee
Assistant Professor;
Department of Teacher Education,
Baba Saheb Ambedkar Education University

Dr. Sumana Samanta Naskar
Assistant Professor;
Department of Teacher Education,
Baba Saheb Ambedkar Education University

Dr. Md. Zaharul Hoque
Assistant Professor;
Department of Teacher Education,
Baba Saheb Ambedkar Education University

Mr. Joydeb Sikdar
The Executive Engineer, Hooghly Division, Social Sector, P.W.D.
Purta Bhaban Ground Floor, Sarat Sarani, Hooghly - 712123

Advisory Committee

Sl. No.	Name of the Distinguished Member (Honorable Members)	Designation/ Address/Affiliation
1	Dr. Goutam Patra) Principal (WBSES) Govt. Training, College, Hooghly	Govt. Training, College, Hooghly, Chawkbazar, Hooghly-712103, WB
2.	Dr. Abhijit Kumar Pal	Professor and head Department of Education West Bengal State University
3	Dr. Tarini Halder	HoD, Professor Department of Education Faculty of Education University of Kalyani Kalyani
4.	Dr. Khagendranath Chattopadhyay	Professor, Department of Education and Head, Department of Psychology, The University of Burdwan
5.	Sri Tarun Goswami	Coordinating Editor The Statesman
6.	Dr.Lalit Lalitav Mohakud	Associate Professor, Department of Education Jadavpur University, Kolkata
7.	Dr Debabrata Debnath	Professor Department of Education University of Gour Banga, Malda
8.	Prof. Jayanta Mete	Dean and Professor (Former) Department of Education Faculty of Education University of Kalyani Kalyani
9.	Prof. Birbal Saha	Professor & HoD Department of Education Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia
10.	Prof. Samirranjan Adhikari	Department of Education Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia
11.	Dr. Sumit Paroi	Assistant Professor Department of Education Kazi Nazrul University
12.	Prof. Sunima Ghosh	Professor Department of Bengali University of Gour Banga
13.	Prof. Dibyendu Bhattacharya	Professor Department of Education Faculty of Education University of Kalyani, Kalyani

Sl. No.	Name of the Distinguished Member (Honorable Members)	Designation/ Address/Affiliation
14.	Dr. Kartick Chandra Pramanik	Professor Department of Education Bankura University
15.	Sri Debasish Bandopadhyay	Programme Executive Doordarshan Kolkata
16.	Dr. Biswajit Bala	HoD Department of Education Baba Saheb Ambedkar Education University
17.	Prof. Taraknath Pan	Ex-Professor Vidya Bhavan, Viswa-Bharati University, Education Department
18.	Dr. Shyamal Mazumder	Principal (WBSES) Government Physical Education College for Women, Chinsurah, Dist- Hooghly
19.	Dr. Atindranath Dey	Director, NSOU
20.	Dr. Debnarayan Roy	Principal, Jhargram Raj College, Jharagram, & Registrar (Officiating) Sadhu Ramchand Murmu University, Jharagram

আমি যদি নৌকা হতাম

মিহির কুমার মৃধা
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

ভেজা কুয়াশা, ভোরের আলো,
নদীর বুকে অজানা কালো।
আমিই নৌকা, ভাসি একলা একলা,
স্বপ্ন গাঁথি যতন জ্বালার।

জীবন স্রোত বয়ে চলুক,
বিপত্তি সরুক পথটা খুলুক।
পালহীন আমি দুঃসাহসিক বীর,
বায়ুর কণ্ঠে শুনি নদীর তীর।

দুর্যোগ এলে, ভাঙুক পাড়,
সাহস নিয়ে এগিয়ে যাই বারবার।
আমার জীবন নদীর গান,
নৌকা হয়েই করি অবস্থান।

অসীম আকাশ, বিস্তৃত জল,
আমিই হারাই, আমিই পাই নতুন ফল।
আমি যদি নৌকা হতাম।,
আজীবন নদীর সঙ্গেই থাকতাম।

What Was My Fault?

Tamojit Das
First Year (2024–2026)
Government Training College, Hooghly

What was my fault? I strove with might,
Persevered through hardships, day and night.
Yet, I'm halted, urged to start anew,
Leaving me wondering... what did I do?

Do past struggles, hardships, and reverence count?
Or are they worthless in this corrupt mount?
Those who uphold injustice, uproot what's right,
But what's my role in this chaotic plight?

Am I just a pawn, bound for a destined fate?
I have loved ones to care for, myself to create.
No reasons for tears, yet they fall like rain,
What was my fault? Must I bear the blame?

If I stumble, is it my fault, or circumstance?
Or is being born powerless my life's sentence?
Perhaps it's just harsh reality's cold design,
A fate I must accept, and forever redefine.

মায়ের মন

দীনবন্ধু মালিক
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

মাগো তোমার ছোট্টো খোকা
হয়ে গেছে অনেক বড় ।

তবু কেন চিন্তা নিয়ে উঠানে
বসে পড়ো·····..।

মনে পরে মা, স্নেহাশিত
কপালে দেওয়া চুমু।

তুমি আমার সাথেই আছো,
মন মানেনা তবু·····।

সংবাদেতে দেখলে যখন
দুর্ঘটনার ছবি···..,

মনটা তোমার উথাল -পাথাল
শুরু করে দেয় তখনি।

মাগো! ছলনা করে ডাকলে কাছে,
একটি বার দেখবার তারে···.

ফোন করে বললে মোরে,
"বাবু " শরীর খারাপ করেছে আমারে।
মাগো! তোমার মনের ব্যাথা
বুঝতে সবই পারি·····..
তোমার সেই ছোট্টোখোকা
আর ছোট্টটি নাহি।।

Uncanny Fragments

Saikat kundu
Second year (2023−2025)
Government Training College, Hooghly

It's not been so love, for so long,
You and me, was hanging in the banks; of Avon.
It's not the idea of ideals,
It's been the pan demoniac dust, that goes on.
Darling buds, melts, for the quest of Zenith;
My heart bleeds, in the holding of Elixir seeds;
Opium betrays, at the break of dawn!
Ruinous tomb, stays unaltered ultimate long.
Falsified truth glitters, at the gyre of gamble;
Oracle echoes, nothing is truth, and nothing is false, at the post-truth game.
And senseless quest, just goes on, towards hollow man's lane...

জ্যান্ত মরা

শ্রবণ সরকার
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

গঙ্গায় ভাসবে এমন
দেহ বলছে তা কখন,
জীর্ণ,শীর্ণ, অর্ধ-পোড়া—
আমরা তো সব জ্যন্ত মরা |
বলব না তোরা ঘুড়ে-বেড়া
পাগল হয়ে ওরে মাতাল হয়ে,
তোরা তো সব জ্যন্ত মরা !

নদী

সুপ্রিয় মণ্ডল
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

নদী যায় আঁকাবাঁকা পথে
নিজের পথ বের করে নেয় সাথে।
কারো ধার ধারে না যে
সে যায় নিজের কাজে।
সঙ্গে যা থাকে নিয়ে যায় সাথে
তারপর বিসর্জন দেয় গঙ্গা-যমুনা তে।
নদী করে যে কত মানুষের উপকার
কিন্তু, মানুষ করে না কোনো নদীর উপকার ।
নদীর ধারে চাষীরা করে চাষ
নদীর ধারে অনেক মানুষ এর বসবাস।।

রক্তে রাঙ্গানো একুশে

দীপাঞ্জন বিশ্বাস
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

ভাষা মোদের বাঁচতে শেখায়
ভাষায় বাঁধি গান।
ভাষায় মোরা হাসতে শিখি
ভাষায় জুড়ায় প্রাণ।

আমার ভাষা বাংলা ভাষা
তোমার ভাষা হিন্দি।
ভাষা মোদের প্রাণের প্রিয়
মানে না কোনো গণ্ডি।

ভুবন ভরে ভাষার রাজ্য
ভাষাতে সবার ঐক্য।
মানুষ যদিও ভাগ করে দেশ
নেয় তবু মতনৈক্য

রক্ত দিয়েছে ভাষার তরে
বাহান্নর ওই একুশে।
ঢাকার রাস্তা হয়েছিল লাল
ছিল রক্তিম সূর্য আকাশে।

গগন-পবন ভেদ করে তারা
মায়ের ভাষার বাঁচাতে মান
বুক পেতে তারা গুলি সয়ে ছিল
বরকত, রফিক, জব্বার, সালাম।

ভাষার জন্য মরালো যারা
ভাঙলো যারা মায়ের বেড়ি
তাদের আজ স্মরণ করিব
আজ অমর একুশে ফেব্রুয়ারি।

গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

আলো - আধার

শীর্ষেন্দু সরকার
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

আলোতে আধার হয়েছে কালো,
ভালো-মন্দে জীবন চলছে
কারোর...
হচ্ছে আলো, হচ্ছে আধার...

এই প্রকৃতি নিয়ম সমহার।
আলোর জন্য দৃষ্টি তবে, আধার কেনো অন্ধ?
আলোর দিকে ছুটছে পথে, আধার প্রতিবন্ধ।

[illegible]

রামচাঁদ সরেন
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

নির্বাসিতদের গান

প্রণব কুমার রায়।
দ্বিতীয় বর্ষ (২০২৩-২০২৫)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

আমরা তারা, যারা শিকড়ের সন্ধান ভুলে গেছি।
মাটির গন্ধ আমাদের কাছে এখন শুধুই স্মৃতির মতো,
একটা পুরোনো চিঠির মতন,
যার কালি মুছে গেছে সময়ের আর্দ্রতায়।

আমরা চলে আসি, চলে যেতে হয়—
ভাষা বদলায়, আকাশ বদলায়,
কিন্তু বুকের গভীরে এক চিলতে মাটি রয়ে যায়,
যা কোনো দেশেই নেই, কোনো মানচিত্রেই আঁকা হয় না।

আমাদের নাম ডাকে না কেউ,
আমাদের ঠিকানা কেবল মুছে যাওয়া পথের ধুলোয় লেখা থাকে।
আমরা শব্দহীন সঙ্গীতের মতো,
আমরা হারিয়ে যাওয়া নদীর মতো—
যার কোনো মোহনা নেই, শুধু প্রবাহ আছে।

তবু আমরা গান গাই,
এক অদৃশ্য দেশের জন্য,
এক অচেনা বাতাসের জন্য,
এক সোনালি আলোয় ভেজা দুপুরের জন্য,
যে দুপুর আজও আমাদের অপেক্ষায়—
কিন্তু ফিরে যেতে পারি না,
কারণ আমরা নির্বাসিত।

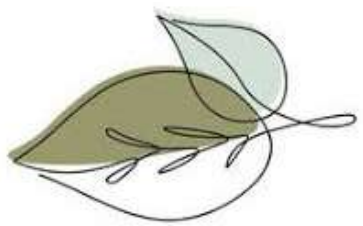

নিঃশব্দের গ্রাম

সুকুমার দাস
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

গ্রামের ধুলো মাখা চেনা পথটায়.....
পায়ের ছাপ রেখে গেছে শতাব্দীর হাওয়া,
নেই কোলাহল, নেই শহুরে জট,
শুধু নীরবতা বলে- "এই তো আমার ঠাঁই।"
মাটির ঘরের দেওয়ালে চিড়,
তবু তা ভাঙ্গে না স্মৃতির কাঠামো।
বাবা বলতেন-
"ভালোবাসা যদি গাথা হয় মাটির মতো,
তাহলে তা টিকে যায় যুগ পেরিয়ে যুগ।"
নদীটা এখন শুষ্ক, শুকনো তার বুক,
তবুও ছেলেটা ছিপ ফেলে-
স্বপ্ন তো জলের মাঝে নয়
স্বপ্ন থাকে আশায়, বিশ্বাসের সূর্য তলে।
বৃদ্ধ আম গাছ দাঁড়িয়ে নিরবে
ঝড়ায় পাতা, শুনে শিশুর হাসি,
তার ছায়ায় দুপুর নামে নিঃশব্দে-
না শুধু বিশ্রামের জন্য,
কখনো কখনো নিজের সঙ্গেই দেখা হয় ওখানে।
এখানে রাতেও চাঁদ ওঠে না প্রায়,
তবুও জোনাকির দল জ্বালে দীপ্তি।
কারণ তারা জানে-
আলোর অপেক্ষা বৃথা,
যদি নিজের ভেতরেই থাকে এক চূর্ণ রবি।।

WRATH OF CORONA

Debasish Paul
First Year (2024–2026)
Government Training College, Hooghly

All we are united by soul and flesh,
What a wonder in such Godly bless!
But when this unity breaks at last,
Eternal damnation comes aghast!

VENGEANCE……VENGEANCE……VENGEANCE.

I, the king of unseen powers,
has ruled this planet like mowers;
Not by yolk, not by sythe,
not so near from my trickery.

I, the ancestor of Lucifer the Great,
and Beelzebub whose mate.
Instead of bubbling reputation,
I want my own dignity in Population.

Where the siblings of Adam and Eve hate me,
and always prefer their king Biggie.
My memory can't forget the Liquid Fire.
I want their funeral pyre.

ALL AROUND, I SEE ARE INNOCENT FLOWERS;
BUT LITTLE I SEE THAT IS OURS.

Everything besides me a thing of agitation
that against my Pedigree's passion.
Reputation, I have lost my reputation
and banished by earthly afforestation.

Hymn of humanity not so great,
the stolen chronicle of Apollo Musagete.
Chaos and crying are so good;
So easily, so firmly spread its root.

THE WORLD IS SO CHANGING NOW!
THE CIVILIZATION IS TOO FASCINATING HOW?
NO, THIS IS THE TIME TO BAFFEL THINE ART.

Again, from the Knowledge Tree I take the lesson
how to destroy Nation after Nation.
My proud and privileged unknown diploma,
The name is CORONA!

I send my disciples from sea-far China,
profilistic are they like Indian Hyena;
To all over the world with Antena,
and with the lifelong food Hellish Manna.

There is no text, there is no place,
the wise men identify their face;
Even to stop their invincible race,
in any by major or minor case.

The young, strong and unnumbered are they,
thousand of thousands people are the prey.
Like the arrows of scorching Sun of May;
over the sea, along the Bay.

I, your God like Thor Ragnarok,
the Living stone in the art of Baroque;
not as the worshipping deity of Asguard,
whose heart aftermath became hard.

Where are your Hephaestus, where are your kinds?
The answer is no! there is only Mephistopheles.
I want the reddish blood of White Roses.
I want my property from the Bushes.

The blood of Christ splitting daily,
Starvation, Anger, Violence starts their rally.
Sh! where is thy Omnipotence?
Is it not an experience?

TO THE SPRING

Debasish Paul
First Year (2024−2026)
Government Training College, Hooghly

O Spring, the beautician,
what thou art in our vision!
In this play what thy mission?
That's better than our ambition.
How the ladies be fine with thy hand?
At the last in the Winter-Wonderland;
with their beauty in the hearts of men
even in the etymological chain.
Who made the brass of you?
By which you bring the view,
on the shrinking faces of old
like the color of natural Gold.
What such garment are you weaving?
which can hidden their secret weeping;
that signify violence of biblical Satan,
for the fulfillment after assultation,
in the mean of earthly deforestation.
Hey, listener be quick thy hand,
Poets and Lovers wait in the land.
Yon, the cuckoos start their lyrical band!
Are the beauties ready for their dance,
with their long waiting fans?
Oh, how you bright them than sapphire!
None can be wait without fall in their affair;
valuable diamond will be invaluable;
to the heavenly creation you have been able.
I know the Blithe-Spirit, you must be gone
to another creation for the Paradise's fun.
But mind don't want to say good bye;
for while I look upon the sky.

Meaning of life

Rajarshi Sikdar
First Year (2024−2026)
Government Training College, Hooghly

Beyond the veil of flesh and bone,
There lies a world we've never known.
A realm of spirit, vast and wide,
Where souls and angels do reside.

The eye of reason cannot see,
The mystery of eternity.
But in the depths of heart and mind,
A spark of truth we're sure to find.

For in the stillness of the soul,
The universe begins to unfold.
And every breath we take reveals,
The secrets that the spirit conceals.

So let us cast away our fear,
And let our inner vision clear.
For in the realm of truth and light,
We'll find the meaning of our life.

স্বপ্না

মাঞ্জিরুল ইসলাম
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬), গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

যে নিরন্তর স্বপ্ন দেখে যায় তাকে কি স্বপ্না বলা যেতে পারে? স্বপ্ন আসলে কী? রাতে ঘুমের মধ্যে দেখা কিছু ঘটনা নাকি জেগে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখের আশায় করা কল্পনা। যদি হয় প্রথমটা তাহলে ঘুম উধাও তো স্বপ্ন উধাও। কিন্তু যদি হয় দ্বিতীয়টা তাহলে?

একটি ছেলে যার একটাই স্বপ্ন যে সে তার মায়ের স্বপ্ন পূরন করবে; ভালোমানুষ হবে, ভালোকরে পড়াশুনা করবে, ভালো চাকরি করবে, সেই মতই একটু একটু করে এগোতে থাকে ছেলেটি । কিন্তু চলার পথ কি আর এতই সহজ? বিশেষ করে যখন পথটা হয় সত্যের, আসে নানান বাধা, ঈর্ষা, নিন্দে আর মানসিক অবসাদ, ছেলেটি ছোট থেকেই ভালো রেজাল্ট করত কিন্তু তাতে কী ; বাবা , মা আর শিক্ষক-রা ছাড়া কেউ তো খুশি ছিলনা তাতে। এমনকি তথাকথিত আত্মীয় ও বন্ধুত্বের মুখোশ পরে থাকা মানুষগুলোও নয় । বরং ধেয়ে এসেছিল একরাশ হিংসে, চলেছিল পা-ধরে টানার অবিরাম চেষ্টা। কিন্তু যদি তার সঙ্গে সেই তিনি থাকেন তাহলে তাকে দমানো কি আর অতই সহজ? না, তবে প্রসঙ্গটা যখন মায়ের অসুস্থতা তখন! তখন কি আর শক্ত থাকা যায় । যাকে ঘিরে এত স্বপ্ন, যার স্বপূরণরনের জন্য এত পরিশ্রম, ত্যাগ,অধ্যবসায় সেই যদি আর না থাকে তবে?

হটাৎ-ই এক রবিবার সকালে অসুস্থ হয়ে পড়ে তার মা, বাড়িতে একা থাকায় সে কিছু বুঝতেই পারেনা যে সে কী করবে। অবশেষে বাবাকে জানানোর পর হসপিটাল তো নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু ফিরে এসেও মায়ের কথা ছিল প্রায় অস্পষ্ট, হাত ছিল অবশ আর শরীরে ছিল একরাশ ক্লান্তি। রবিবার পেরিয়ে সোমবার এল, আবার স্কুলে যাওয়ার দিন, কিন্তু কি করবে সে? বাড়িতে মায়ের পাশে পাশে থাকবে নাকি মায়ের ইচ্ছেপূরণের জন্য পড়াশোনাটা চালিয়ে যাবে। সে বেছে নিয়েছিল দ্বিতীয়টা, কারণ বাড়িতে বসে থাকতে দেখলে তার মা যে আরও বেশি কষ্ট পাবে। ভাববে তার জন্য বুঝি ছেলের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। তার মায়ের কথা ভেবে সে একদিনও স্কুল কামাই করেনি,স্কুলে কাউকে জানাতেও চায়নি সে কারোর সহানুভূতিও পেতে চাইনি। স্কুলেতো যেতো কিন্তু মনের মধ্যে ছিল শুধুই কষ্ট আর ভয়, মাকে হারানোর ভয় গ্রাস করেছিল তাকে।

সময়ের অভাবে রোজ সকালের টিফিন ছিল সেদ্ধ ভাত আর ভাজা,স্কুল থেকে ফিরে আসার পর যখন তার মা তাকে অস্পষ্ট ভাষায় ইশারাই জিজ্ঞেস করতো যে সে খেয়েছে কিনা এসে। খালি পেটেই সে উত্তর দিত – হ্যাঁ। এইরকম চলছিল বেশ কয়েকদিন,আর প্রতিরাতের উপহার ছিল মায়ের মৃত্যুর স্বপ্ন। প্রতিদিন একই স্বপ্ন আসত তার ঘুমে, এই স্বপ্ন সেই স্বপ্ন যা কোনদিন যেন সত্যি না হয় কারোর। মাসখানেক পরই তার ফাইনাল পরীক্ষা, মায়ের আশীর্বাদ ও নিজের অদম্য জেদ থাকলে যে সবকিছুই সম্ভব তা আরও একবার প্রমানিত হল। পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে, ইতিমধ্যে তার মা ও সুস্থ হয়ে ওঠে আর ছেলের পরীক্ষার ফল শুনে তার মায়ের মুখের সেই হাসি ও বুকভরা আশীর্বাদ- এটাই ছিল ছেলেটির সব থেকে বড় পুরষ্কার। মা আসলে কে,একজন সন্তানের জীবনে তার কী গুরুত্ব তা আর বেশি করে উপলব্ধি করতে পেরেছিল ছেলেটি এবং বুঝতে পেরেছিল মা ছাড়া

পৃথিবী নিরর্থক। মায়ের রান্না করা খাবার নিয়ে এখন আর অভিযোগ করেনা; এটা খাবনা ওটা খাবোনা – আর বলেনা। তাই সন্তানের ইচ্ছে যদি হয় মায়ের স্বপ্নপূরণ তাহলে কী সেই স্বপ্ন আর অসম্পূর্ণ থাকে? স্বয়ং ঈশ্বর তার পাশে থাকে, পূরণ হয় সে স্বপ্ন……

বাঙালীর চণ্ডীমণ্ডপ সংস্কৃতি

মহাদেব হেমরম
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬)
গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

বাংলায় আড্ডার ইতিহাসের সাথে চণ্ডীমণ্ডপের যোগসূত্র সুদৃঢ়। আজ যে আড্ডা বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছে তার বীজ নিহিত রয়েছে এই চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রাম বাংলায় আড্ডা বলতে আমারা চণ্ডীমণ্ডপ কে বোঝাতো। কিন্তু এই চণ্ডীমণ্ডপ বাংলার মানুষের জীবন ও সংস্কৃতিতে কীভাবে এলো? এবং এই চণ্ডীমণ্ডপ থেকে যে আড্ডার শুরু তার নানান পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করবো। 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' তার 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধে এই চণ্ডীমণ্ডপের কথা বলতে গিয়ে জানান –

আমাদের চণ্ডীমন্ডপ হইতে বিলাতি কারখানা ঘরের প্রভূত জঞ্জাল যদি ঝাঁটি দিয়া না ফেলি, তবে দুই দিক হইতেই মরিত্ব অর্থাৎ বিলাতি কারখানাও এখানে চলিবেনা চণ্ডীমন্ডপ ও বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মশক্তি)

উনিশ ও বিশ শতকের নগরায়ন এবং গ্রামীণ সভ্যতার দ্বন্দ্ব এভাবেই ধরতে চেয়েছিলেন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। শুধু এই প্রবন্ধে নয় রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' বা 'চোখের বালি' মতো উপন্যাসে বা 'ঘাটের কথা' 'সে' 'মতি' গল্পে উঠে এসেছিল এই চণ্ডীমণ্ডপের কথা। রবীন্দ্রনাথের পরেও বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাসেও গ্রামীণ জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবেও এসেছিল চণ্ডীমণ্ডপের কথা। মধ্যযুগের নানা কাব্যেও ফিরে ফিরে এসেছে এই চণ্ডীমণ্ডপের অনুষঙ্গ। এবং বাংলা সংস্কৃতিতে কীভাবে এলো এর উত্তর নিহিত রয়েছে মধ্যযুগের 'দেবী চণ্ডী'র ইতিহাসের মধ্যে। সমাজতাত্ত্বিকরা দাবি করেন মধ্যযুগে দেবি চণ্ডীর পুজোর থান হিসেবে বাংলার গ্রামে মাথা তুলেছিল এইসব চণ্ডীমণ্ডপ গুলি। মধ্যযুগে দেবী চণ্ডীর পূজা হত গ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে। কালক্রমে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীদের মতো কবিদের হাত ধরে চণ্ডীমণ্ডপ কাব্য বাঙালী জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠতে থাকল গ্রামের বিত্তশালী মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় একে একে চণ্ডীমণ্ডপ গড়ে উঠতে শুরু করল বাংলার বিভিন্ন গ্রামে। বাংলায় এই দেবী চণ্ডীর যে ইতিহাস সেটি এইরকম লৌকিক শক্তিদেবতার মধ্যে চণ্ডীই বোধহয় প্রাচীনতম। বাংলার গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন নামে তিনি পূজিত হন যেমন উড়োনচণ্ডী, শুভচণ্ডী, রণচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, অবাকচণ্ডী, চেলাইচণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, ইত্যাদি। চণ্ডী ভীষণা প্রকৃতির বলে তাঁকে মঙ্গল নামে তোষণ করার চেষ্টা। এই যে চণ্ডী কাদের দেবতা? বাংলার আদি অকৃত্রিম মাটির মানুষের সম্পূর্ণ বা প্রাচীন পুরাণে চণ্ডীর উল্লেখ নেই। বেশ বোঝা যায়। বহুকাল ধরে এই অসভ্য অনার্যদের দেবতা শাস্ত্রকার ও পুরাণকারদের কাছে উপেক্ষিতা ও অনাদৃত ছিলেন। পরবর্তীকালে কয়েকখানি সংস্কৃত পুরাণে যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত পুরান, মার্কেন্ডয় পুরাণ ইত্যাদিতে চণ্ডী দেবতার সাক্ষ্যাৎ পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রথমে সম্পূর্ণ উপেক্ষিতা থাকলেও, পরে তিনি হিন্দু সমাজের সকল স্তরের লোকের আরাধ্য দেবী বলে গন্য হয়েছেন। চণ্ডী যে আর্যপূর্ব লোকসমাজের দেবতা ছিলেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও পাওয়া যায় কিছু। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর সময় থেকে মঙ্গল চণ্ডীর পূজার কথা জানা যায় তেমনি যোগীপাল, মহীপাল, ভোগীপাল, গীতের কথা, মদ্য মাংসে দানবপূজা ও

যক্ষ পূজার কথা এবং দুর্গোৎসবের কথা জানা যায়। রাত জেগে মঙ্গল চণ্ডীর গীত শোনার জন্য চণ্ডীমণ্ডপও যে ছিল তাও অনুমান করা যায়। দুর্গোৎসবের প্রবর্তন হয়েছে যে সময় থেকে তখন থেকে চণ্ডীমণ্ডপও এই উৎসবের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছে মনে হয়। সুতরাং চৈতন্যের কাল চণ্ডীমণ্ডপে ছিল। এছাড়াও লোকউৎসব দুর্গোৎসবের প্রধান মিলন কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল চণ্ডীমণ্ডপ। খিস্ট্রীয় দশম থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যেই চণ্ডীপূজা হিন্দু সমাজে সাধারনভাবে প্রচলিত হয় বলে মনে হয়। হিন্দু জমিদারদের উদ্যোগে এই চণ্ডীমণ্ডপ শারদোৎসবরেই প্রধান মিলন মন্দির হয়ে ওঠে। চণ্ডী মণ্ডপ পরবর্তীতে গ্রামের সর্ব সাধারণের আলোচনাসভা মজলিশ ও আড্ডাঘর অথিতিশালা, বিচারালয় এমনকি গুরুমহাশয়য়ের পাঠশালা রূপে ও পরিগনিত হয়েছে।

বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ বাঙালী সংস্কৃতির একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। বাঙালীর সংস্কৃতির মধ্যে এই চণ্ডীমণ্ডপ বিভিন্নধারা ধারা অতিক্রম করে বাঙালীর সংস্কৃতিতে পর্যায়ক্রমিক ভাবে প্রবেশ করেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'চণ্ডীমণ্ডপ' কাব্যে যে দুটি কাহিনী রয়েছে সেই কাহিনীতে চণ্ডী মণ্ডপের কোন উল্লেখ নেই। পরবর্তীতে দেবী চণ্ডীর আরাধোনার স্থানকে কেন্দ্র করে বা জায়গাটিকে তিনি পূজিত হন সেই স্থানকে কেন্দ্র করে চণ্ডীমণ্ডপ তৈরি হয়েছে বলে মনে করা হয়। মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতিতে চণ্ডীমণ্ডপ নিজেই একটি অধ্যায় ছিল। অষ্ঠাদশ শতক থেকে সেই চণ্ডীমণ্ডপ গুলি গুরুত্বহীন হয়ে উঠতে লাগল। এই সময় থেকেই রাঢ় বাংলার গ্রামঞ্চলে প্রবেশ করতে থাকে শহুরে সংস্কৃতির হাওয়া ইংরেজি শিক্ষার প্রসার বনিক শ্রেণীর উদ্ভব জমিদারি প্রথার অবলুপ্তি প্রভৃতি কারণে গ্রাম বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ গুলি তাদের কৌলীন্য হারাতে শুরু করল, প্রাচীন গ্রামজীবনের স্মারক হিসেবে যেগুলি দাঁড়িয়েছিল কালক্রমে যেগুলির অধিকাংশই সংস্কারের অভাবে বা নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হতে শুরু করেছিল। তবে আজও বিভিন্ন প্রান্তের কিছু গ্রামের কড়ি বসা দেওয়া বা বাঘ সিংহ হাতি আঁকা চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালার দেখা মেলে। এইসব আটচালা গুলি পুরানো দিনের স্মৃতিকে বহন করে নিয়ে চলেছে। আজকের যুগের গ্রামগুলিতে প্রাচীন আটচালা খুবই কম দেখা যায়। চণ্ডীমণ্ডপের জায়গায় অধিকাংশ বয়স্কদের আড্ডা স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছে ক্লাব বা গ্রামের খোলা প্রকৃতির বুকে। বাঙালীর সাথে চণ্ডীমণ্ডপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু কালের গভীর পরিবর্তনের ফলে চণ্ডীমণ্ডপ গুলিও বাঙালী সংস্কৃতি থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যে চণ্ডীমণ্ডপের পথ চলা শুরু হয়েছে মঙ্গলচণ্ডীর গীত, ভাগবত পাঠ, পালাগান কথকথা পাঁচালী পাঠ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে যা পরবর্তীকালে বাঙালী জনজীবনে আড্ডার ঘর হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছিল। এই হারিয়ে যাওয়া চণ্ডীমণ্ডপ কে বাঙালী আজ ও স্মরণ করে। কালের নিময়ে পৃথিবীর সমস্ত কিছুর যেমন ধ্বংস হয়, তেমনি চণ্ডীমণ্ডপ ও আজ আমাদের বাঙালীর জন জীবন থেকে লুপ্ত হতে চলেছে। সাহিত্যের এক বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসাবে এই চণ্ডীমণ্ডপ কে নতুন রুপে প্রাণ দান করা সাহিত্যের দায়। আমারা সেই চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় ফিরে যেতে না পারলেও, চণ্ডীমণ্ডপের যে বিশেষত্ব রয়েছে সেই গুলি বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে প্রবাহিত হয়। বাঙালীর এই চণ্ডীমণ্ডপ সংস্কৃতি থেকেই আড্ডার উত্তরণ। এই উত্তরণই বাঙালী সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

The Atomic Catastrophe: A Glimpse into the Bombings of Hiroshima and Nagasaki

Subham Das
First Year (2024–2026), Government Training College, Hooghly

The bombings of Hiroshima and Nagasaki in August 1945 remain among the most harrowing episodes in human history. These acts marked the first and only use of nuclear weapons in warfare and irrevocably altered the course of global politics and scientific ethics. At the core of this tragedy lies nuclear fission — the splitting of atomic nuclei, particularly uranium-235 and plutonium-239, which releases an immense amount of energy as per Einstein's mass-energy equivalence principle ($E=mc^2$).

The development of these bombs was catalyzed by the Manhattan Project, a secret U.S. research initiative involving eminent physicists like Oppenheimer, Fermi, and Szilard. Ironically, it was the fear of Adolf Hitler's pursuit of a "Wunderwaffe" (wonder weapon), rooted in his regime's aggressive militarization of physics, that spurred the United States into action. German scientists had already made breakthroughs in nuclear chain reactions, and the Allies feared a Nazi atomic bomb.

However, by the time the U.S. succeeded in constructing "Little Boy" and "Fat Man," Germany had surrendered. The decision to deploy these weapons on Japan, therefore, was strategic — a combination of demonstrating power, hastening Japan's surrender, and establishing U.S. dominance in the post-war world.

The aftermath was catastrophic. Hiroshima and Nagasaki were decimated, with over 200,000 lives lost and countless more affected by radiation sickness. The atomic age had dawned — not with scientific triumph, but with a chilling reminder of humanity's capacity for destruction when science is weaponized.

The Wettest Places on Earth: A Meteorological Marvel of Meghalaya

Subham Das
First Year (2024–2026), Government Training College, Hooghly

Nestled in the East Khasi Hills of Meghalaya, India, the villages of Cherrapunji and Mawsynram vie for the title of the wettest place on Earth. Averaging annual rainfall of approximately 11,777 mm in Cherrapunji and around 11,872 mm in Mawsynram, these regions experience an extraordinary hydrometeorological phenomenon shaped by their unique topography and climatic setting.

Geographically, both lie on the southern slopes of the Khasi Hills, perched at elevations between 1,300–1,400 meters above sea level. Their proximity to the Bay of Bengal plays a pivotal role in their climatic extremity. During the Southwest Monsoon (June to September), moisture-laden winds from the Bay funnel directly towards the Khasi Hills. Upon reaching the abrupt escarpment of the Shillong Plateau, these winds are rapidly uplifted — a process known as orographic lift — causing intense condensation and resulting in torrential rainfall.

The narrow topographical corridor and steep gradient enhance the updraft velocity, which, coupled with persistent monsoon systems, leads to prolonged precipitation events. Additionally, the lack of significant land barriers between the Bay of Bengal and Meghalaya allows the unimpeded flow of monsoonal currents, sustaining high humidity and frequent cloudbursts.

Despite such copious rainfall, both Cherrapunji and Mawsynram struggle with water scarcity during the dry months due to rapid surface runoff and limited water retention infrastructure. This paradox underscores the importance of sustainable hydrological planning even in regions abundant with natural precipitation. These rain-drenched landscapes remain an enduring subject of interest for climatologists and geographers alike.

भूतकथा

दीनবন্ধু মালিক
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬), গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

अद्य वर्षायुक्तः अपराह्णः अस्ति।वृष्टिं द्रष्टु मम बहु रोचते।अतः अहं स्वकक्षस्य खिडकीं गत्वा वर्षाम् अवलोकितवान्। तस्मिन् समये माता आगत्य मम भोजनं दत्तवती अहं च तत् खादितवान् । किञ्चित् कालानन्तरं मम माता पुनः भोजनम् आनयति इति दृष्ट्वा अहं आश्चर्यचकितः अभवम्। एषा माता भोजनं दत्त्वा भोजनं गृहीत्वा पुनः आगता। माता वदति मधु खादतु, अहं वदामि पुनः भोजनं दातुं आगच्छसि। भवान् उन्मादः कदा अहम् भोजनम् दत्तवान्। अतः कः आसीत् यः मम भोजनं दत्तवान्।

तदा मम उदरम् एतावत् गुरुम् आसीत् यत् अहं खादितुम् न शक्तवान्।

अद्य पुनः ट्यूशनं भवति, गन्तुम् न इच्छामि चेदपि मया गन्तव्यम्, अतः अहं दर्पणस्य पुरतः गत्वा दर्पणे विचित्ररूपं पुरुषं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः अभवम्। अहं बहु भीतः आक्रोशितवान् तदा माता आगत्य उक्तवती किं जातम् मधु। अहं वदामि दर्पणे घोररूपः पुरुषः अस्ति, माता वदति मधु अत्र किमपि नास्ति। अद्य भवतः किं जातम् किं वदसि ? अहं अवगच्छामि यत् त्वं पठितुम् न गमिष्यति अद्य, मया किमपि न कृतम् माता मधु वदति। तथापि अहं पठितुं बहिः अगच्छम्, पुनरागमनमार्गे अहं किञ्चित् घबरामि स्म, अद्य मम सर्वं दिवसं यत् घटितम् तत् अतीव भयंकरं, ततः सहसा अहं दृष्टवान् यत् द्विचक्रिकायाः पंचरः किञ्चित् अपि वायुः नास्ति। परन्तु कथं सम्भवति यत् अहम् अध्ययनं गमनात् पूर्वं दुकानं गत्वा वायुम् दत्तवान् एतावत् सहसा यत् वायुः कथं गतः। तथापि अद्य सर्वं विचित्रं दृश्यते। तदा अहं द्विचक्रिकायाः अवतीर्य गच्छन् आसीत् सहसा अहं दृष्टवान् यत् कश्चन मम स्कन्धे हस्तं स्थापयति। अहं परिवर्तमानः अपरिचितः मां पृष्टवान् यत् भवतः नाम किम्? अहम् वदामि कः भवान् पुर्वम् न दृष्टम् नव आगतः। सहसा पश्यामि यत् पुरुषः मम पुरतः नास्ति, कश्चन मम स्कन्धे हस्तं स्थापयति यदा अहं प्रत्यागतवान् तदा अहं पुनः तं पुरुषं दृष्टवान्। अहं वदामि, त्वं तत्र सद्यः आसीः, ततः कदा त्वम् अत्र आगतवान्, अहं न दृष्टवान्। तदा सहसा अहं दृष्टवान् यत् सः पुरुषः कियत् विषमः दृश्यते, अहं भयेन द्विचक्रिकाम् पातयित्वा धावितुं आरब्धवान्। तदा अहं स्तब्धः पतितः, सः पुरुषः शनैः शनैः माम् प्रति आगतः अहं च भयेन क्रन्दितवान्, ततः अहं दृष्टवान् यत् माता मम कक्षं प्रति आगत्य वदति किं जातम् मधु, किमर्थं क्रन्दसि?

तदा अहं मन्ये एतत् सर्वं स्वप्नम् आसीत् अहं च गृहे घण्टां पश्यन् अस्मि अपराह्णे पञ्चवादनम् अस्ति ततः अहं चिन्तयामि श्वः रात्रौ जागृत्य भूतपत्रिकापठनम् न सम्यक् आसित्।

বাঙালির অরন্ধন

দীপাঞ্জন বিশ্বাস
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬), গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

"ব্রতের আচার করে, গৃহিণীর দল
অরন্ধন পালনে পাওয়া যাবে ফল।
মনসার পূজা ক'রে, বেহুলা সতী
ফিরে পেল সপ্ত ডিঙ্গা, ফিরে পেল পতি।"

বাঙালির পূজা পার্বনেও খাদ্য রসের রমরমা কোনো নতুন ঘটনা নয়। সুকুমার রায়ের ভাষায় "চর্ব ও চোষ্য"থেকে "ভাজাভুজি" সবই বাঙালির পাত সর্বদা আলো করে রেখেছে। শহুরে বাঙালি যতই চাউমিন,বার্গারে গা ভাসিয়ে দিক, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা আজও ধরে রেখেছে বাংলার লোক উৎসবের বহমান ধারা। ধানসিঁড়ি হোক বা জলঙ্গী,এখনও তাদের তীরে ইতুর ঘট ভাসাতে এসে ঘরের গৃহিণীরা ব্রতের কথা উচ্চারণ করে। গ্রাম থেকে মানুষ শহর মুখো হচ্ছে, যেমন ছোট্ট অপু হরিহরের হাত ধরে শহরে গিয়েছিল। কিন্তু কই! আর তো সে ফেরেনি!যদিও এই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে আজও বিশেষ বিশেষ দিনে উনুনে হাঁড়ি চড়ে না, শিলনোড়ায় মশলা বাটার শব্দ শোনা যায় না। বাড়ির মেয়ে-বউ হেঁশেল থেকে ঐ দিন মুক্তি পায়। তখন হয়তো তাদের দেব দেবীর উপর ভক্তি আর কৃতজ্ঞতা একটু বেশিই প্রকট হয়।

অরন্ধন বললেই আবার মাথায় আকাশ ভেঙে পরার উপক্রম হয়। ওমা! রান্না হবে না? ভেতো বাঙালি যেন হটাৎ আৎকে ওঠে। কিন্তু অরন্ধন হলেও খাওয়া-দাওয়ার মোটেও কোনো কমতি থাকে না।কি সুন্দর বাঙালি কোনো সাধারণ পূজাকেও আহার উৎসবে পরিণত করে।মূলত এদেশীয় বাঙালিরা ভাদ্র সংক্রান্তিতে রান্না পূজো ও মাঘ ষষ্ঠীতে গোটাসেদ্ধ দিয়ে অরন্ধন পালন করে। ভাদ্র সংক্রান্তির অরন্ধনে বাঙালি তার 'মাছে ভাতে বাঙালি' এই সুনামটা ঠিক ধরেই রাখে।

মানুষ নিজেকে বাঁচাতে কত লৌকিক দেব দেবীর স্বরনাপন্ন হয়, সে হোক সুন্দরবনের বনবিবি,জেলেদের মাকাল ঠাকুর কিংবা রাঢ় বাংলার ভাদু ও টুসু। কিন্তু এমন কিছু লৌকিক দেবী দেবতা আছে যারা গ্রাম বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে শহুরে জনতার কাছেও সমান পূজ্য।কলিঙ্গ ধ্বংস করা দেবী চণ্ডী হোক অথবা চাঁদ সওদাগরের সপ্ত ডিঙ্গা ডুবিয়ে দেওয়া সর্পের দেবী মনসা কিংবা রোগ হরণকারী দেবী শীতলা,প্রত্যেকেই স্বমহিমায় আজও বাংলার ঘরে ঘরে পূজিতা হয়ে আসছেন। আর মঙ্গলকাব্যের দ্বারা তাদের মাহাত্ম্য তাদেরকে ভয়ংকর দেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বর্ষার শেষে যখন চারিদিক জলমগ্ন তখন গ্রাম বাংলায় দেখা দেয় সাপের আনাগোনা। কখনও ঘরে আবার কখনও রান্নার উনুন তাদের আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। এদের উপদ্রব থেকে বাঁচতে মানুষ স্মরনাপন্ন হয় সাপেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনসার।ভাদ্র সংক্রান্তির আগের দিন রাত জেগে বানানো হয় পূজার ভোগ। সর্পের দেবী শীতল খাদ্য পছন্দ করেন তাই তার জন্যে গত রাতে ভাত রান্না করে জল ঢেলে রাখা হয় তার সঙ্গে রকমারি পদের ছড়াছড়ি কচুশাক, পুঁই শাক চচ্চ ড়ি,আলু,পটল,কুমড়ো,বেগুন,নারকেল,উচ্ছে প্রভৃতি ভাজা, লতি চচ্চড়ি, মুগের, অড়হর ডাল, ইলিশ মাছ ভাজা, চিংড়ির পদ কোনো কিছুই বাদ নেয়।মা মনসা মাছ ছাড়া ভোগ খাবেন! এমন কি করে হয়!

সংক্রান্তির দিন সকালে রান্নাঘর পরিষ্কার করে মাটির উনুন কে যত্ন সহকারে লেপে তাতে পাঁচটি সাপ ও পাঁচটি পদ্ম ফুল আঁকা হয় সিঁদুর দিয়ে কারণ তিনি তো পদ্মাবতী।নিয়ম ভেদে কোথাও ফণীমনসার ডাল কিংবা মা মনসার সর্প মূর্তিও পূজিত হয়।এবার ঘট স্থাপন করে গত রাতের তৈরি আহারাদি দেবীকে নিবেদন করা হয়।ছোট বেলায় দেখতাম পূজোর সময় ঠাকুমা কোনো এক ব্রত কথা পাঠ করছেন, হয়তো সেটি মনসা মঙ্গল কথা বা সেই সম্বন্ধীয় কিছু।এভাবেই বাংলার এক লোক উৎসবে পরিণত হয়েছে অরন্ধন বা রান্না পূজোও। পূজো হলে তার প্রসাদ বিতরণ না করলে চলে?তাই আমাদের বাড়ি থেকে যেমন থালা ভরে পান্তা ভাত আর রকমারি পদ প্রতিবেশীদের বাড়িতে পৌঁছে যেত ঠিক তেমনই প্রসাদের থালা সাজিয়ে তারাও হাজির হতো আমাদের বাড়িতে।

পান্তা নামটা শহুরে বাঙালিকে তেমন ব্যতিব্যস্ত না করলেও গ্রাম বাংলায় পান্তার কদর সেই প্রাচীন কাল থেকেই।কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসা ভাসানে পান্তা দিয়ে মা মনসাকে ভোগ দেওয়ার কথা বলেছেন। অভাবের সংসারে ফুল্লোরাও দেবী চণ্ডীর কাছে দুমুঠো পান্তা ভাতের অনুরোধ জানিয়েছে। বাংলার আরেক লৌকিক দেবী শীতলাও পান্তা প্রেমী রূপে ভক্তের কাছে ধরা দিয়েছেন।আসলে দরিদ্র বাঙালির তার পাতের গেঁজলা ওঠা বাসি পান্তা,নুন,মাঠের শাক আর বনের কচু ছাড়া দেবীকে দেওয়ার মতো কিছু ছিল না,তাই তাদের ঘরের পূজিতা দেবীকে তাদের সমতুল্য আহার প্রদান করেছে।মূল কথা,দেবী তাদের যেভাবে রেখেছে তারাও দেবীকে সেভাবেই আরাধনা করতে পারে।

শীতের শেষ প্রায় সন্নিকটে,মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে দেবী সরস্বতী সবে মাত্রই বাংলার ঘরে ঘরে বই জমা রেখে বিদ্যা ছড়িয়ে দিয়ে গেছেন।ঠিক তার পর দিনই আবার বাংলায় ঘরে ঘরে রান্না চড়ে না।আবার বুঝি খাওয়া দাওয়া শিকেই উঠলো!বাড়ির গৃহিণীরা লেগে পরলো আবার এক অন্যরকম পূজো উপাচারে।বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণের কথা লোকমুখে দীর্ঘকাল স্রোতস্বিনী নদীর ন্যায় প্রবাহিত হলেও বাংলার বারোটি ষষ্ঠীর ব্রত গ্রাম বাংলার ঘরণীরা আজও পালন করে আসছে।না!নিজের জন্যে তারা কিছুই করে না,তারা স্বামী ও সন্তানের মঙ্গলার্থে এই ব্রত উপাচার করে।

এমনই মাঘ মাসের ষষ্ঠী তিথিতে দেবী ষষ্ঠীর কৃপা লাভের জন্যে পালিত হয় আরেক অরন্ধন,যা শীতল ষষ্ঠী নামেও পরিচিত।মূলত এদেশীয় বাঙালিরা এই ব্রত পালন করে থাকে তাই ছোট থেকেই এসব ব্রতের দর্শন চাক্ষুষ করতে পেরেছিলাম। এ দিন শিলনোড়া ও উনুনকে বিশ্রাম দিতে হয়।এই কথায় মনে জাগে এই বঙ্গে জড় বস্তুকেও কি সুন্দর সযত্নে পূজারও রীতি চালু আছে,ভাবলেই রোমাঞ্চিত হতে হয় বইকি।আগের দিন করা হয় গোটাসেদ্ধ। এ আবার কি?কি বা গোটা গোটা সেদ্ধ করা হয়?আগের দিন ছ-টি করে নতুন আলু, রাঙা আলু, বেগুন, শিষ পালং, শিম, মটরশুঁটি সেদ্ধ করে রাখা হয়।পরের দিন ভগবানকে উৎসর্গ করে খাওয়া হয়।লৌকিক মতে,এর ফলে শরীর ঠাণ্ডা হয় ও জীবাণুর সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর যাই হোক সবজি বলে কথা,তার গুণাগুনকে এভাবে ব্রতের মধ্যে স্থান না দিলে কি চলে!

‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ‘ বাঙালির চিরকালের চাওয়া এটি।এর জন্যে কত আয়োজন কত ব্রত কত উপাচার। বাংলার লোক সংস্কৃতিতে মিশে আছে লৌকিক নানা দেব দেবীর উপাখ্যান। কখনও বাঙালি বেহুলা হয়ে দেবী মনসার কৃপা লাভের জন্যে গাঙ্গুরের জলে ভেসেছে আবার কখনও ফুল্লোরা হয়ে চণ্ডীর কাছে নতজানু হয়েছে আবার কখনও রানী মদনা হয়ে পুত্রের প্রাণ নিয়েছে ধর্ম পালনে।

শহুরে মেকি দেখনদারির আড়ালে চাপা পরে গেছে লৌকিক দেব দেবীর আখ্যান।কিন্তু বাংলার আনাচে কানাচে কতই না মাহাত্ম্য আছে, তার সঙ্গে মানুষের

বিশ্বাস,ভক্তি আর ভয়।শুধু চড়ক,গাজন বা আর্য দেব দেবীর কথা নয় আছে মনসা, শীতলার মত অনার্য দেবীও।

প্রবাহমান বাতাসের মত আজও অরন্ধন বা রান্না পূজো কিংবা গোটা সেদ্ধ রীতি, গ্রাম বাংলার মানুষের জীবনে খদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের অসাধারণকেও ছাপিয়ে গিয়েছে এক অনন্য সাধারণত্ব।

বাঙালির জীবনে আধুনিকতা যতই প্রবেশ করছে ততই আলগা হয়ে আসছে শিকড়ের টান। বিশ্বাস করতেও মুশকিল হয় যে, এই বাংলায় কোণে কোণে লুকিয়ে আছে কত শত লৌকিক দেব দেবীর পীঠস্থান। হয়ত কোনো কালে কোনো মানুষের দ্বারায় জন্ম হয়েছিল এক নতুন দেবীর। কোনো মন্ত্র তন্ত্র নয় বরং মানুষের অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস তাদের আজও মানুষের মনে জীবিত রেখেছে। তবে গ্রামের মাটির রাস্তা পেরিয়ে শহুরে সভ্যতায় পদার্পণ করলেই যেন মনে হয় কোথায় হারিয়ে গেল সেই অজ পাড়া- গাঁ এর সেই দেবতার থান? কোথায় পূজোর উপাচার? কোথায় দেব দেবীর মঙ্গল গান? সভ্যতার অগ্রগতি থমকে দেয় বিশ্বাসের চাকা।

শহুরে জীবনে আজ এমনিও রান্না বান্না মাথায় উঠেছে। শহুরে বাঙালি হাঁফ ফেলার সময় না পেয়ে হোটেল বা রেস্টুরেন্ট - এর খাবার ভক্ষণ করে অর্থাৎ বলা চলে প্রায় অরন্ধন পালন করে থাকে! গ্রাম বাংলায় আজও অনেক পূজোতে পান্তা খায় মানুষ আর এমনি নিত্য দিন অভাবের তাড়নায় তাদের একমাত্র সম্বল পান্তা আর নুন। গরীবের দেবী দেবতারা যে তাদের মতোই পান্তা প্রেমী হবে সেটা বলাই বাহুল্য। চিরকাল বেঁচে থাক এই ব্রতের বাংলা আর ব্রতের বাঙালি।

Bonomali Tumi Poro Jonome Hoyo Radha

Tamojit Das
First Year (2024–2026), Government Training College, Hooghly

"It is fatal to be a man or woman pure and simple: one must be a woman manly, or a man womanly."—Virginia Woolf.

Born a man, yet with a feminine soul, Chapal Bhaduri was a master of the jatra tradition in Bengal, possessing a unique gift for female impersonation. This inherent quality likely contributed to his exceptional talent, a hallmark of his craft. As one of the last female impersonators of Bengal, Bhaduri's legacy continues to captivate audiences and theatre enthusiasts worldwide. Chapal Bhaduri's contribution to Bengali jatra has carved a niche, although his former glory has faded over time. He is remembered for his

remarkable talent in female impersonation, which was not a mockery of femininity, but a nuanced portrayal. Bhaduri's intention was not to subvert traditional notions of femininity, but to excel in his profession.

Notable figures like Bal Gandharva from Maharashtra, Jayashankar Sundari from Gujarati theatre, Fida Hussain from Parsi theatre, Chapal Bhaduri, and Janardan Rani from Bengali jatra, have all excelled in the art of female impersonation. In Bengal, Sri Chaitanya Mahaprabhu's portrayal of Rukmini in 1506 set a significant precedent for female impersonators. Chapal Bhaduri's performances were particularly remarkable, earning him widespread recognition and admiration. His convincing portrayals of women led some to mistake him for a female, with several male admirers even proposing to him under that assumption.

Chapal Bhaduri's effeminate voice and talent for female impersonation shone through in his iconic roles, including Kaikeyi, Draupadi, Chand Bibi, and Sultana Razia. He also portrayed Janhavi Devi, the mother of renowned poet Michael Madhusudan Dutta. Notably, Bhaduri performed these roles during a time when social stigma limited women's participation in jatra, with only those from lower classes and questionable reputations, like Nati Binodini, being part of the profession.

In interviews, Chapal Bhaduri openly

discussed his orientation, stating that a feminine essence has always resided within him. He shared that his immersion in feminine roles allowed him to connect with women's experiences, including their menstrual cycles. While identifying as male, Bhaduri described himself as embodying the Ardhanarishwara – a balance of masculine and feminine energies. He expressed comfort and affinity for playing female roles, showcasing his unique perspective and artistic expression.

As he donned female attire, Chapal Bhaduri consciously shed his masculine persona, allowing himself to fully embody the female characters he portrayed. This deliberate erasure of his male identity and embracing of his feminine side was an integral part of his artistic process. This authenticity likely contributed to the natural and transparent quality of his performances. In a personal revelation, Bhaduri shared that he is a gay man, and his secret was discovered by his 'Master' in the 1960s, leading to his departure.

Chapal Bhaduri dominated the jatra scene for years, but as female performers gradually gained prominence, he faded into the background. After a 20-year hiatus, he made a stunning comeback in 1994, reprising a female role as Devi Shitala, showcasing his enduring talent. His convincing portrayals often led to mistaken identity, with some men even attempting to kidnap him, believing him to be a woman, highlighting the blurred lines between reality and performance in his life.

Despite time taking its toll on Bhaduri, recent efforts to revive and preserve India's dying art forms have brought renewed attention to his remarkable legacy. Documentaries like "Chena Kintu Ajana" and "Arekti Premer Golpo," as well as Naveen Kishore's "Performing the Goddess: Chapal Bhaduri's Story," have highlighted Bhaduri's accomplishments and the beauty of his craft, introducing his work to a new audience.

Bhaduri's art transcends gender boundaries, prioritizing the craft over any specific agenda. While not intentionally advocating for LGBTQI issues, his work and life have sparked reflections on gender, sexuality, and societal norms, challenging traditional notions of masculinity and femininity. As a unique artist, Bhaduri's legacy serves as a testament to a bygone era of performance art, making him a treasured relic worth preserving.

"সামাজিক বৈষম্যের স্বীকার নারী"

সমীরণ ধীবর
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬), গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

জন্মলগ্ন থেকেই নারীদের সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে থাকতে হয়। একটি মেয়ে জন্ম নেয়ার পর থেকে একটি ছেলের মতো করে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। তাকে বড় হতে হয় বিভিন্ন নিয়ম-প্রথার কারাগারে।

যেখানে মানসিক বিকাশের চেয়ে মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে ওঠার আশঙ্কা থাকে। তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়, তার জন্য নির্ধারিত নিয়মকানুন আছে। এর বাইরে সে যেতে পারবে না। ধীরে ধীরে একটি মেয়ে নারী হয়ে ওঠে, কিন্তু সেখানে থাকে আরো বেশি বাধা। নারীরা পড়ালেখা করে যতই শিক্ষিত হোক না কেন, তবু তারা সামাজিক জীবনে পিছিয়ে। বাইরের জগতে নিজেদের বিকশিত করতে হলে নারীদের অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে হয়। নারীকে থাকতে হয় গণ্ডির ভেতরে। নারী যখন প্রতিবাদ করে বেরিয়ে আসেন শিকল ছিঁড়ে, তখন তিনি সবার চোখে হয়ে ওঠেন সমাজের খারাপ মেয়ে। এত অবহেলার পরও নারীরা নিজ পরিচয়ে পরিচিত আজ। শিক্ষা ক্ষেত্রে, কর্মজীবনে, সংসারে ও সামাজিকতায়। সব ক্ষেত্রে নারী তার জীবনে এনেছেন নতুন পরিভাষা। কিন্তু খালি চোখে দেখা এই চিত্রের বাইরের চিত্রটি ভয়াবহ। এখন খবরের কাগজে প্রতিদিন দু-তিনটি করে ধর্ষণের খবর থাকছেই। সন্দেহ নেই, এই সময় দেশে ধর্ষণসহ নানা ধরনের সহিংসতা ভয়াবহ একটি সমস্যা। চলন্ত বাসে, নিজের ঘরে এমনকি সবচেয়ে সুরক্ষিত এলাকায় নারীকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়। আর পরিবারে নারী নিগ্রহ তো প্রতিদিনের ঘটনা।

আমাদের দেশের নারীরা নির্যাতন সহ্য করে আসছেন যুগ যুগ ধরে। একজন নারী সহিংসতার শিকার হলে সেখানে নারীকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। মূলত সহিংসতা ঘটে একধরনের মানসিক অবস্থা থেকে, যা পুরুষের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, এটা তাদের অধিকার। যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীদের অবমূল্যায়ন এবং নারীদের অর্জনকে শ্রদ্ধা না করে বরং তাদের হেয় ও উত্ত্যক্ত করার মানসিকতা থেকেও আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা যায়। আমরা যতই শিক্ষিত হই না কেন, আমাদের বেড়ে ওঠায় নারী ও পুরুষ সম্পর্কে প্রচলিত সামাজিক কিছু ধারণা আমাদের মনে অনেক আগেই গেঁথে গেছে, যা নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। আমাদের সমাজে বেশিসংখ্যক মানুষ মনে করে, পুরুষেরা তুলনামূলক বেশি ক্ষমতাশালী। তাই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত তারাই গ্রহণ করবেন। ক্ষমতার এই অসমতা পুরুষদের আধিপত্য বজায় রাখতে সহায়তা করছে।

বর্তমান সমাজে আমাদের মানসিকতা ও প্রথাগত ভুল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।।

বনলতার ভ্রমণ যাত্রা

কিরণ মণ্ডল
প্রথম বর্ষ (২০২৪-২০২৬), গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

নিজস্ব প্রতিবেদন:- দিনটি ছিল ২৬শে জানুয়ারি ঘুরতে যাওয়ার কথা হয়েছিল আশেপাশের পাড়া-প্রতিবেশী পরিবারের সঙ্গে। কথা অনুযায়ী কাজ সকাল ছটায় বাস ছাড়া হল, এক রোমাঞ্চকর ভ্রমণযাত্রায় ব্রেকফাস্টে ছিল ডিম কলা ক্রিম পাউরুটি কমলালেবু। শীতকাল তাই সকল মানুষের মধ্যেই পিকনিকের একটি চল থেকে যায় যে যেমন পারে তাদের নিজের স্বার্থ মতো দূরে কোথাও কেউ কাছে পিঠে ঘুরে আসে। ছুটিকে উপভোগ করে। আমাদের গন্তব্য ছিল 'বনলতা রিসোর্ট' আমরা সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বনলতায় পৌছালাম এবং আশপাশটা ঘুরবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। খুবই সুন্দর জায়গা পাশে জয়পুরে জঙ্গল যেখানে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে ছবি তোলে এবং এই বনলতা হচ্ছে একটি বিশাল বড় এরিয়া জুড়ে একটি বড় রিসোর্ট এবং হোমস্টে যেখানে ঘুরতে এসে বহু মানুষ থাকেন। শীতকালে যেহেতু ঠান্ডা ঠান্ডা এবং রোদের তাপ তেমন প্রখর হয় না মনোরম তাই একটু ঘুরে বেড়াতে খুবই ভালো লাগে। বনলতা দুটি রিসোর্ট রয়েছে একটি আসল আর একটি নব রূপে তৈরি করা হয়েছে যেখানে সুইমিং পুল রয়েছে যেখানে বসবার জায়গা রয়েছে সেই সময় যেহেতু বিভিন্ন রকম ফুল চাষের একটি প্রবণতা দেখা যায় তো বহু রকমের ফুল চাষে করা হয়েছে গোলাপ ফুল থেকে শুরু করে গাঁদা ফুল আরো যে সমস্ত শীতকালীন ফুল সমস্ত চাষ করা হয়েছে এবং এখানের বিশেষত্ব হচ্ছে ফটো তোলার জন্য সেরা বলা যেতে পারে এখানে ঘর গুলিকে কাঠের ডিজাইন করেও তৈরি করা হয়েছে কোন কোন ঘর হচ্ছে খড় দিয়ে বিনুনি করে ডিজাইন করা। একটি বিশাল বড় ফাঁকা মাঠ রয়েছে যেখানে অনেক বাস দাঁড়িয়ে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে অনেক পরিবার সেখানে পিকনিক করতে এসেছে। চারি ধারে বন বড় বড় ঘাস বড় বড় মেহগনি গাছ বিভিন্ন গাছের সমাহার জঙ্গল কে আরো ঘন করে তুলেছে একটি লাইটহাউজ রয়েছে যেখানে এই জয়পুরে জঙ্গল ও এই বনলতা সম্পর্কে একটি বড় ম্যাপ দেওয়া রয়েছে। দুপুরের ভুরিভোজের

জন্য রান্না শুরু হলো মেনুতে ছিল ভাত ডাল সুক্ত বেগুনি মাংস চাটনি পাপড় মিষ্টি রান্না হচ্ছিল। আমরা প্রায় অর্ধেক জন মিলে আসল রিসোর্ট একটু ঘুরতে গেলাম গিয়ে দেখলাম বাঁকুড়ার যে শিল্পকলা অর্থাৎ মাটির যে পুতুল টেরাকোটা তারা বিক্রি করছে সেটাই তো তাদের জীবিকা একমাত্র পয়সা উপার্জন এক রাস্তা। তাদের কাছে হরেক রকমের খেলনা মাটির পুতুল মাটির ঘোড়া হরিণ ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি সমস্তটাই রয়েছে। এবং রিসোর্টের একটি বড় গেট রয়েছে যেখানে লেখা বনলতা রিসোর্ট ও পাশ দিয়ে একটি বড় পুকুর যেখানে ফোয়ারা সিস্টেমে জল দিচ্ছে। খুব সুন্দর বাগান শীতকালের সব ধরণের ফুলের উপস্থিত তবে গোলাপ ফুল ও গাঁদা ফুলের চাষটাই বেশি হয়েছে হলুদ রঙের গাঁদা কমলা রঙের গাঁদার সমাহার। এছাড়া তারা ছোট ছোট গোলাপ চারা গাছ গাঁদা চারা আরো অন্য ধরনের ফুলের গাছের চারাও বিক্রি করে উপার্জন করছে। সারি সারি তালগাছ নারকেল গাছ দিয়ে বানানো কঠুরি যেখানে গান বাজনার আসর জমিয়েছে তার পাশেই জয়পুরের বিশাল রাস্তা এবং রিসোর্টের ভিতরে আরেকটি পুকুর রয়েছে যেখানে বড় বড় মাগুর মাছ চাষ করা। আর বড় বড় খাঁচা করা যেখানে উট পাখি রয়েছে বিদেশি মোরগ রয়েছে ।চারিপাশে আরো ঘর থাকবার জন্য এবং ভিতরে মেলা বসেছে প্রচুর খাবারের দোকান হোটেল বাচ্চাদের বিভিন্ন রকম খেলনা ,ট্রামপ্লেন থেকে শুরু করে মিকি মাউস, ট্যাটু করা বিভিন্ন রকম খেলা। মাটির তৈরি বড় বড় রান্নার উনুন মাটির ঘর অনেকগুলি রয়েছে তার সঙ্গে একটি বিশেষত্ব হচ্ছে শীতকালে যে পিঠে বানানো হয় পৌষ পার্বণ বাঙালি দে উৎসব সেখানে চাল গুঁড়ো করে পিঠে বানানো হয় ঘরোয়া পদ্ধতি কোন কেমিক্যাল ছাড়াই। একটি বড় লাল মাটির পথ চারিদিকে শুধু লাল মাটি আর লাল মাটি আমরা দুপুরের খাবার পর বিশ্রাম নিয়ে জঙ্গলে একটু ঘুরে এলাম তারপর ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন মাঠে খেললাম বিকেলে হাওয়ায় মিঠাই ঘটি গরম ঘুগনি বসে ছিল অপরূপ ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলা যেতে পারে। বিকেল ছয়টা বাজবেই চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল পুলিশের টর্চ নিয়ে হানাহানি লাইট হাউস আলোতে উঠলো। বাস ছাড়ার প্রস্তুতি জঙ্গল মনে হল জীবন্ত রূপ পেল আশেপাশের যত বাস ও পিকনিক করতে আসা লোকজন তারাও ফাঁকা হয়ে গেল ও লোকো মতে শোনা গেল সেখানে রাত্রিবেলা বাচ্চা চুরি ও শেয়াল বাঘ ইত্যাদি জন্তু বেরোনোর প্রবণতা রয়েছে। তাই তারা আমাদের তাড়াতাড়ি বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পরামর্শ দিল এবং আমরা সেখান থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

The Tiny Teachers

Sayan Bhadra
First Year (2024–2026), Government Training College, Hooghly

Anirban was no ordinary boy. While others played football or scrolled on their phones, he loved watching insects. Ants marching in a line, bees buzzing in flowers, or a dragonfly hovering mid-air—everything fascinated him.

One afternoon, he noticed an old man sketching a dragonfly near the village pond.

"You like insects too?" Anirban asked.

The man smiled. "They're my teachers."

Anirban laughed. "Teachers?"

"Yes," the man nodded. "Each insect has a life lesson to offer. Let me show you."

He pointed at a line of ants nearby, dragging a large crumb of bread. "Look at them—so small, yet working together like a perfect team. Not one of them could carry that alone. But united, they manage with ease. That's the power of teamwork. No one is too small when they work together."

Anirban watched the ants with new eyes. The man continued, "And the butterfly—have you ever thought about how much it changes? It begins life as a slow little caterpillar, then wraps itself in a cocoon. Days pass in silence and darkness. But when it emerges, it's a creature of beauty and grace."

Anirban nodded slowly.

"It teaches us to be patient. Change takes time. Sometimes we must pass through stillness and struggle before we grow into our best selves."

Nearby, a few bees buzzed around a flowering bush.

"See those bees? They each have a duty. Some gather nectar, others guard the hive, and some care for the young. Every bee works with purpose. No laziness, no complaints."

"They remind us that discipline and dedication build strong communities. When each of us does our part, the whole system flourishes."

The dragonfly the man had been sketching hovered near the water's surface, then darted swiftly to catch a mosquito mid-air.

"Dragonflies are amazing hunters. They move fast, yet never lose focus. Their vision is sharp, their actions precise. In life too, we need that kind of focus—to know our goal and move steadily toward it."

Anirban listened in awe. Insects weren't just creepy crawlies anymore—they were little teachers, showing us how to live better lives.

As the sun dipped lower, the man packed up his sketchbook and stood.

"The smallest creatures often carry the biggest lessons," he said, placing a hand on Anirban's shoulder. "You just have to look closely."

That evening, Anirban walked home with a smile. The ants, the butterfly, the bee, the dragonfly—they had all taught him something precious.

From that day on, he didn't just watch insects. He learned from them.

ছবি

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বাদ্যযন্ত্র - সুকুমার দাস (২০২৪-২০২৬)

প্রতীক্ষা - সুকুমার দাস (২০২৪-২০২৬

লতা মাঙ্গেশকার

দীপাঞ্জন বিশ্বাস (২০২৪-২০২৬)

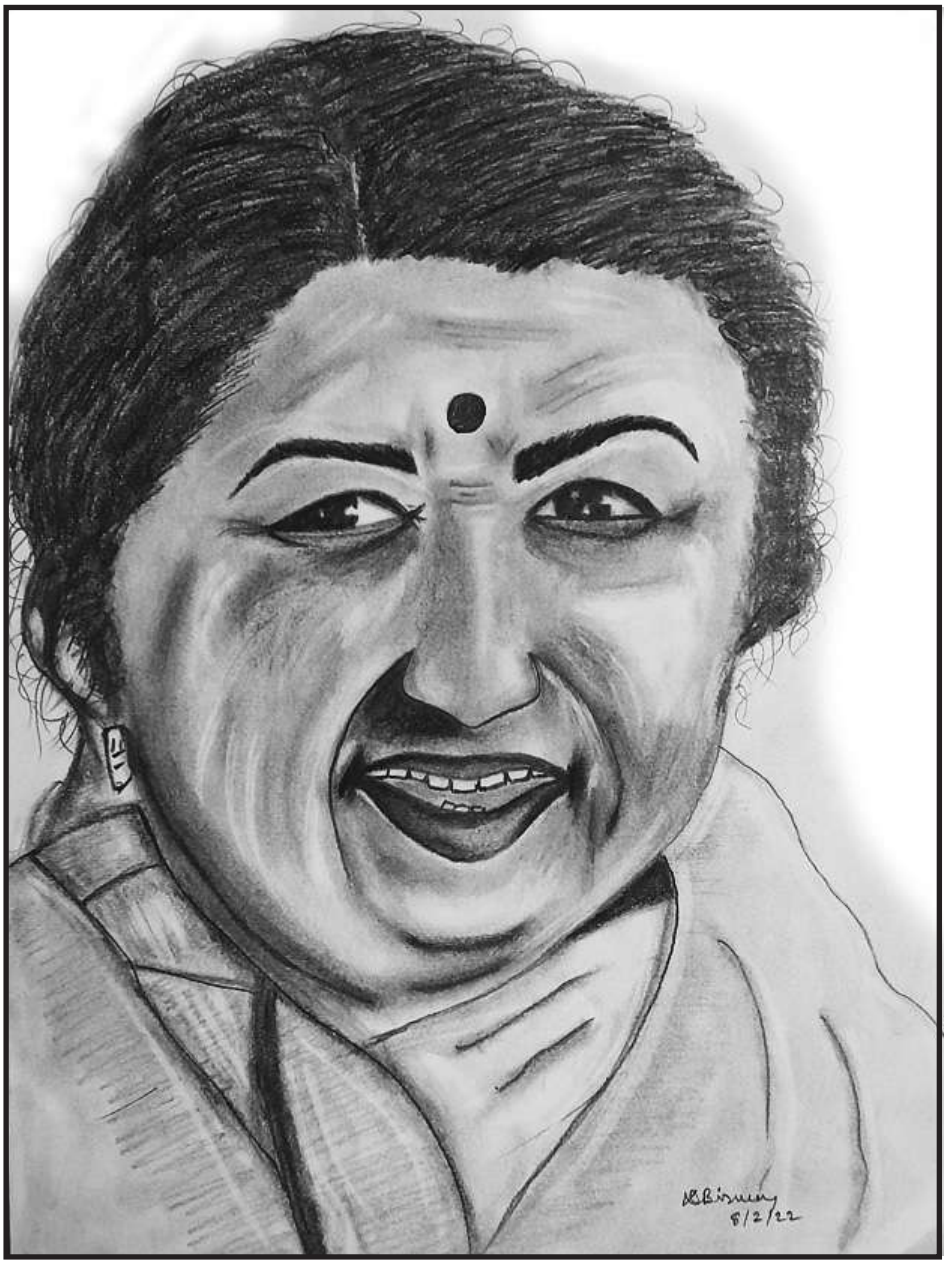

গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

দীপাঞ্জন বিশ্বাস (২০২৪-২০২৬)

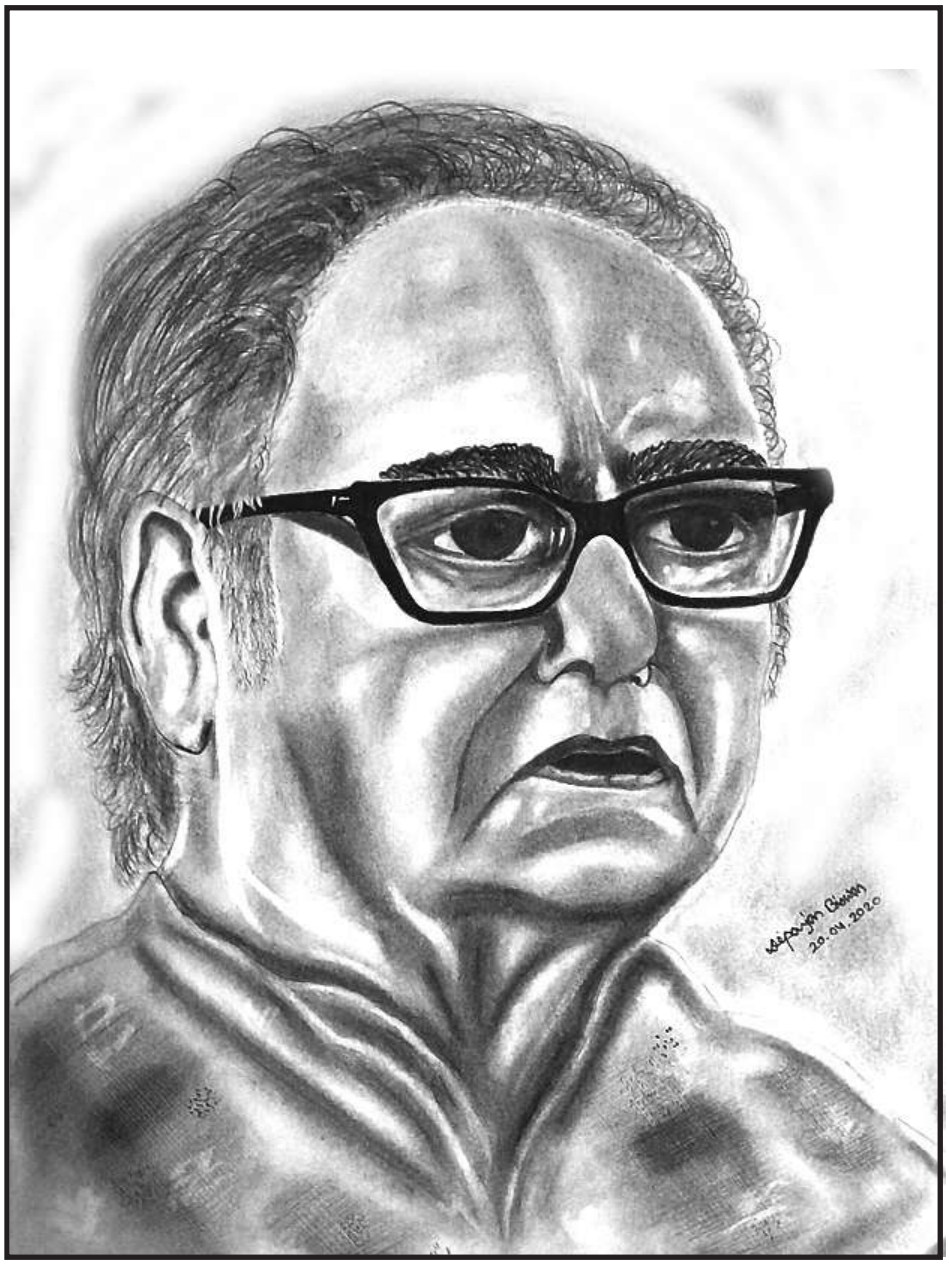

পৃথিবীর অসুখ

শ্রী অরিজিৎ গুপ্ত (2015-2017), প্রাক্তনী
(সহকারী শিক্ষক, কাটজুণগর স্বর্ণময়ী বিদ্যাপীঠ)

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় অনুকূল জলবায়ু ও সুস্থ পরিবেশ জীব-বৈচিত্রের বিকাশ ঘটায়। পরিবেশের দূষণ , মানুষের লোভ , জলবায়ুর পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে সর্বভোগ্য বসুন্ধরা আজ বিপন্ন । জীবজগতের সবচেয়ে চতুর ও বুদ্ধিমান প্রাণীটি অন্য প্রাণীদের শোষণ করে তাদের প্রাপ্য অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে অবিরত। পরিবেশের প্রতিরোধ মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামাল দিলেও পৃথিবী ক্রমশ দুর্বল হয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে। সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, ওজন ও নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্রীন হাউস গ্যাসের আস্তরণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কে চাদরের মতো মুড়ে রাখায় সূর্যের তাপ ওই গ্যাসের আবরণ ভেদ করে যেতে না পারায় পৃথিবী ও সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়ে পৃথিবীর উষ্ণতা ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে। প্রকৃতি পরিবেশ স্বকীয়তা বজায় রাখতে প্রতিরোধের মাধ্যমে সংকেত দিলেও আমরা তা উপেক্ষা করি দম্ভের সাথে।

পরিবেশবিদ, গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা প্রকৃতি পরিবেশ নিয়ে চর্চা করেন কার্যকারণ অনুধাবন করেন আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উপায় বলে দিলেও উদাসীন মানুষ কোন কিছুই তোয়াক্কা করে না। প্রকৃতি পরিবেশকে বুঝতে বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি বা বিশেষজ্ঞ তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন বিজ্ঞানমনস্কতা ও সচেতনতা কারণ যে মালি বা কৃষক সেও প্রকৃতি পরিবেশের বিজ্ঞানকে জানে তার বংশ পরম্পরায় অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে। কৃত্রিম মানব ভ্রুণ , কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কৃত্রিম সবুজ কণা তৈরি , জিন প্রযুক্তি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের উন্নতির সোপান প্রশস্ত করলেও সুষ্ঠু প্রকৃতি পরিবেশ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা অসম্ভব। ৫ই মে ২০১৭ পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন উইলিয়াম হকিং বিবিসি টু এর অনুষ্ঠানে বলেছেন "দ্বাবিংশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে এই পৃথিবীতে মহাপ্রলয় ঘটবে যা শুধু মনুষ্য প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ হবে কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন পরিবেশে বদল ,গ্রহানুর সংঘাত, মহামারী ও জনস্ফীতি"।

মহাপ্রলয় কে বিলম্বিত করতে আমাদের করণীয় কর্তব্য যা পৃথিবীর অসুখ নিরাময় করতে পারে তা হল-

১. আনন্দ উৎসবের দিনগুলিতে স্মারক হিসাবে প্রিয়জনের স্মৃতিতে গাছ লাগানো ও তাকে লালন-পালন করে বড় করে তুলুন।

২. জৈব জ্বালানির ব্যবহার ন্যূনতম করে অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহ দান করুন।

৩. সৌরশক্তি ব্যবহারে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে অনগ্রিড ,অফ গ্রিড, নেট মিটারিং বা হাইব্রিড পদ্ধতিতে বিদ্যুতের যোগান বৃদ্ধি করে বিদ্যুতের বিল কমানোর চেষ্টা করুন।

৪. শিক্ষা সচেতনতা নৈতিক সংযম সামাজিক সু অভ্যাস ও দায়বদ্ধতা দেশাত্মবোধ জনস্ফীতি রোধে সক্ষম হবে।

৫. পৃথিবীর সাম্যের জন্য বনভূমি ও জলাভূমির ভারসাম্য রক্ষা করে পরিবেশ দূষণ ও জলাভূমির ভারসাম্য রক্ষা করে পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

৬. দূষণমুক্ত সৌর বিদ্যুৎ চালিত যানবাহন বাধ্যতামূলকভাবে চালু করতে হবে সর্বসাধারণের সাধ্যের মধ্যে অল্প বিনিয়োগে দীর্ঘকালীন দূষণমুক্ত পরিষেবার জন্য সাইকেল ব্যবহার জনপ্রিয় করতে হবে ফলে মানুষ সুস্থ হবে ।

পরিবেশের স্থিতাবস্থা রক্ষায় ও উষ্ণায়ন রোধে জীবন যাপনের ধারা পরিবর্তন করতে হবে পরিস্থিতি ও সময়ের সাথে তাল রেখে।

হুগলী গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ: এক আলোকবর্তিকা

বিক্রম টিকাদার (2021-2023), প্রাক্তনী
PhD গবেষক, (ফকির মোহন বিশ্ববিদ্যালয়, বালাসোর, ওড়িশা)

হুগলী গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, পশ্চিমবঙ্গের এক ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নত মানদণ্ড স্থাপন করেছে। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে এই প্রতিষ্ঠান জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে এবং অসংখ্য শিক্ষার্থীকে যোগ্য শিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলেছে। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র শিক্ষক তৈরির কারখানা নয়, বরং এটি জ্ঞানের আলো ছড়ানোর এক নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র।শিক্ষা, চরিত্রগঠন এবং সংস্কৃতির মেলবন্ধন এই কলেজের মূল উদ্দেশ্য।

শিক্ষা সম্পর্কে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন:

"শিক্ষা হলো আত্মার সেই পবিত্র আলো, যা অন্ধকার দূর করে মানবতাকে আলোকিত করে।"

এই মহাবিদ্যালয় কেবল পঠনপাঠনের জায়গা নয়, এটি এক মননশীলতা, উদ্ভাবন এবং সৃজনশীলতার প্ল্যাটফর্ম। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন সেমিনার, কর্মশালা, এবং গবেষণা প্রকল্প তাদের শিক্ষকতার দক্ষতা উন্নত করার পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিত্বকেও সমৃদ্ধ করে।

শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন:

"শিক্ষার ফলে মানুষ নিজের ভিতরের শক্তিকে চিনতে পারে, এবং জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পায়।"

এই ভাবনাই যেন হুগলী গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজের প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনে আলোকিত করে।

এই কলেজে প্রবেশ করার পরই মনে হয়, শিক্ষা শুধু পুস্তকের জ্ঞান নয়; এটি এক জীবনদর্শন। কলেজের স্নিগ্ধ পরিবেশ, বিশাল গ্রন্থাগার, দক্ষ অধ্যাপক এবং গবেষণার সুযোগ শিক্ষার্থীদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে।

একটি কবিতার মাধ্যমে আমার এই প্রিয় কলেজকে সম্মান জানাই:

"তুমি জ্ঞানের মন্দির, আলো ছড়াও চারিদিক,
তোমার কোলে বেড়ে ওঠে শিক্ষার প্রতিটি দিগন্ত।
তোমার নামেই গর্ব, হুগলী গভর্নমেন্ট ট্রেনিং কলেজ,
তোমার আলোতে আলোকিত হোক এই পৃথিবী প্রতিক্ষণ।"

এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি অধ্যাপক ও কর্মী শিক্ষার্থীদের শুধু শিক্ষার পথে নয়, জীবনের নৈতিক ও মানবিক দিকেও পথ দেখান। এখানকার শিক্ষা শুধু একটি পেশার জন্য নয়, এটি একটি দায়িত্বপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুত করে। এই কলেজের প্রতিটি ছাত্র, আজ যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষকতা করছেন, তারা যেন এই প্রতিষ্ঠানেরই একেকটি প্রদীপ।

প্রিয় কলেজ, তোমার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই লেখাটি শেষ করলাম। তোমার গৌরব যুগের পর যুগ স্থায়ী হোক।

ভারত এক সাংস্কৃতিক শক্তিঘর ছিলো ও আছে

অতনু দত্ত, প্রাক্তনী (2020-2022)
সরকারি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হুগলি

কোন একটি দেশের সংস্কৃতির বিষয়ে আলোকপাত করতে হলে তার ভাষা, পরিবেশ, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, দর্শন, ক্রীড়া, বিনোদন, শিক্ষাদীক্ষা ও সংগীত সবকিছু নিয়েই আলোচনা করতে হয়। আর ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষীর দেশ, বিশাল ও বৈচিত্রময়। এই ভারত নামক উপমহাদেশে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাস ও বিবিধ রুচিনির্ভর মানুষের সহাবস্থান।

আবার কোন একটি দেশের সংস্কৃতির বিষয়ে কথা বলতে হলে তার প্রাচীন অর্থাৎ অতীত ও আধুনিক অর্থাৎ বর্তমান দুটি দিককেই স্পর্শ করতে হয়। পূর্বে প্রাচীনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তার পরবর্তীতে ব্যাখ্যা করব বর্তমান।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি বললে আমরা বুঝি প্রাচীন ভারতে আর্য ও আর্যেতর জাতির অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য। যে শিক্ষাদীক্ষা, বিদ্যা-বুদ্ধি, সভ্যতা, ব্যবসাবাণিজ্য ও আধুনিক শিল্প সাহিত্যের ধারা এছাড়া ধর্ম আচার ও অনুষ্ঠানের অবদান যা তাদের পরস্পরের মধ্যেও পরস্পরের স্বতন্ত্র অক্ষুন্ন রেখেছে তাই তাদের সংস্কৃতি। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি বুঝতে হলে পুরাতন ভারতের প্রকৃতির সন্ধান প্রথমে আনতে হয়।

প্রাচীনে আর্য ও আর্যেত্তর জাতি নিয়েই দিন ভারত। তাদের সৃষ্ট বেদ। ঋগবেদের প্রাচীন সূক্তগুলির ঐতিহাসিক মূল্য যে অসাধারণ তা অস্বীকার করা চলে না। আর যদিও আর্যদের এটিই প্রাচীন আবাসস্থল দিল ঋগবেদের দু এক আয়গায় তার ইঙ্গিত আছে। তাদের সেই প্রাচীন নিবাসভূমি বেদের "প্রস ওক" ভারতের ভিতরে, কি বাইরে তা বোঝার উপায় নেই। যা হোক আর্যরা ভারতবাসী হন বা বাইরে থেকে আসুক তাদের সংস্কৃতি বা Culture তৎকালীন সময়ে সমগ্র ভারতে ঘড়িয়েছিল। এ সকল কিছু রাভি নদের তীর প্রদেশকে নির্দেশ করে। রাভি অর্থাৎ সিন্ধুর তীর হতে পাজাব, সিন্ধ ও বালুচস্থান কে কেন্দ্র করে যে আর্য সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ঋগবেদে তার প্রমাণ বিদ্যমান। কয়েক বর্ষ পূর্বে সিন্ধু ও পাজাব প্রদেশে মহেঞ্জোদারোকে কেন্দ্র করে ধ্বংসস্তুপ হতে যে সমস্ত প্রত্নবস্তুর আবিষ্কার হয়েছে সেগুলি ঋগবেদের সূক্ত সকলের উক্তির প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এই প্রাচীন সংস্কৃতির নিদর্শনগুলি অন্তভখ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ বর্ষ পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার এবং সংস্কৃতির সাক্ষা দেয়।

মানুষের পারিবারিক জীবনকে অবলম্বন করেই আর তারই উপর ভিত্তি করে মানুষের জীবন গড়ে ওঠে। বৈদিক যুগেও তা ঘটেছে। বৈদিক যুগে পারিবারিক জীবনে প্রথমেই ব্যক্তিত্বকে সমষ্টির মধ্যে সমর্পণ করতে হতো। বৈদিক সমাজে সংগাত্র ও অসবর্ণ বিচারের পদ্ধতি এমনভাবে নির্দিষ্ট ছিল যাতে শারীরিক অস্বাস্থ্য এর পথ রুদ্ধ হয়েছিল অথচ তাতে স্বাজাত্য সংস্কৃতির কোন হানির সম্ভাবনা ছিল না। সে সময় আমরা আপিশলা, ওধোমেধা, গার্গী প্রভৃতি মহীয়সী রমণীদের পরিচয় পাই। যারা একদিকে ছিলেন অত্যন্ত শিক্ষিতা (আচার্যা বা অধ্যাপিকা) আবার অপরদিকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। সে সময় প্রাচীন ভারতে পুরুষদের সঙ্গে নারীরাও সমানভাবে অস্ত্রবিদ্যা শিখতেন।তারা গৃহকর্মে

যেমন নিপুনা দিলেন তেমনি পুরুষদের সঙ্গে যেতেন যুদ্ধক্ষেত্রে। বেদই আমাদের শিক্ষা দেয় সে সময়ই নারী জাতির সম্মান দিল বর্তমান ভারতের নারীর মান অপেক্ষা অনেক উর্ধ্বে। এক অনুপম অনিন্দ্যসুন্দর তৎকালীন বা প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে বেদ।

কালের বিবর্তনের সাথে সাথে আমরা রামায়ণ, মহাভারতেও দক্ষা করেছি সে সময়ের শিক্ষাব্যবস্থা, ন্যায়-নিষ্ঠতা, সংগীত, নিতা প্রজাসুলডতা, বিনয়ভাব, পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রজাগণের মঙ্গলার্থে বিবিধ যাগযজ্ঞ প্রভৃতি। এসব কিছু যে সে সময়কার ভারতবর্ষের অনন্যসুন্দর সংস্কৃতিতে তুলে ধরে। আমার নিকটে এ শুধু সংস্কৃতি নয় প্রাচীন ভারতের প্রবাহমান জীবনধারা। যা আজও মানব মদনে বিদ্যমান।

আরো বলতে পারি মহারাজ অশোকের শাসনকালে আমরা পাই রাজসভায় সংগীতের আসর, রাষ্ট্রের শিক্ষার সম্প্রসারণ এর জন্য অশোকের উদ্যোগী মনোভাব, ব্রাহ্মী লিপির সৃষ্টি ও ব্যবহার। ব্রাহ্মীতে বহুবিধ কাব্য রচনা।কোথাও বা গুহার অভ্যন্তরে প্রস্তর খোদাই করে, কোথাও বা তাম্রপত্রে। এসবের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি কতটা মাধুর্যময়, কতটা অনন্য, কতটা উন্নত, সভ্য, মার্জিত। এক্ষেত্রে বলে রাখি যখন ইউরোপ সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি সভ্যতারই মুখ দেখতে পারেনি সে সময়ে ভারতবর্ষের এক অভূতপূর্ব সংস্কৃতি রচনা হয়েছিল।

এবার আসি আধুনিক ভারতবর্ষের সংস্কৃতির কথায়-

ভারতে আধুনিক যুগে আমরা যাত্রা, নাটক ও কথকথার পরিচয় পাই। এগুলি যে কত বড় শিক্ষার বাহন তা আজও ঠিক বোঝা হয় নাই। নিরক্ষর কৃষকের মুখে কত অজানা সাধককবির গান আজও শোনা যায়। তা দর্শনের গভীরতম মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা। এছাড়াও চর্যাপদ, বাউন, ভাসান, মঙ্গলগান তাছাড়াও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চন্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল প্রভৃতি কত কত বৎসর ধরে সাধারণের মধ্য চলে আসছে।

আরো বলতে পারি বিশ্বকবির অধিকতর রচনায় আমরা আধুনিক ভারতবর্ষের সংস্কৃতির রূপটি প্রত্যক্ষ করতে পাই।

স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহান মনিষীও আধুনিক ভারতের সংস্কৃতির সাগরে ডুব ডুব দিয়ে তা ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশেষভাবে ইউরোপের দেশগুলিতে। আর এই সংস্কৃতির টানে মুগ্ধ হয়েছেন নিবেদিতা। ভারতের সমাজ কল্যাণে ও মানব কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছেন তিনিও।

পরিশেষে বলতে পারি- সংস্কৃতি এক প্রবাহধারা যা গঙ্গার মতো অজস্র জলরাশি নিয়ে কুলকুল শব্দে বয়ে চলছে সেই প্রাচীন সময়ের ভারতবর্ষ থেকে আধুনিক সময়ের ভারতে।

হোলী বা হোলাক উৎসব

ড. পিনাকী শঙ্কর পাণ্ডে, প্রাক্তন ছাত্র (১৯৯৯-২০০০)
সহশিক্ষক, থামারপাড়া জাতীয়ন্ত্রিক্ষা মন্দির

ধর্মপূজা এবং চড়কের সমপর্যায়ভূক্ত আমাদের ‘হোলী বা হোলাক ধর্মোৎসব’। এই উৎসবটি উত্তর ভারতে সবজায়গায় সুপ্রচলিত। জীমূতবাহনের দায়ভাগে হোল ক বা হোলক উৎসবের বর্ণনা লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশে ফাল্গুনী শুক্রা চতুর্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে আচার অনুষ্ঠা। প্রচলিত দিলো। এই উৎসব দিলো কৃষক সমাজের পূজা, সুশস্য উৎপাদন কামনায় নরবলি ও যৌনলীলাময় নৃত্যগীত উৎসব দিল এর প্রধান অঙ্গ স্বরূপ। তারপরের যরে নরবলি “হান দিলো পশুবলি এবং হোমযজ্ঞ। কিরু হোলীর সাথে প্রধানত যে উৎসব অনুষ্ঠানের যোগ তা ‘বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব, রাধাকৃষ্ণ-ঝুলনের এবং কোথাও কোথাও মূর্খতম এক রাজাকে নিয়ে নানা প্রকারের দল বা উপধা ও তানাসার। তৃতীয়-চতুর্থ শতক থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ শতক পর্যন্ত উত্তর-ভারতের সবজায়গার বসন্ত বা মদন বা কাম -মহোৎসব নামে একটি উৎসবের প্রচলন দেখা যায়। বাৎসায়ন কামসূত্রে, শ্রীকৃষ্ণের রত্নাবলী, মালতীমাধব নাটক অলবিরুণী, জীমূতবাহনের কালবিবেক এবং রঘুনন্দনে এই উৎসবের বর্ণনা লড়া করা যায়। প্রচুর নাচগান, জঙঙ্গিত উক্তি, যৌন অঙ্গিভঙ্গি এবং ব্যজনা প্রভৃতি দিলো এই উৎসবের অঙ্গ এবং পূজাটা হতো মদন বা রতির, চৈত্রমাসে অশোক ফুলের প্রাচুর্য এনে। প্রাচীন বাংলা দেশে এই উৎসবের কথা জীমূতবাহনই বলে গেছেন; পরবর্তী দিয়েছেন রঘুনন্দন। অনুমান করা যায় যে, যোড়শ শতকের পর কোন এক সময়ে চৈত্রীয় বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব ফাল্গুনী হোলী বা হোলক উৎসবের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এবং কাম-মহোৎসব অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। বস্তুত ষোড়শ শতকের পর কাম-মহোৎসবের কোনো উল্লেখ বা প্রচলন কোথাও আর দেখা যায় না। মুসলমান রাজা -ওমরাহরাও এবং হারামের মহিলারা হোলী উৎসবের খুব বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তাদের পৃষ্টপোষকতায় মনে হয় হোলী ক্রমশ মদনোৎসবকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু হোলীর সাথে রাধাকৃষ্ণের ঝুলন এবং আবীর কুমকুমের খেলার ইতিহাসের যোগ আবার অন্যপথে। রামগড় গুহার এক লিপিতে এক ঝুলন উৎসবের কথা আমরা প্রথম শুনি। কিন্তু সে ঝুলন কোনো দেবদেবীর নয়, মনে হয় নেহাতই তা মানুষের ঝুলন। বুলনায় মানুষেরা নরনারী উভয়েই দোল খেতো, বিশেষ করে শিশুদের দোনা দিত তাকে আনন্দ দেবার জন্য, এটা একপ্রকার ক্রীড়াও বলা হতো। হয়তো তারই প্রকাশ পরবর্তী সাহিত্যে দেখা যায়। বালকৃষ্ণ বা বান গোপালকে দোলাত মা যশোদা। তারপরের পর্বে আর বাল গোপাল নয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যৌবন লীলার সহচরী রাধাও এসে উঠলেন সেই ঝুলনায় এবং একাদশ শতকের আগেই কৃষ্ণরাধার ঝুলননলীলা ভারতবর্ষের অন্যতম ধর্মীয় উৎসবে পরিণত হয়ে গেল। অলবিরুণীর সাক্ষ্যে মনে হয়, এই উৎসব অনুষ্ঠিত হতো চৈতমাসে; গরুড় পুরাণ এবং পদ্মপুরাণেও এরকম উল্লেখ আছে। পরবর্তী কোনো এক সময়ে এই উৎসব ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে এগিয়ে আসে, এর উল্লেখ পমপুরাণ এর পাতালখণ্ডে এবং স্কন্দ পুরাণের উৎকলখণ্ডে দেখা যায় ও এটি হোনীর সাথে মিলে মিশে এক হয়ে যায়। ঝুলনায় রাধাকৃষ্ণকে

দুলিয়ে তাদের উপর ফুল, কুমকুম এবং আবীরগোলা জল ছড়ানো হতো এবং তাদের সহচরীদের উপর ফুল, কুমকুম ইত্যাদি ছুঁড়ে মারতেন। হোনীর সঙ্গে পীচুকারী খেলার যোগাযোগ এইভাবেই হয়। প্রাক-বৈদিক আদিম কৃষি সমাজের বলি ও নাচ গানের জায়গায় এই ভাবেই বর্তমান হোনীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় এখোনো হোনী বা হোলাক উৎসবকে বলা হয় 'শূদ্রোৎসব' হোলীর আগুন এখনও ভারতের অনেক জায়গায় অস্পৃশ্যদের ঘর থেকে আনতে হয়।

Challenges and Prospects of Teacher Education in NEP 2020

Dr. Goutam Patra *

Abstract:

The National Education Policy (NEP) 2020 envisions transformative reforms in the field of education in India, with a strong focus on teacher education as a critical aspect of achieving quality education. Recognizing the central role of teachers in shaping the educational landscape, NEP-2020 outlines a comprehensive framework to enhance the quality, accessibility, and effectiveness of teacher preparation. The policy emphasizes the need for a robust and holistic approach to teacher education, encompassing not only academic knowledge but also pedagogical skills, socio-emotional competencies, and the ability to adapt to the evolving needs of diverse learners. Key initiatives include the establishment of a 4-year integrated teacher preparation program, the introduction of professional standards and continuous professional development, and a shift towards competency-based assessment frameworks. Furthermore, NEP-2020 advocates for the use of technology and innovative pedagogical methods to facilitate the development of 21st-century teaching skills. By ensuring that teachers are well-trained, motivated, and equipped to cater to the diverse learning needs of students, the policy aims to create a dynamic and inclusive educational ecosystem. In essence, the teacher education reforms outlined in NEP-2020 are designed to uplift the teaching profession, promote excellence in education, and ensure that every child receives a high-quality learning experience.

Key Words: Focus, excellence in education, comprehensive, innovations, inclusivity, Quality, Affordability, Equity, Access, and Accountability.

Introduction:

Teacher education is a cornerstone of a robust educational system, as it shapes the capabilities and effectiveness of educators who directly influence student learning and development. In India, the National Education Policy (NEP) 2020 acknowledges the pivotal role of teachers in ensuring quality education and emphasizes the need for reforms in teacher education to align with the needs of the 21st century. NEP-2020 recognizes that teachers are not only facilitators of knowledge but also mentors, guides, and role models who inspire, nurture, and support students in their academic and personal growth. Therefore, the policy proposes a comprehensive framework

* Principal (WBSES), Government Training College, Hooghly

for teacher education aimed at fostering highly qualified, motivated, and capable educators.

The NEP-2020 advocates for a holistic and transformative approach to teacher preparation, which includes improvements in both pre-service and in-service training. The policy underscores the importance of high-quality teacher preparation to address the challenges posed by the rapidly changing educational landscape, driven by technological advancements and diverse learner needs. It proposes significant structural changes, such as the introduction of a 4-year integrated teacher preparation program that emphasizes both content knowledge and pedagogical skills, integrating theory with practice. Furthermore, NEP-2020 stresses the need for continuous professional development and lifelong learning for teachers to keep them up-to-date with new pedagogies, subject knowledge, and innovations in teaching practices.

A key focus of NEP-2020 is on ensuring that teacher education institutions (TEIs) maintain high standards, offering rigorous, research-driven, and comprehensive programs that empower teachers to adapt to diverse learning environments. The policy highlights the need for a shift from traditional rote-learning methods to competency-based, student-centered teaching approaches, aimed at fostering critical thinking, creativity, and problem-solving skills among students. Additionally, NEP-2020 emphasizes the need for greater inclusivity and equity in teacher preparation, ensuring that teachers are equipped to cater to the varied socio-economic, cultural, and linguistic backgrounds of their students.

By placing quality teacher education at the heart of its reform agenda, NEP-2020 aims to strengthen the teaching profession, ensure that every child receives high-quality education, and contribute to the overall development of the nation's human capital. Through these reforms, the policy seeks to create a system that not only produces skilled and competent teachers but also nurtures them into lifelong learners, committed to improving their practice and supporting the broader goals of the education system.

OBJECTIVES OF THE STUDY :

1. To discuss the recommendation of NPE 2020 regarding teacher education
2. To discuss the Challenges and Prospects of Teacher Education as envisaged in NEP 2020
3. To provide some suggestions on Teacher Education aspects

RESEARCH QUESTIONS OF THE STUDY :

1. What are the recommendations of the National Education Policy 2020 regarding teacher education?
2. What are the Challenges and Prospects of Teacher Education in National Educational Policy 2020?
3. What are the suggestions for implementing the National Education Policy 2020?

OBJECTIVES WISE DISCUSSION :

Objective no- 01 :

The National Education Policy (NEP) 2020 aims to revolutionize education in India, including teacher education. It envisions a holistic, multidisciplinary, and high-quality teacher preparation system to enhance teaching standards. However, while NEP 2020 presents several prospects, it also comes with challenges in its implementation.

The Recommendations Of NPE-2020 Regarding Teacher Education are:

(a) Teacher education is vital in creating a pool of schoolteachers that will shape the next generation

(b) Emphasis on multidisciplinary perspectives, values, language, and ethos including tribal tradition

(c) Improving the quality of teacher education and measures have been taken to stop commercialization in the field of teacher education

(d) Special emphasis has been laid on the introduction of Integrated Teacher Training The 4-year integrated B.Ed. offered by such multidisciplinary HEIs will, by 2030, become the minimal degree qualification for school teachers

(e) To maintain the quality of teacher education steps have been taken in the new national education policy to improve the infrastructure of educational institutions. To maintain the quality of teacher education, it has been proposed to introduce an entrance examination in the admission of students in press service teacher education.

(f) Teacher education involves multidisciplinary inputs, and education in high-quality content as well as pedagogy, all teacher education programs must be conducted within composite multidisciplinary institutions.

(g) In the faculty profile department of Education necessarily aim to be varied, but research experience is highly valued ৩ The HEI offering the 4-year integrated B.Ed. may also run a 2-year B.Ed., for students who have already established a Bachelor's degree in a specialized subject. A 1-year B.Ed. may also be offered for candidates who have received a 4-year undergraduate degree in a specialized subject.

(h) All fresh Ph.D. entrants, irrespective of discipline, will be required to take credit-based courses in teaching, and education related to their chosen Ph.D. subject during their doctoral training period.

(i) In-service continuous professional development for college and university teachers will continue through the existing institutional arrangements and ongoing initiatives.

(j) Emphasis is placed on the use of technology platform platforms such as SWAYAM/ DIKSHA to anchor in-service teacher education.

Objective no- 02:

Challenges in Teacher Education under NEP 2020

1. Implementation and Infrastructure Gaps:

Many states and rural areas lack the necessary infrastructure and resources to implement the recommended changes. Upgrading teacher training institutes (TTIs) to meet NEP 2020 standards is a major challenge.

2. Four-Year Integrated B.Ed. Program:

The policy mandates a four-year integrated B.Ed. degree as the minimum qualification for teaching. This requires restructuring existing teacher training programs and phasing out substandard diploma-level courses.

3. Shortage of Qualified Faculty:

The shift to a multidisciplinary teacher education system requires highly qualified

faculty, which is currently lacking. Many teacher education institutions (TEIs) do not meet the quality benchmarks set by NEP 2020.

4. Resistance to Change:

Many stakeholders, including universities, teacher training colleges, and government bodies, may resist the shift to new methodologies. Adapting to competency-based teacher training may be challenging for existing institutions.

5. Digital Divide and Technology Integration:

NEP 2020 emphasizes technology-driven teacher training, but many regions, especially in rural India, lack digital access. Teachers need training in digital pedagogy, but there is a gap in technical skills.

6. Assessment and Accreditation Issues:

The policy mandates a National Accreditation Framework for teacher education, requiring regular evaluation. Many TEIs may struggle to meet the new accreditation standards due to existing quality issues.

7. Language Barriers:

NEP 2020 promotes multilingual education, requiring teachers to be proficient in regional languages. Training teachers for multilingual instruction is a logistical challenge.

Prospects of Teacher Education under NEP 2020

1. Elevating Teaching Standards:

The four-year B.Ed. program will ensure that only well-trained, professional teachers enter the education system. It integrates content mastery, pedagogy, and practical teaching experience, improving teacher quality.

2. Holistic and Multidisciplinary Approach:

Teacher education will emphasize experiential learning, critical thinking, and interdisciplinary knowledge.It will align with the broader goal of holistic education in schools.

3. Strengthening Teacher Training Institutes:

NEP 2020 proposes upgrading TEIs into multidisciplinary institutions under universities or colleges. It mandates closure of substandard TEIs, ensuring quality education.

4. Professional Development and Lifelong Learning:

Continuous professional development (CPD) programs will be introduced to keep teachers updated. Teachers will have access to online courses, workshops, and peer learning opportunities.

5. Integration of Technology in Teacher Training:

The use of AI, online platforms, and digital tools will modernize teacher education. Initiatives like DIKSHA and SWAYAM will support teachers in acquiring new skills.

6. Emphasis on Research and Innovation:

NEP 2020 encourages educational research to improve teaching methodologies. Research-based pedagogy will enhance learning outcomes and teacher effectiveness.

7. Better Teacher Recruitment and Accountability:

Standardized teacher eligibility tests will improve recruitment quality. A well-defined performance-based career progression system will ensure accountability.

Objective no- 03:

Suggestions for Improving the Condition of Teacher Education: Suggestions for improving the condition of Teacher Education are-

(A) The government has to set itself an

ambitious goal of improving the quality of teacher education. They want to ensure that all teachers are well-trained and knowledgeable about their subjects. This means that teachers need to have a deep understanding of the content they teach, as well as how students learn best.

(B) The curriculum needs to be revised and updated. This can be a lengthy process, especially considering that it has not been updated since the 1990s. -Teachers need to be well-trained in the subjects they teach.

(C) They need to be able to understand how students learn best and what strategies can be used to ensure that learning happens.

(D) The government wants to move away from a "teacher training" model to one that focuses on teacher "education". This will require a lot of changes in the way teachers are trained, including the curriculum and how it is designed.

(E) New and innovative techniques can be used for the transaction of the curriculum. The teacher education program should be modified so that teachers are equipped for the different roles and functions imposed by new technologies.

(F) Teachers should train about stress management mechanisms so that they could help students in managing their stress and sustaining themselves in this time of social isolation, parental pressure, etc.

(G) Teachers should be able to think critically make the right decisions and maintain harmonious relations with others.

(H) Techniques used in teaching should develop a habit of self-learning and reduce dependence on teachers. It will help them to reflect on their own and do something new.

(I) There is a need for a specific time frame for the improvement of private teacher education institutes and those teacher educational institutions which are weak in terms of infrastructure and teaching equipment.

Conclusion

NEP 2020 presents a transformative vision for teacher education, aiming to enhance teaching quality and learning outcomes. While challenges such as infrastructure gaps, faculty shortages, and digital divide exist, the policy's focus on multidisciplinary education, technology-oriented education are crucial. National Education Policy will play an important role in taking the education system to a new level and is extremely important in maintaining the quality of the education system. However, discussions are going on as to how the new education policy can be implemented by solving the various problems of the previous education before implementing it.

REFERENCES:

1. Bhatt, T. (2022), New Education Policy 2020 Challenges and Opportunities for Teacher Education, Neuro Quantology, 20(20), 3414-3419 doi: 10.14704/nq.2022.20.13. NQ88421.
2. Jadhav, N. (2022), Issues and Challenges of National Education Policy (NEP) 2020 implementation in Teacher Education, International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED), 10(3), 188-191. Retrieved from- https://www.researchgate.net/publication/362538441.
3. National Education Policy 2020- Ministry of Education Government of India.
4. Sharma, S & Kumar, T. (2020) Problems and Opportunities in Teacher Education in the Context of National Education Policy 2020, International Journal for Research Trends and Innovation,7(7), Retrieved from https://ijrti.org/papers/IJR
5. Smitha, S. (2020) National Education Policy (Nep) 2020 -Opportunities and Challenges in Teacher Education, International Journal of Management (IJM). 11(11), 1881-1886. doi: 10.34218/ijm.11.11.2020.178.

Pyarichand Mitra as a Social Reformer : Literary Contributions Beyond Fiction

Dr. Biman Mitra*

Abstract :

This study explores Pyarichand Mitra's role as a social reformer beyond his fictional works, highlighting his contributions to women's education, caste reform, and widow remarriage. It examines his impact on modern Bengali prose and journalism, emphasizing his lasting influence on literature, social change, and contemporary reformist discussions.

Key Words : Caste reform, Widow remarriage, Emphasizing, Reformist, Discussions.

Introduction :

Pyarichand Mitra (1814–1883) was a pioneering Bengali writer, social reformer, and intellectual whose literary contributions extended beyond fiction to address pressing social issues of 19th-century India. Best known for his novel Alaler Gharer Dulal (1857), written under the pseudonym Tekchand Thakur, he played a crucial role in shaping modern Bengali prose. However, his impact was not confined to literature alone; he actively engaged in social reform, advocating for women's education, widow remarriage, and the upliftment of marginalized communities. Pyarichand Mitra's works often carried strong social messages, challenging regressive customs and promoting progressive ideals. His essays, journalistic writings, and translations reflected his deep concern for social justice. He was associated with several reformist organizations, including the Bengal Social Reform Association, where he worked towards eradicating social evils like child marriage and caste discrimination. As a journalist, Pyarichand Mitra contributed extensively to newspapers and periodicals, using his platform to raise awareness about contemporary social issues. His literary style, marked by realism and satire, was instrumental in highlighting the hypocrisies of the Bengali elite. Through his writings, he not only entertained but also educated society, making a lasting impact on both literature and social reform movements in colonial India.Pyarichand Mitra's legacy as a social reformer and literary figure continues to inspire scholars and activists, demonstrating how literature can be a powerful tool for societal change. His contributions remain relevant in discussions on social justice, education, and cultural progress in India.

Significance of the study :

The study of Pyarichand Mitra as a social reformer and his literary contributions beyond fiction is significant in understanding the intersection

* WBES, Assistant Professor, Government Training College, Hooghly.

of literature and social change in 19th-century India. Pyarichand Mitra's writings not only pioneered modern Bengali prose but also served as a tool for critiquing social injustices, including gender discrimination, caste oppression, and outdated traditions. By analyzing his essays, journalistic works, and reformist activities, this study highlights his role in shaping progressive thought in colonial Bengal. His contributions remain relevant in contemporary discussions on literature as a means of social advocacy, reinforcing the enduring power of the written word in societal transformation.

Objective of the study :

To Analyze Social Themes – Examine how Pyarichand Mitra's writings addressed social issues like women's education, caste discrimination, and widow remarriage.

To Assess Literary Impact – Explore his role in shaping modern Bengali prose and journalism.

To Study Reformist Activities – Investigate his contributions to social reform movements.

To Highlight Contemporary Relevance – Understand how his ideas influence modern discussions on literature and social change.

Delimitation of the study :

This study focuses specifically on Pyarichand Mitra's role as a social reformer and his literary contributions beyond fiction, emphasizing his essays, journalistic writings, and reformist activities. It does not provide an in-depth analysis of his fictional works except where relevant to his reformist ideals. The study is limited to the 19th-century socio-cultural context of Bengal and does not extend to broader Indian literary movements. Additionally, it primarily relies on secondary sources, historical documents, and critical analyses, excluding extensive archival research. The scope is confined to Pyarichand Mitra's influence on social reform and literature rather than his personal life or other professions.

Area of the study :

The area of this study encompasses the literary and social reform contributions of Pyarichand Mitra in 19th-century Bengal. It focuses on his role as a social reformer, examining how his writings—beyond fiction—addressed critical societal issues such as women's education, caste discrimination, widow remarriage, and social inequalities. The study also explores his journalistic works, essays, and involvement in reformist organizations that advocated for progressive changes in colonial Bengal.Additionally, the research highlights Pyarichand Mitra's influence on modern Bengali prose, his use of literature as a tool for social critique, and his contributions to contemporary social thought. It situates his work within the broader socio-cultural and intellectual history of Bengal during the colonial period. By doing so, the study aims to provide insights into how literature and journalism played a crucial role in social reform movements of the time, making Pyarichand Mitra a key figure in Bengal's intellectual and reformist landscape.

Methodology of the study :

This study employs a qualitative research approach, focusing on historical and literary analysis to examine Pyarichand Mitra's role as a social reformer and his contributions beyond fiction. The research is primarily based on secondary sources, including books, journal

articles, and critical essays that discuss Mitra's literary works and reformist activities.

A textual analysis of his essays, journalistic writings, and speeches is conducted to identify recurring social themes such as caste discrimination, women's rights, and educational reforms. His contributions to newspapers and periodicals are examined to understand how he used the press as a tool for advocacy.

The study also incorporates a historical approach, situating Mitra's work within the socio-political context of 19th-century Bengal. By analyzing contemporary reform movements and their impact on his writings, the research highlights his role in shaping modern thought.

Comparative analysis is used to assess Mitra's influence on later Bengali writers and reformers, demonstrating how his ideas contributed to the broader literary and social reform movements in India. The study does not rely on primary archival materials but instead synthesizes existing scholarly perspectives to provide a comprehensive understanding of Mitra's legacy as a social reformer.

Statement of the problem :

Pyarichand Mitra is often recognized for his contributions to Bengali literature, particularly for his novel Alaler Gharer Dulal. However, his significant role as a social reformer and his literary contributions beyond fiction remain relatively underexplored. While many studies focus on his influence on Bengali prose, fewer works analyze how his essays, journalistic writings, and reformist activities contributed to 19th-century social change.

This study seeks to address this gap by examining Mitra's non-fictional works and their impact on social issues such as women's education, caste discrimination, and widow remarriage. It aims to highlight how he used literature and journalism as tools for reform, shaping contemporary social thought. By doing so, this research will contribute to a deeper understanding of Mitra's legacy, demonstrating how his writings extended beyond entertainment to serve as powerful instruments for societal transformation in colonial Bengal.

Review of the literature:

Pyarichand Mitra's significance as a social reformer and literary figure has been a subject of scholarly interest, though much of the focus has primarily centered on his contributions to Bengali fiction. Several studies acknowledge his role in pioneering modern Bengali prose, particularly through his novel Alaler Gharer Dulal, which portrays the contradictions of contemporary Bengali society. Scholars such as Nirode Kumar Sinha and Suresh Chandra Mukherjee have noted that Pyarichand Mitra's fiction, often infused with satire, critiqued the social norms of his time. However, it is his contributions beyond fiction—his essays, journalistic writings, and active involvement in social reform—that deserve deeper examination.

Pyarichand Mitra's role in reform movements, particularly his advocacy for women's education and widow remarriage, has been discussed in works such as Bengali Social Reformers by Sisir Kumar Das, which highlights how he addressed social issues through his writings and public engagement. Critics like Ananda Lal emphasize his active participation in the Bengal Social Reform Association, where he contributed to

debates on social justice, gender equality, and the importance of modern education.

In addition to his participation in reform organizations, Pyarichand Mitra's writings in periodicals and newspapers like Tattwabodhini Patrika are a critical area of interest. Scholars such as Subrata Mukherjee have explored how Mitra's essays and journalistic contributions worked as a vehicle for spreading progressive ideas, challenging the rigid social structures of the time. These writings often critiqued the traditional Hindu social order, arguing for the emancipation of women and the upliftment of the lower castes.

However, there is a lack of comprehensive studies that focus specifically on Pyarichand Mitra's social reformist ideology and its relationship with his literary works. The existing literature tends to separate his literary output from his social contributions, failing to explore the ways in which his writings—both fiction and non-fiction—intersected to promote social change. This gap highlights the need for a study that examines his literary contributions in a broader context, integrating his reformist agenda with his artistic work.

Thus, while Pyarichand Mitra's literary and social contributions have been acknowledged, further research is required to fully understand how his writings, both fictional and non-fictional, were instrumental in shaping the social reform movements of colonial Bengal. This study seeks to address this gap and offer a more integrated view of Mitra's legacy.

Analysis of the objective :

- **<u>Social Themes in the Writings of Pyarichand Mitra</u>**

Pyarichand Mitra's works, both fiction and non-fiction, are imbued with social themes that critique the prevailing societal norms of 19th-century Bengal. His writings not only entertained but also carried powerful messages advocating for social change. Some of the key social themes found in his works include:

Critique of Social Inequality and Caste Discrimination : Pyarichand Mitra was vocal in challenging the deeply entrenched caste system. Through his writings, he sought to expose the inequalities and injustices faced by lower castes. His works often criticized the rigid social hierarchies that marginalized large sections of society, particularly focusing on the oppression of the untouchables and the downtrodden. Mitra's journalistic contributions were also aimed at raising awareness about caste-based discrimination and the need for social equality.

Women's Education and Empowerment : Pyarichand Mitra was a strong advocate for women's education, a progressive stance during a time when women's roles were largely confined to the domestic sphere. In his essays and journalistic writings, he highlighted the importance of female education as a means to uplift society and empower women. His reformist views aligned with the larger movement for women's rights during the Bengal Renaissance, and he emphasized how education could break the barriers of patriarchal control.

Widow Remarriage and Gender Equality : Along with other reformers of his time, Mitra supported the cause of widow remarriage. At a time when widows were ostracized and condemned to a life of isolation, Mitra's writings advocated for their right to remarry and live dignified lives. He believed that the social customs that led to the marginalization of widows were both unjust and

harmful, and he used his platform to challenge these norms.

Modernization and Social Reform : Pyarichand Mitra's works reflect his belief in the need for modernization in Bengali society. He was part of the intellectual movement that sought to reform traditional practices and bring about societal change in the face of colonial influence. His writings encouraged the adoption of rational, scientific thinking and the rejection of superstitions and archaic traditions that hindered progress.

Satire of Social Hypocrisy : In his fictional works, particularly in Alaler Gharer Dulal, Mitra employed satire to expose the hypocrisies of the upper classes. His characters often embody the contradictions of the time—claiming adherence to high moral standards while engaging in unethical practices. This satirical approach allowed Mitra to critique not only the British colonial rulers but also the social elites who perpetuated regressive traditions.

Humanism and Social Justice : Pyarichand Mitra's writings emphasize the importance of human dignity, equality, and social justice. He often addressed the plight of the poor, marginalized, and oppressed, urging society to embrace compassion and fairness. His belief in the value of human rights and the need to protect the vulnerable is evident throughout his non-fiction, where he consistently called for societal reforms that would ensure a more equitable and just society for all.

In sum, Pyarichand Mitra's literary works and public writings were deeply interwoven with social reformist themes. Through his advocacy for education, gender equality, caste reform, and his critique of traditional social structures, Mitra played a vital role in shaping the intellectual landscape of 19th-century Bengal and promoting progressive social change. His writings remain a testament to the power of literature in fostering social awareness and reform.

- **Assess Literary Impact in the Writings of Pyarichand Mitra**

Pyarichand Mitra played a pivotal role in shaping modern Bengali prose and literature. His contributions went beyond fiction, influencing journalism, social commentary, and literary realism in 19th-century Bengal. His impact can be assessed through the following key aspects:

Pioneering Modern Bengali Prose : Pyarichand Mitra is credited with developing a simple and accessible form of Bengali prose, moving away from the highly Sanskritized style prevalent in earlier literature. His writing style in Alaler Gharer Dulal (1857), written under the pseudonym Tekchand Thakur, introduced colloquial language, making literature more relatable to common readers. This innovation helped shape the future of Bengali fiction and prose writing.

Influence on Socially Conscious Literature : Pyarichand Mitra's works set a precedent for literature that combined entertainment with social critique. His satirical and realistic portrayal of contemporary society influenced later writers like Bankim Chandra Chattopadhyay and Rabindranath Tagore, who also used literature as a means of social reflection and reform. His approach encouraged authors to engage with real-world issues through storytelling.

Role in the Growth of Bengali Journalism : As an editor and contributor to newspapers such as Tattwabodhini Patrika and Hindoo Patriot, Mitra

expanded the scope of literary journalism in Bengal. His essays and articles addressed critical issues such as caste discrimination, women's rights, and education, reinforcing the idea that literature and journalism could drive social change.

Expansion of Satirical Writing : His use of satire to expose the hypocrisies of the elite and criticize outdated traditions influenced the development of satirical literature in Bengal. By blending humor with social critique, Mitra's works encouraged a tradition of questioning authority and societal norms through literature.

Long-Term Influence on Bengali Renaissance Literature : Pyarichand Mitra's literary and journalistic efforts contributed to the larger intellectual awakening of the Bengal Renaissance. His themes of modernization, rationalism, and gender equality resonated with the reformist ideals of the time, inspiring future generations of writers and thinkers.

Through his writings, Pyarichand Mitra left a lasting impact on Bengali literature by shaping its language, themes, and role in social reform, ensuring that literature remained a powerful tool for societal transformation.

- **Reformist Activities in the Writings of Pyarichand Mitra**

Pyarichand Mitra was not only a literary figure but also a dedicated social reformer who used his writings to advocate for progressive changes in 19th-century Bengal. His essays, journalistic works, and literary compositions reflect his commitment to social justice and reform. Some of the key reformist activities highlighted in his writings include:

Advocacy for Women's Education : Pyarichand Mitra strongly supported women's education and wrote extensively on the need to educate women for the betterment of society. He criticized traditional norms that confined women to domestic roles and argued that education was essential for their empowerment. His writings in newspapers and periodicals often called for greater access to schools and learning opportunities for women.

Support for Widow Remarriage : During an era when widow remarriage was widely condemned, Mitra's writings advocated for the rights of widows to remarry and lead dignified lives. His essays and journalistic contributions challenged conservative societal views and aligned with reform movements led by figures such as Ishwar Chandra Vidyasagar.

Criticism of the Caste System : Pyarichand Mitra's works often exposed the injustices of the rigid caste system and called for social equality. He highlighted how caste-based discrimination oppressed lower sections of society and restricted social mobility. His journalistic writings promoted the idea of breaking down caste barriers to create a more just and progressive society.

Promotion of Rational Thinking and Modernization : Pyarichand Mitra was a strong advocate of rationalism and scientific thinking. He criticized superstitions and outdated traditions that hindered progress. His writings encouraged people to embrace modern ideas and reforms that aligned with education, science, and economic development.

Use of Journalism as a Tool for Reform : Through his contributions to Tattwabodhini Patrika and Hindoo Patriot, Mitra used the press as a medium

to spread reformist ideas. His articles addressed pressing social issues, promoted discussions on reforms, and challenged the status quo, making journalism an essential part of his activism.

Pyarichand Mitra's writings served as a powerful force for social reform in colonial Bengal. His advocacy for education, widow remarriage, caste equality, and modernization played a crucial role in shaping progressive thought during the Bengal Renaissance. Through literature and journalism, he became a key voice in the movement for social change.

- **Highlight Contemporary Relevance in the Writings of Pyarichand Mitra**

Pyarichand Mitra's writings, though rooted in 19th-century Bengal, continue to hold contemporary significance in today's social and literary landscape. His advocacy for social reform, gender equality, and rational thinking remains relevant in modern discussions on justice, education, and societal progress. Some of the key areas where his ideas still resonate include:

Women's Rights and Education : Pyarichand Mitra strongly advocated for women's education and empowerment, emphasizing its necessity for social progress. In today's world, where gender inequality and educational disparities still exist, his vision aligns with ongoing efforts to ensure equal access to education and opportunities for women. His work reminds us of the importance of challenging outdated gender norms.

Caste and Social Equality : His critiques of the caste system and social discrimination remain pertinent, as issues of caste-based inequality and social exclusion continue in many parts of India. His writings encourage a more inclusive society where people are judged by their abilities rather than birth status, echoing modern social justice movements.

Promotion of Rational Thinking : Pyarichand Mitra's call for rationalism, scientific inquiry, and modernization is highly relevant in today's fight against misinformation, superstitions, and regressive beliefs. His work inspires critical thinking and progressive reforms, particularly in education and public policy.

Literature as a Tool for Social Change : The way Mitra used literature and journalism to promote reform serves as a model for contemporary writers, activists, and journalists who use media to highlight social issues. His approach encourages modern storytellers to engage with social realities and drive meaningful change.

Media and Reform Movements : As a journalist and editor, Mitra understood the power of the press in shaping public opinion. In today's digital age, where social media and journalism continue to influence societal debates, his use of writing as a means of activism remains an important lesson in responsible and impactful communication.

Pyarichand Mitra's legacy continues to inspire contemporary discussions on social reform, equality, and literary activism. His works encourage modern societies to embrace progressive values, use literature as a catalyst for change, and strive for a more just and educated world.

Conclusion / Findings

Pyarichand Mitra was not only a pioneer of modern Bengali prose but also a dedicated social reformer whose writings addressed crucial issues such as women's education, caste discrimination, and widow remarriage. His works provided a critical

lens through which the societal norms of 19th-century Bengal were questioned and reformed. Through his novels, essays, and journalistic contributions, Mitra advocated for gender equality, social justice, and rational thinking, making his literature a significant force for change.One of his most influential contributions was his role in shaping modern Bengali prose. Moving away from the complex, Sanskritized language of earlier literature, Mitra introduced a more accessible and colloquial style that connected with a wider audience. His novel Alaler Gharer Dulal (1857), written under the pseudonym Tekchand Thakur, was instrumental in establishing a new literary tradition that blended realism with social critique. Additionally, his contributions to newspapers like Tattwabodhini Patrika and Hindoo Patriot played a crucial role in developing Bengali journalism, transforming it into a tool for public awareness and activism.Beyond literature, Mitra actively engaged in social reform movements, particularly advocating for women's education and widow remarriage. His writings highlighted the oppressive conditions faced by women and lower-caste individuals, urging for progressive reforms. As a member of Bengal's intellectual and reformist circles, he collaborated with other social reformers to promote rationalist ideas and challenge regressive customs. His use of satire and criticism in his works helped to expose the contradictions within society, making his literature a key part of the Bengal Renaissance. The contemporary relevance of Mitra's ideas is undeniable. His emphasis on education, gender equality, and social justice resonates with modern movements advocating for similar causes. His approach to using literature and journalism as instruments of social change serves as an inspiration for today's writers, journalists, and activists. His critiques of caste discrimination, superstitions, and patriarchal norms continue to provide valuable insights into ongoing social struggles.

In conclusion, Pyarichand Mitra's literary, journalistic, and reformist contributions remain a significant part of India's intellectual history. His writings not only shaped Bengali literature but also played a vital role in promoting progressive social values that continue to influence contemporary thought and activism.

Bibliography :

Bhattacharya, S. (2001). Education in British India: Controversies and Debates. Routledge.

Broomfield, J. H. (1968). Elite Conflict in a Plural Society: Twentieth-Century Bengal. University of California Press.

Chakrabarty, D. (2000). Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton University Press.

Chaudhuri, K. N. (1983). The Bengali Intellectual Tradition and Modern Education. Oxford University Press.

Das, S. K. (1991). A History of Indian Literature, 1800-1910: Western Impact, Indian Response. Sahitya Akademi.

Guha, R. (1983). Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. Duke University Press.

Kopf, D. (1979). The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind. Princeton University

Press.

Mitra, P. C. (1857). Alaler Gharer Dulal. Gopalchandra Publishing House.

Mukherjee, M. (2000). Early Novels in India. Sahitya Akademi.

Nandy, A. (1983). The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self under Colonialism. Oxford University Press.

Palit, C. (2009). Education in Colonial Bengal: 1793-1835. Manohar Publishers.

Ray, S. (2002). Enlightenment and Creativity: Education in the Context of the Bengal Renaissance. Oxford University Press.

Sinha, M. (1995). Colonial Masculinity: The 'Manly Englishman' and the 'Effeminate Bengali' in the Late Nineteenth Century. Manchester University Press.

Sinha, P. (1998). The Changing Face of Bengali Society: From Medieval to Modern Times. Orient Longman.

Som, R. (2017). The Impact of Western Education on Indian Society: A Study in Nineteenth Century Bengal. Sage Publications.

Sudhir, D. (1984). Social Changes in Bengal: A Study in the Growth of Modernisation. Oxford University Press.

Tagore, R. (1917). Nationalism. Macmillan.

Tagore, R. (1994). Selected Writings on Literature and Language. Oxford University Press.

Thompson, E. (1942). Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist. Oxford University Press.

Viswanathan, G. (1989). Masks of Conquest: Literary Study and British Rule in India. Columbia University Press.

Roy, S. (2011). Vernacular Education and Class Formation in 19th Century Colonial Bengal. Cambridge University Press.

Sarkar, S. (1973). The Swadeshi Movement in Bengal, 1903-1908. People's Publishing House.

Sen, A. (2006). The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity. Penguin Books.

Sengupta, N. (1985). Education and Empowerment in Colonial Bengal. Sage Publications.

Singh, K. (1999). The Bengal Renaissance and the Education Reform Movement. Atlantic Publishers.

Sinha, J. (1978). Bengal's Renaissance: Cross-Currents in 19th Century Bengali Culture. University of California Press.

Raychaudhuri, T. (2000). Europe Reconsidered: Perceptions of the West in Nineteenth Century Bengal. Oxford University Press.

Majumdar, R. C. (1978). The History of Bengal: Muslim Period, 1200-1757. University of California Press.

Mani, L. (1998). Contentious Traditions: The Debate on Sati in Colonial India. University of California Press.

Bose, S. (1990). Peasant Labour and Colonial Capital: Rural Bengal Since 1770. Cambridge University Press.

এজাইল শিক্ষণ ও শিখন : শিক্ষায় একটি নুতন ও গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি

ডঃ অরূপ কুণ্ডু*

ভূমিকা :

গতানুগতিক শিক্ষা প্রায়শই একটি অনমনীয় বাঁধাধরা কাঠামো বিশিষ্ট পাঠ পরিকল্পনা অনুসারী পাঠদান যা শিক্ষকরা আগের থেকেই পরিকল্পনা করে থাকেন। শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয়ভাবে তথ্য গ্রহণ করে এবং একটি পাঠের শেষে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। এই গতানুগতিক শিক্ষা মডেল সর্বদা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার গতি, শৈলী বা বাস্তব বিশ্বের সমস্যা সমাধানের দক্ষতার সাথে অভিযোজিত করতে পরে না। এজাইল একটা দর্শন এবং কাজ করার উপায় যা স্বতন্ত্র এবং মিথস্ক্রিয়ার সহিত অর্থবহ শিক্ষা যা সকল স্টেক হোল্ডারের সহযোগিতা ও প্রতিক্রিয়ার সাথে পরিবর্তনের কথা বলে। ইহার উৎস মূলত সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের শিল্প থেকে কিন্তু ইহা শিক্ষা সহ যে কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হতে পারে। এজাইল, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষার্থীদের প্রাসঙ্গিক সমাধান তৈরি ও সরবরাহ করতে সহায়তা করতে পারে যা সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক ও প্রমাণ সাপেক্ষ। এজাইল শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি একটি নমনীয় শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি যা সফটওয়্যার এর বিকাশ করার পদ্ধতি। অর্থাৎ এজাইল পদ্ধতি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রস্তাবিত হয়েছে, শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা, অবিচ্ছিন্ন ফিডব্যাক এবং অভিযোজন যোগ্যতা। এজাইল শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে শিখন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করে, যাতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনী শিক্ষায় ব্যস্ত রাখে এবং বাস্তবিক সময়ে মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষা নির্দেশনাকে বিকশিত হতে দেয়। এজাইল শিক্ষণ ও শিখন এর ভিত্তি নমনীয়তা ও পুনরাবৃত্তি শিখন, এই পদ্ধতি মূলত সফটওয়্যার বিকাশের শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে যা এখন শিক্ষাক্ষেত্রে নমনীয়তা, শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষা পরিবেশন করতে 2001 সালের প্রথম থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে (Beck, K. et al. 2001)। শিক্ষায় নমনীয়তা ও পুনরাবৃত্তি শিখন শুরু হয়েছে 1920 সাল থেকে 1960 সালের প্রথম দিকে; যেমন, জন ডিউই শিক্ষায় অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখন, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, অনুধ্যায় এর কথা বলেছেন (Schutz, 2017)। 1950 সাল থেকে 1960 সালের দিকে নির্মিতিবাদ শিখনের কথা বলেছেন যেখানে অনুসন্ধান ও সহযোগিতার দ্বারা শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজের জ্ঞান নির্মাণ করে (Liu & Chen, 2010)। মারিয়া মন্তেশ্বরী 1907 সালে স্বাতি ও হাতের সঞ্চালনের বা নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে শিখনের কথা বলেছেন (Lillard, nd.)। 1980 থেকে 1990 সাল ব্যবসায় এবং প্রযুক্তিশিল্পে পুনরাবৃত্ত প্রকল্প পরিচালনার পদ্ধতির সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এজাইল বিকাশের পর্যায় নির্ধারণ করে (Atawneh, 2019, Beck, K. et al., 2001)।

* সহকারী অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী, চকবাজার, পিন -712103

শিক্ষা ক্ষেত্রে এজাইল :

2010 সালের প্রথম থেকে শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা এজাইল নীতিকে অভিযোজনের জন্য অভিমুখ করার কারণ ইহা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিখন, পুনরাবৃত্তিমূলক শিক্ষণ চক্র, অবিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া বা ফিডব্যাক-এর উপর জোর দেয়। যা স্বনির্দেশিত শিখন ও দলগত কাজের নমনীয়তা, অভিযোজিত শিখনের দিকে ত্বরান্বিত করে। ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত অভিযোজিত শিখনের অংশ হবে আরো বেশি প্রকল্প ভিত্তিক সহযোগী শিখন মডেলের ব্যবহার হবে ইহা বাস্তব বিশ্ব সমস্যা সমাধানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ এবং সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক ও প্রমাণ সাপেক্ষ হবে।

অনমনীয় পাঠ পরিকল্পনার পরিবর্তে পুনরাবৃত্তিমূলক শিখন : শিক্ষার্থীদের স্তর ও উন্নতির ভিত্তিতে শ্রেণিকক্ষের নির্দেশনাকে অভিযোজন করা।

নিঃসঙ্গ শিখনের পরিবর্তে সহযোগী শিখন : শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে দলগত ভাবে কাজ করে।

উচ্চ অংশীদারদের টাস্কিংয়ের জন্য অবিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়াঃ নিয়মিত পরীক্ষাগুলি গভীর বোঝার বিষয়টিকে নিশ্চিত করে।

শিক্ষার্থীরা নিষ্ক্রিয় শ্রোতার পরিবর্তে শ্রেণিকক্ষের স্বায়ত্তশাসন : শিক্ষার্থী তাদের অগ্রগতির দায়িত্ব তাদের নিজের হাতে রাখে।

এই নিবন্ধটি শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন রূপান্তরকারী পদ্ধতির উপস্থাপনা করে। এজাইলের স্তর গুলিকে শিক্ষণ শিখন অনুসরণে সংহত করে। ইহা আধুনিক শিক্ষার প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে চটজলদি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রাসঙ্গিক ভেবে শুরু হয়েছিল। এই নথিটি উদ্ভাবনী পরিবেশে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের এজাইল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় রুপরেখা দেয়, যা গতিশীল নমনীয় এবং কার্যকর ভাবে শিখন পরিবেশকে উৎসাহিত করার জন্য গতানুগতিক শিক্ষন পদ্ধতির বাইরে বেরিয়ে এসে প্রয়োজনীয় এজাইল দক্ষতার উপর জোর দেয়। শিক্ষাবিদের কাজ হল শিক্ষার্থীদের সহজে বোধগম্যতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে গবেষনা করা ও শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করে এর কার্যকারিতা যাচাই করা। এই কথা ভেবে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতির যেমন ফ্লিপ ক্লাসরুম, তদন্ত ভিত্তিক শিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখন সহ অন্যান্য উদ্ভাবনী অনুশীলনের সাথে সংহতকরণ করা হয়। এমনভাবেই এজাইল শিক্ষণ ও শিখন প্রয়োগ গুলি জানা ও দক্ষতার সহিত শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগের জন্য অভিযোজিত করার লক্ষ্যে একটি প্রয়াস।

এই নিবন্ধটি সামগ্রীক ভাবে একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার বিকশিত দাবির সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এজাইল পদ্ধতিগুলি তাৎপর্য কে বোঝায় এবং এটি সমসাময়িকভাবে চ্যালেঞ্জ গুলি মোকাবিলায় এক ধাপ এগিয়ে শিক্ষামূলক অনুশীলনের প্রতিনিধিত্ব করে।

শিক্ষণ ও শিখনে এজাইল দৃষ্টিভঙ্গি :

শিক্ষার্থীর একাডেমিক পারফরম্যান্স এবং গুণগত শিক্ষার উন্নতির জন্য স্কুল শিক্ষার শ্রেণীকক্ষে গ্রহণের নতুন পদ্ধতি এবং কৌশল প্রবর্তনের পদ্ধতিকে গবেষণায় উদ্বাবনী শিক্ষগত পদ্ধতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বর্তমান প্রযুক্তি চালিত বিশ্বে অভিযোজনের জন্য প্রস্তুত হবে।

পুনরাবৃত্তিমূলক শিখন : শিক্ষনীয় বিষয়বস্তুকে ছোট ছোট পাঠে ভেঙে দেওয়া হয়, শিক্ষার্থীরা পরবর্তী স্তরে এগিয়ে যাওয়ার আগে তাদের বুঝে নেওয়া জিনিস গুলির অনুশীলন করে এবং পরিমার্জন করে।

শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অন্বেষণ : এজাইল শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করা হয়। পের্টান অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করা হয়। সমাধান অন্বেষণ

করতে উৎসাহিত করা। কোন সমস্যার কাছে যাওয়ার একাধিক উপায় সরবরাহ করা, গভীর উপলব্ধির দিকে উন্নীত করা।

দলগত সহযোগিতা ও সহপাঠীদের দ্বারা শিখন : দলগত আলোচনা দীর্ঘ বক্তৃতাকে প্রতিস্থাপন করে। শিক্ষার্থীরা একে অপরের ধারণা গুলি আলোচনা করার সাথে সাথে সহপাঠীদের মধ্যে ধারণা গুলোকে শক্তিশালী করে। সহপাঠীরা সমস্যা সমাধান সেশনে (ছোট মিটিং বা স্ট্যান্ড আপ সভাতে) পর্যালোচনা করে। দৈনিক বা সাপ্তাহিক ছোট মিটিং শিক্ষার্থীদের চ্যালেঞ্জ এবং সমাধানগুলি নিয়ে আলোচনা করার অনুমতি দেয়। দলগত কাজ /আলোচনা শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের কৌশল বিকাশে সাহায্য করে।

অবিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া এবং গঠনমূলক মূল্যায়ন : গতানুগতিক মূল্যায়ন প্রায়শই শিক্ষার্থীদের উন্নতিতে সহায়তা করতে দেরি করে। সেখানে এজাইল শিখন বাস্তবিক সময়ে প্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে দেয়।

আত্মপ্রতিফলন (Self-Reflection) : শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার পরিমাপ বা মানদন্ড ঠিক করার জন্য পাঠদানের শেষে ব্যবহৃত একটি দ্রুত গঠনমূলক মূল্যায়ন কৌশল যাতে শিক্ষকদের আরও নির্দেশনা প্রয়োজন আছে কিনা এমন ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করতে এবং সেই অনুযায়ী তাদের শিখন সামঞ্জস্য করার সুযোগ দেয়।

ক্ষুদ্র ক্যুইজ ও সাথে তাৎক্ষণিক আলোচনা : অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য শিক্ষকদের সাথে একের পর এক আলোচনায় প্রবেশ করা, নিবন্ধন করন করা। শিখন ফাঁকগুলি তাড়াতাড়ি চিহ্নিত করে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়ার আগে নির্দেশাবলী বা প্রতিক্রিয়া দিয়ে ঠিকঠাক ভাবে অভিযোজিত করার সুযোগ করে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে তাদের কাজের উন্নতি করতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানানো।

ব্যক্তিগতকৃত্য এবং অভিযোজিত শিখন পথ :

প্রতিটি শিক্ষার্থীর আলাদা বুদ্ধি ও বোধগম্যতার ভিত্তিতে আলাদা গতিতে শিখছে এজাইল শিখন এর অনুমতি দেয়। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব শিখন লক্ষণ নির্ধারণ করা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ক্রিয়া-কলাপের শিখনের মধ্যে চয়ন করার সুযোগ দেয় যেমন ভিডিও দেখতে শিক্ষা, শিক্ষার্থীর মধ্যে দলগত আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা, প্রকল্পগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে শিক্ষা, যাতে বাস্তববিশ্বের পরিস্থিতি গুলির মাধ্যমে ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। দক্ষতা স্তরের উপর ভিত্তি করে বিষয়বস্তুর সাথে খাপ খাওয়ানো ডিজিটাল সরঞ্জম গুলি ব্যবহার করা। একটি পদ্ধতির পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠ দান করা যাতে সমস্ত পদ্ধতির সাথে খাপ খায়। শিক্ষার্থীদের শিখনের লক্ষ্য নির্ধারণ এবং তাদের অগ্রগতি প্রতিফলন করার অনুমতি প্রদান।

বাস্তব বিষয়ে প্রয়োগ এবং সমস্যা সমাধান : এজাইল শিখন প্রকল্প ভিত্তিক এবং পরীক্ষামূলক শিক্ষাকে উৎসাহিত করে যেখানে শিক্ষার্থীরা বাস্তব বিশ্বের পরিস্থিতিতে ধারণা গুলি প্রয়োগ করে।

গণিত : বাস্তব জীবনের গণিত সমস্যার প্রকল্পের সাথে শিক্ষার্থীদের জড়িত করে। শিক্ষার্থীরা একটা ছোট ব্যবসার বাজেট নকশা করতে বীজগণিত প্রয়োগ করা হবে।

বিজ্ঞান : শিক্ষার্থীদের দল গুলো নগর দূষণের পরিবেশ বান্ধব সমাধান নকশা করে।

ইংরেজী : শিক্ষার্থীরা সহপাঠী এবং শিক্ষকের প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে প্রবন্ধটি পুনরাবৃত্ত ভাবে পরিমার্জন করে।

শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক এবং ব্যবহারিক করে তোলে,

শিক্ষার্থীদের আধুনিক কর্মীর মতো সমালোচনামূলক চিন্তা ভাবনা এবং অভিযোজনযোগ্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ করে।

উন্নয়নশীল এবং উদ্ভাবনী শিক্ষাগত পদ্ধতি:

সময়ের প্রয়োজন হল শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশের উপর মনোযোগ দেওয়া যাতে তারা সৃজনশীল এবং সমালোচনামূলক চিন্তাবিদ হয় এবং এই ক্ষেত্রে শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে আনন্দময় শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে এবং অর্থপূর্ণ শিক্ষার উপর মনোযোগ দিতে হবে। এজাইল শিক্ষা হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগতভাবে কাজ করার মাধ্যমে এবং তাদের নিজস্ব গতিতে শেখার মাধ্যমে একটি শক্তিশালী দায়িত্ববোধ তৈরির একটি উপায়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা :

প্রচলিত পাঠদান এখনও শ্রেণীকক্ষে ফরোয়ার্ড করা হয় এবং এটি সমস্ত শিক্ষার্থীকে তথ্য এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে না। শিক্ষকরা সাধারণত প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করেন কারণ এটি সুবিধাজনক এবং ক্লাসের আগে কম পরিকল্পনা এবং চিন্তাভাবনার প্রয়োজন হয়। কিছু ছাত্র আছে যারা দুর্বল এবং সহযোগিতার প্রয়োজন এবং একটি সহযোগিতামূলক সেটআপে রাখা হলে ভালো করে। বিভিন্ন শেখার শৈলী এবং প্রয়োজনের একীকরণের সাথে সহযোগিতায় টিম ওয়ার্কের সময়, সমস্ত সদস্য নির্ধারিত কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য তাদের শক্তি একত্রিত করে।

শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের মধ্যে সর্বোত্তম অনুশীলনের জন্য প্রবর্তিত কৌশলগুলি চিহ্নিত করা :

প্রযুক্তির একীকরণের মাধ্যমে এজাইল পাঠ্যক্রমের সর্বোত্তম অনুশীলন প্রতিফলিত হবে। এজাইল শিক্ষণ বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়কেই সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ এবং "ডিজিটাল দক্ষতা"-তে একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ফলস্বরূপ, শিক্ষকদের ডিজিটালভাবে দক্ষ হতে হবে যাতে তারা পাঠ্যক্রমের মধ্যে প্রযুক্তি ডিজাইন এবং অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এবং ডিজিটাল সামগ্রী ব্যবহারের প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের গাইড করতে সক্ষম হয়।

পরিবর্তনশীল সমাজ এবং SDG (Sustainable Development Goals 17) চাহিদার প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল একটি শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখা :

এজাইল শিক্ষার লক্ষ্য SDG 4 এবং SDG 5 পূরণ করার জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে মানসম্মত শিক্ষার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়। NEP 2020 দ্বারা এটি স্বীকার করা হয়েছে যে গণিত এবং গণিতের চিন্তাভাবনা, বিকশিত ভারত এর ভবিষ্যত গঠনে এবং দেশের নেতৃত্বে উদ্ভাবনী এবং ক্রমবর্ধমান শিল্প এবং পেশার একটি পরিসরে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে যাতে উন্নত বিশ্লেষণ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

এজাইল শিক্ষন ও শিখনের সুবিধা :

শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়ায়:

সক্রিয় অংশগ্রহণ শিক্ষাকে উপভোগযোগ্য করে তোলে।

সমস্ত শিখন কৌশল বা শৈলী সমর্থন : ব্যক্তিগতকৃত শিখন উপায় গুলি প্রতিকূল অবস্থায় পড়া বা পিছিয়ে পড়া এবং উন্নত উভয়ই শিক্ষার্থীদের সহায়তা করে।

ক্রমবিকাশের মানসিকতাকে উৎসাহিত কর : ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার বা পেশার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করে।

শিক্ষকের কাজের চাপ হ্রাস করে :

অবিচ্ছিন্ন ফিডব্যাক শেষ মুহূর্তের নিঃশেষিত এবং বার্নআউট কে বাধা দেয়।

এটি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করে, শিক্ষার্থীদের তাদের আগ্রহ, চাহিদা এবং লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তাদের শেখার পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ দেয়।

এটি শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসন, দক্ষতা এবং উদ্দেশ্য প্রদান করে এবং শেখাকে মজাদার এবং অর্থবহ করে তোলে, শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা এবং প্রেরণা বৃদ্ধি করে।

এটি শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও মানসিক দক্ষতা যেমন আত্মসচেতনতা, স্ব-ব্যবস্থাপনা, সামাজিক সচেতনতা, সম্পর্ক দক্ষতা এবং দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিকাশের মাধ্যমে তাদের কর্মক্ষমতা এবং সুস্থতা উন্নত করে।

এটি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করে, একবিংশ শতাব্দীর জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং দক্ষতা দিয়ে সজ্জিত করে, যেমন সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধান, যোগাযোগ সহযোগিতা এবং নেতৃত্ব।

এটি শিক্ষকদের কাজের চাপ এবং মানসিক চাপ কমায়, তাদের প্রভাষক, ব্যবস্থাপক এবং মূল্যায়নকারীর পরিবর্তে সুবিধাদাতা, প্রশিক্ষক এবং পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করে।

এটি শিক্ষকদের সন্তুষ্টি এবং প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি করে, তাদের ছাত্র সহকর্মী এবং অংশীদারদের কাছ থেকে এবং তাদের সাথে শিখতে সক্ষম করে এবং তাদের পেশাদার উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনের সুযোগ প্রদান করে।

এজাইল শিক্ষণ এবং শিখনের শিক্ষাগত তাৎপর্য :

এজাইল লার্নিং সকল ধরণের শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যায়সঙ্গত সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষার উন্নতির জন্য সম্পদের সামগ্রিক ব্যবহার করবে, যা NEP 2020 এবং SDG 4 & 17 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই ভারতকে একটি উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এখনই স্কুল পর্যায়ে এজাইল পাঠ্যক্রম বাস্তবায়ন করার কথা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

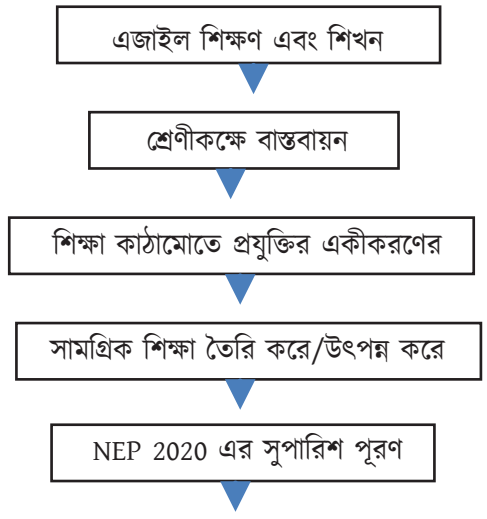

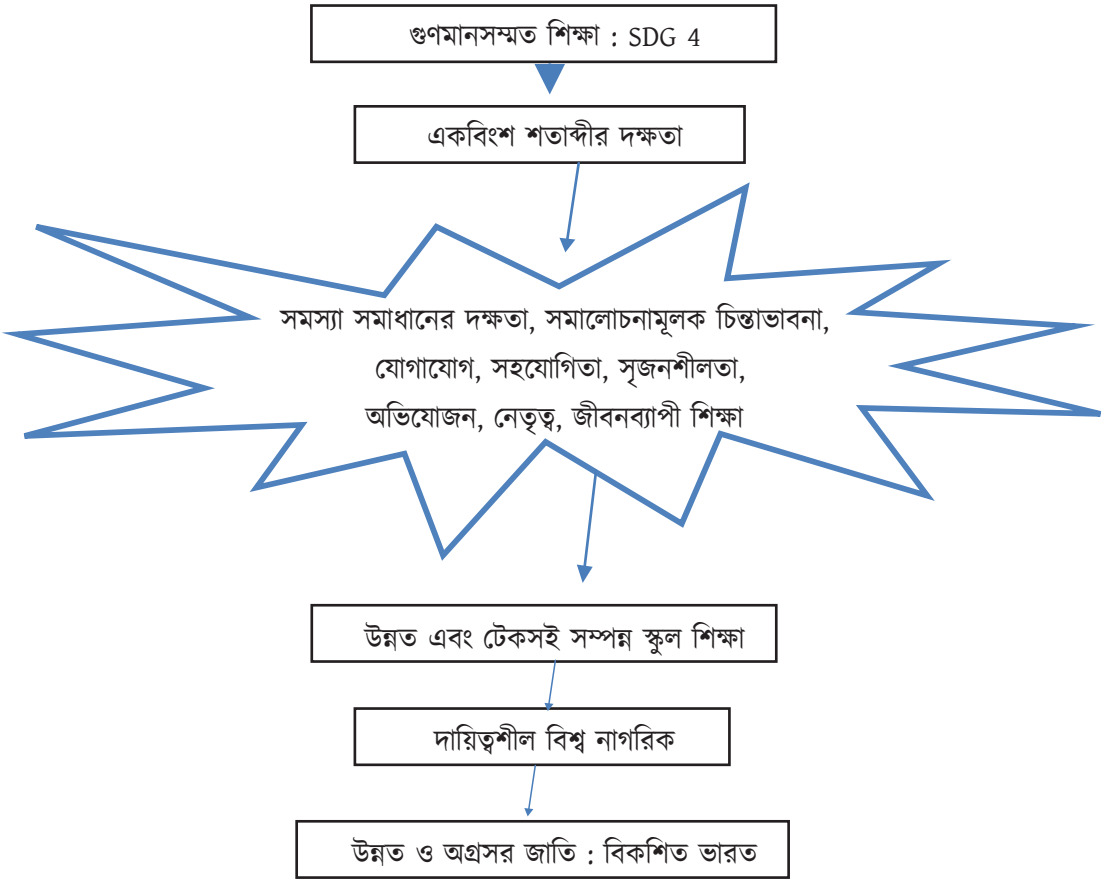

উপসংহার :

এজাইল শিক্ষন এবং শিখন প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষার্থী চালিত এবং অভিযোজন করে শিক্ষাকে আরো রূপান্তরিত করেছে। নির্দিষ্ট পাঠ পরিকল্পনা অনুসরণ না করে, শিক্ষকরা সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। শিক্ষার্থীদের পুনরাবৃত্তি সহযোগিতা এবং বাস্তব বিশ্বের প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব শিক্ষার যাত্রা নেভিগেট করতে সহায়তা করে। একটি দেশের এগিয়ে যাওয়ার নৈপথ্যে শিক্ষাব্যবস্থা সেই দেশের উন্নয়নের অন্যতম মূল ভিত্তি। তাই গুণমাণ সম্মত পাঠক্রম গুণমান সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমাদের দেশের ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব হবে। এজাইল শিক্ষণ শিখন সমস্ত ছাত্রদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার প্রচার করে, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা দেয়, শিক্ষকের কার্যকরীতা বাড়ায়, আজীবন শেখার জন্য প্রস্তুত করে, 21 শতকের প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ গুলির জন্য তাদের সজ্জিত করে, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা উন্নত করে এবং একটি উদ্যোক্তা মানসিকতা গড়ে তোলে, যা শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক উন্নয়ন করে।

পৃথিবী যেমন বিকশিত হয়, শিক্ষাকেও অবশ্যই সাথে বিকশিত হতে হবে। এজাইল শিখন শিক্ষার্থীদের চিরকালীন পরিবর্তিত ভবিষ্যতের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় নমনীয়তা এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে।

তথ্যসূত্র (Bibliography) :

Agile in the Classroom | Center for Teaching Excellence -Miami University, David M. Hart, Miami University, 2012

The 4 Pillars of Agile in Education - Kanban Zone Blog, Kanban Zone, Kanban Zone, October 29, 2020

Agile Development in Higher Education: A Process for Learning and Optimizing, Michael B. Horn, EDUCAUSE Review, Volume 54, Number 6, November/December2019, pp. 38-49

How Agile Methodologies Can Transform Education in India, Anil Swarup, Times of India, January 10, 2021

How Agility in the Classroom Empowers Students and Educators, Scrum . Org, November 19, 2020

How to Teach Social-Emotional Learning When Students Aren't in School, Edutopia, April 16, 2020

Lang, G. (2017). Agile Learning: Sprinting Through the Semester, Information Systems Education Journal (ISEDJ). 15(3), 1-21.

Anand, R., & Dinakaran, M. (2016). Popular Agile Methods in Software Development: Review and Analysis. International Journal of Applied Engineering Research, 11(5), 3433-3437.

Beck, K. et al. (2001). Agile Manifesto for Software Development. Retrieved 5/18/2016 from http://agilemanifesto.org

Bustard, D., & Keenan, F. (2009). Soft Systems Methodology: An Aid to Agile Development. In Barry, C., Conboy, K., Lang, M., Wojtkowski, G., Wojtkowski, W. (Eds.), Information Systems Development: Challenges in Practice, Theory, and Education, New York: Springer, 25-38.

Agile in Education: A New Way of Teaching and Learning for the 21st Century https://www.linkedin.com/pulse/agile-education-new-way-teaching-learning-21st-kumar-gaurab-bzeoc/

Schutz, A. (2017). Between Games and Play:John Dewey and the Child Centered Pedagogues, Philosophy of Education 2017, Urbana, Illinois,

Liu C. C. & Chen, I (2010). Evolution of Constructivism, Contemporary Issues In Education Research, 3(4).

Lillard, A.S. (nd.), Playful Learning and Montessori Education, American Journal of Play, 5(2), The Strong, Contact Angeline S. Lillard at aslzh@virginia.edu

Atawneh, S. (2019). The Analysis of Current state of Agile software development, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, 97(22), 3197-3208.

বাঙালির আড্ডা বনাম মগজে কারফিউ
(Brain rot − Oxford word of the year, 2024)

ডঃ বৈশালী বসু (রায় চৌধুরী)*

৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেন, ২০ নম্বর বাড়ির চাটুজ্জেদের রোয়াক দু জায়গাতেই বসতো জমজমাট আড্ডা, যার মধ্যমণি ঘনাদা, টেনিদা – কাল্পনিক চরিত্র হলেও যারা আমাদের মনের বড্ডো কাছাকাছি। আর সত্যিকারের আড্ডার কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনে করে নেওয়া যাক কিছু বিখ্যাত আড্ডার কথা। -

- ননসেন্স ক্লাব এবং মণ্ডা ক্লাব – বাংলা সাহিত্যে ননসেন্স পদ্য সার্থকনামা হয়েছিল যে মানুষটির হাত ধরে, বলা বাহুল্য সেই সুকুমার রায়ই ছিলেন ননসেন্স ক্লাবের স্রষ্টা। ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে আত্মীয় – বন্ধুদের নিয়ে জমজমাট ছিল এই আড্ডা। এরপর সুকুমার বিলেত চলে যান। ফিরে এসে শুরু করেন মণ্ডা ক্লাব, আসলে যা MONDAY CLUB – আড্ডা বসতো প্রতি সোমবার, থাকতো প্রচুর খাবারদাবারের আয়োজন, তাই সুকুমারের স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসে সিক্ত হয়ে MONDAY পরিচিত হয় মণ্ডা নামে। আড্ডায় আসতেন রায় পরিবারের মানুষরা, সেই সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুলপ্রসাদ সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশরা।
- বঙ্গীয় কলা সংসদের আড্ডা – অবনীন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় বসা এই আড্ডায় আসতেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।
- কবিতা ভবনের আড্ডা – ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ঠিকানার 'কবিতা ভবন' থেকে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় বাঙলা কবিতার অন্যতম সেরা পত্রিকা ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকা। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কবিতা ভবনে নিয়মিত আড্ডা হত। উপস্থিত থাকতেন বাংলা সাহিত্যের সেই সময়কার দিকপাল সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখ।
- দক্ষিণ কলকাতার প্যারাডাইস ক্যাফের আড্ডা – মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, সলিল চৌধুরী, হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, তাপস সেন, বিজন ভট্টাচার্য, বংশী চন্দ্রগুপ্তদের এই আড্ডায় থাকতো নাটক – চলচ্চিত্রের প্রাজ্ঞ এবং সরস কথোপকথন।
- চৌরঙ্গীর কফিহাউসের আড্ডা – সত্যজিত রায়, কমলকুমার মজুমদার, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্তদের বৌদ্ধিক আড্ডা চৌরঙ্গীর কফিহাউসকে দিয়েছিল 'হাউস অফ লর্ডস'-এর তকমা।
- টালিগঞ্জ ট্রাম গুমটির পাশের ফুটপাথের ছোট্ট চায়ের দোকানের আড্ডা জমে উঠত পরের প্রজন্মের চলচ্চিত্রকারদের নিয়ে, যার অংশীদার ছিলেন গৌতম ঘোষ, রাজা মিত্র, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তরা।
- বিশপ লেফ্রয় রোডে সত্যজিতের বাড়ির

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী, চকবাজার, পিন -712103

আড্ডা – এই আড্ডায় প্রায় নিয়মিত উপস্থিতি ছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বরুণ চন্দ, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে প্রমুখের।

- বুধ সন্ধ্যা – সাগরময় ঘোষ, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়দের যৌথ উদ্যোগে সুবোধ সরকার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, জয় গোস্বামী, আবুল বাশার, তারাপদ রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দাক্রান্তা সেন এবং সাহিত্য – সংস্কৃতি জগতের আরও নানা গুণীজনদের যোগদান বাংলাকে দিয়েছিল মেধা- মননে সমৃদ্ধ এক আড্ডা তথা আলোচনার পরিসর।
- এবং, কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের আড্ডা - চৌরঙ্গীর কফিহাউস যেমন লোকমুখে 'হাউস অফ লর্ডস' নামে পরিচিত ছিল, ঠিক তেমনই কলেজ স্ট্রিট কফিহাউস চিরকাল 'হাউস অফ কমন্স'। পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অরণি বসু, অমিতাভ গুপ্ত, তুষার চৌধুরী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কবিতা সিংহর মতোই এখানে আড্ডায় যোগ দিতেন ওপার বাংলার আল মাহমুদ, বেলাল চৌধুরী, আবদুল গফফর চৌধুরীরা। কফির পেয়ালায় তুফান তুলে বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে আড্ডা, আলোচনা, যুক্তি-তক্ক-গপ্পো, বাকবিতণ্ডা আর বন্ধুতার ঘ্রাণ মিশে আছে এই কফিহাউসের বিখ্যাত এবং অখ্যাতদের স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যতে।

পাড়ার রক, বাড়ির দালান এখন অবলুপ্তপ্রায়। যৌবনের কলকাতায় কফিহাউসে আড্ডা দেওয়া মানুষরা এখন হয়তো মিলিত হন ক্যাফে অথবা শপিং মলের ফুডকোর্টের পরিশীলিত ঘেরাটোপে। জীবন চলিয়া গেছে কুড়ি কুড়ি বছরের পার। ১৯৭৬ সালে গৌতম চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন – "পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে/ স্যাটেলাইট আর কেবলের হাতে/ ড্রয়িংরুমে রাখা বোকা বাক্সতে বন্দী" – এখন মানুষের মন, চোখ, সময়, বোধ বন্দী হয়ে গেছে হাতের মুঠোফোনে। আমরা এখন চিঠি লিখি না - 'টেক্সট' করি', আড্ডায় বসে অন্য মানুষের চোখে চোখ রাখিনা, মন পড়ি না – চোখ মন সবই নিবদ্ধ থাকে মুঠোফোনের পর্দায়। আর ঠিক সেইজন্যই – Oxford word of the year, 2024-এর নির্বাচিত শব্দ 'Brain Rot' – বাংলায় বললে মস্তিষ্কের অবক্ষয়।

Brain Rot – ইতিহাস এবং বর্তমান

শুনতে অবাক লাগবে যে Oxford word of the year, 2024 হলেও এই শব্দবন্ধটি ১৮৫৪ সালে Henry David Thoreau তাঁর লেখা বই Walden – এ ব্যবহার করেন মানসিক এবং বৌদ্ধিক অবক্ষয় বোঝাতে। তাহলে ১৭০ বছর পরে কী এমন ঘটলো যে এই শব্দবন্ধটি হয়ে উঠলো word of the year! উঠলো এই কারণেই যে বিগত কয়েক বছরে আমাদের মন-বুদ্ধি-মেধাকে গ্রাস করে নিয়েছে তাৎক্ষনিক অনলাইন কন্টেন্ট।

মস্তিষ্কে অবক্ষয়, পচন অথবা মগজে কারফিউ – যে নামেই ডাকি না কেন, মূল বিষয়টি হচ্ছে মানবমন ও শরীরের ওপর প্রযুক্তির নেতিবাচক প্রভাব।

Brain Rot–এর সম্ভাব্য কারণ :

- সংক্রমণ : শারীরিক ভাবে মেনিনজাইটিস, এনসেফালাইটিস, মস্তিষ্কে কোন ধরণের গ্রোথ মস্তিষ্কের ক্ষয় ঘটায় ।
- স্নায়ুঘটিত অসুখ : অনেক ধরণের স্নায়ুঘটিত অসুখ মস্তিষ্কের কোষগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার ফলে ঘটে বৌদ্ধিক অবক্ষয়।
- নেশার জিনিস ব্যবহার করা : দীর্ঘদিন ধরে নেশার জিনিস ব্যবহার করলে স্মৃতিশক্তি, মনোযোগের ক্ষমতা, পেশীচালনের ক্ষমতা কমতে থাকে।

- মাথায় আঘাত : মাথায় গুরুতর আঘাত মস্তিষ্কের ক্ষয় এবং বৌদ্ধিক অক্ষমতা নিয়ে আসে।
- দুর্বল রক্ত সঞ্চালন : মস্তিষ্কে দুর্বলভাবে রক্ত সঞ্চালিত হলে মস্তিষ্কের কোষগুলির মৃত্যু ঘটতে পারে, যার ফলে বৌদ্ধিক অক্ষমতা থেকে ব্রেন ডেথও ঘটতে পারে।

মনে হতেই পারে এগুলি তো সম্পূর্ণভাবেই শারীরিক কারণ – এর সঙ্গে প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহারের সম্পর্ক কী? সম্পর্ক সেখানেই, যেখান থেকে প্রারম্ভিক উল্লেখের ১৭০ বছর পরে এটি word of the year হয়ে উঠেছে। ওপরের কারণগুলির সঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে মস্তিষ্কের অবক্ষয়ের নিম্নলিখিত কারণও যুক্ত হয়েছে –

- মানসিক স্থবিরতা : নিম্নমানের ডিজিটাল কন্টেন্ট যা দেখার জন্য কোনরকম গভীর বোধ নিষ্প্রয়োজন, সেগুলি ক্লান্তিহীনভাবে বারবার দেখার কারণে আসে মানসিক স্থবিরতা – যা মস্তিষ্কের ক্ষয় ঘটায়।
- বৌদ্ধিক ক্ষমতার ব্যবহার হ্রাস : ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারে তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া তথ্য অথবা বিনোদন কমিয়ে আনে পড়া – লেখা- জানা- সমস্যার সমাধান অন্বেষণ- সৃজনশীলতার বৌদ্ধিক প্রয়াস।
- নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে মনঃসংযোগ করতে না পারা।
- অতিরিক্ত উদ্দীপক ব্যবহারঃ - বর্ণময় কন্টেন্ট, উত্তেজক বিষয়বস্তু, বারবার নোটিফিকেশন আসা এবং তৎক্ষণাৎ সেটি দেখে নেওয়ার প্রবণতা ক্লান্ত করে তোলে শরীর এবং মগজ উভয়কেই।
- বাস্তব থেকে পলায়নী প্রবৃত্তি এবং প্রত্যাহারের মানসিকতা : বাস্তব জীবনে কাজ এবং সম্পর্কের মধ্যে অর্থপূর্ণ সাযুজ্য রাখার প্রাত্যহিক প্রয়াস থেকে সহজ মুক্তির পথ দেখায় ডিজিটাল যাপন, যা সাময়িকভাবে স্ট্রেস রিলিজের পদ্ধতি মনে হলেও প্রকৃত অর্থে সেটি মানসিক নিশ্চলতা।
- Blue light exposure : স্ক্রীন থেকে বেরনো Blue light ব্যাঘাত ঘটায় ঘুমেও।
- মনোযোগের ক্ষমতা হ্রাস : রিলস, শর্টস – বর্তমান প্রজন্মের প্রতিদিনের যাপনে মিশে গেছে। এগুলির দর্শক শুধু নব্য প্রজন্ম ভাবলে ভুল হবে, কোভিড পরবর্তী কালে মুঠোফোনের অনলাইন দুনিয়ার বাসিন্দা সব প্রজন্মের মানুষই। মনোযোগের পরিসর ছোট হয়ে আসে, ঘটে চিত্তবিক্ষেপ- যার অবশ্যম্ভাবী ফল সেই brain rot।

Brain rot প্রতিহত করার উপায় :

আমরা জানি আমাদের শরীর-মন-প্রক্ষোভ সবকিছুর পরিচালক আমাদের মস্তিষ্ক, সুতরাং সেটাতে মরচে ধরতে দিলে তো চলবে না। তাই সমাধানের উপায় খুঁজতে হবে, আর খোঁজার জন্য ভাবা প্র্যাকটিস করতে হবে।

প্রথমে খোঁজা যাক বাহ্যিক এবং গতানুগতিক **সমাধানের পথ-**

- ব্যায়াম, পরিমিত এবং সুষম খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত ঘুম – এই সবই শরীর, মন, মস্তিষ্ক সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজন।
- যে কোন ধরণের মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা কমাতে হবে, সবথেকে ভালো যদি এই অভ্যাস পরিত্যাগ করা যায়।
- মাথায় যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে এরকম পুরনো

এবং দীর্ঘস্থায়ী অসুখের যথাযথ চিকিৎসা করাতে হবে।

- মস্তিষ্ককে সচল রাখতে হবে, প্রয়োজনে বিভিন্ন মাইন্ড গেম খেলা যেতে পারে।
- স্নায়ুর রোগ প্রতিরোধ করার জন্য নিয়মিত হেলথ চেক-আপ করাতে হবে।

আর যদি মাত্রাতিরিক্ত অনলাইন সময় কাটানোর ফলে মগজে কারফিউ দেখা যায়, তা প্রতিরোধের উপায়ও তো খুঁজতে হবে। সেই উপায়গুলি হতে পারে নিম্নরূপ –

- বর্তমান সময়ে "জানলার বাইরে আকাশটাকে দেখো, টি ভি (পড়ুন ফোন, ল্যাপটপ) দেখো না" বললে শুধু পিছিয়েই পড়তে হবে। দরকার বাস্তব সময় আর ভার্চুয়াল সময়ের মধ্যে ভারসাম্য রাখা, ভার্চুয়াল জগতে থাকার সময় নির্দিষ্ট করে নেওয়া।
- সমাজ – মাধ্যম ব্যবহারকারীরা বারবার নোটিফিকেশন পেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন এবং তৎক্ষণাৎ সেটি/সেগুলি দেখে নিতে উন্মুখ হয়ে থাকেন। এর থেকে মুক্তির উপায় খুব প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলি ছাড়া নোটিফিকেশন অফ করে রাখা।
- যে অনলাইন কন্টেন্ট আমাদের বিব্রত করে, বিরক্ত করে, রাগিয়ে দেয়, মানসিকভাবে পীড়িত করে সেগুলি এড়িয়ে চলুন।
- ঘুমের আগে ভার্চুয়াল জগতে নয়, নিজেকে সুস্থ বাস্তবে নিয়ে আসুন। ছোটবেলার মতো বই হাতে নিয়ে ঘুমোতে যান। বিশ্বাস করুন, এখন বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে কেউ বকবে না, বরং নিজেকে উপহার দিতে পারবেন একটি শান্তির ঘুম।
- পরিবারের সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে, স্বজনদের সঙ্গে সুন্দর করে সময় কাটান, নিজের কথা বলুন, অন্যের কথা শুনুন।
- মাঝেমাঝে ফ্রি টেকস্টের প্রলোভন থেকে বেরিয়ে এসে ফোন করুন, অপরপ্রান্তের মানুষটিকে স্বর দিয়ে ছোঁয়ার চেষ্টা করুন।
- এবং পুরনো সময়ের মতো আড্ডা মারুন, সমবয়সী আর অ – সমবয়সীদের সঙ্গেও। সারাটা রাস্তায় হাত ধরা থাক কিছু বন্ধুর, যাদের অস্তিত্বকে ভার্চুয়াল জগতে খুঁজতে যাবেন না – কারণ তারা আপনার আশেপাশেই আছে, খুঁজে নিন তাদের।

অক্সফোর্ড অভিধানে যদি brain rot থাকে, আমাদের বাঙালিদের অভিধানেও তো আড্ডা নামক শব্দটি আছে, আছে বন্ধু, স্বজন-এর মতো শব্দ। আমাদের মননে মিশে আছে শব্দত্রয়ী – 'ঈশ্বর – পৃথিবী – ভালোবাসা' – অ-বাস্তব, কৃত্রিম দুনিয়ার সাধ্য কী আমাদের মগজকে পচনশীল করে তোলে। আমাদের তো আপ্তবাক্য দিয়ে গেছেন এই সময়ের মনের কবি –

পৃথিবী হয়তো বেঁচে আছে
পৃথিবী হয়তো গেছে মরে
আমাদের কথা কে-বা জানে
আমরা ফিরেছি দোরে দোরে।
কিছুই কোথাও যদি নেই
তবু তো কজন আছি বাকি
আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।

আয়, আরও বেঁধে বেঁধে থাকি -শঙ্খ ঘোষ

তথ্যসূত্র (ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০২৫ সময়কালে দৃষ্ট)

https://corp.oup.com/news/brain-rot-named-oxford-word-of-the-year-2024/
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2025/jan/29/all-in-the-mind-the-surprising-truth-about-brain-rot
https://www.newportinstitute.com/resources/co-occurring-disorders/brain-rot/
https://www.edsurge.com/news/2025-01-16-why-brain-rot-can-hurt-learning-and-how-one-district-is-kicking-it-out-of-school
https://www.health.com/habits-to-prevent-brain-rot-8766150

The Significance of Vedic Legend

Dr. Sanjiban Sengupta*

Abstract :

Legends and legendary tales play a formidable role in the Vedic literature. The Vedic legends are the Vehicles of mystic significances of human life. They seem to be the living symbols to the posterity. They may as well be called the first systematic accounts of creative self-expression. They appear as a root of the later strong intellectual development in a psychic and spiritual mentality. During the description of the details of the sacrificial oblations these legends and legendary tales have been spouted as an effective medium with much literary flavour out and out. When the legends have been spouted through the hands of the Vedic and post Vedic literatures a gradual evolution has been taken place. However, they may not claim aesthetic quality with literary perfection of the present; but, they appear to be the pillars of the early life of the ancient Aryans.

Key words : Rishi, Manifestation, Theological, Sacrificial, Ethical, Cosmological, Metaphysical, Illuminative, Samhita, Namuchi, Hobih, Esoteric thunder, Asuric incarnation, civilization, Culture, Wisdom, Spirit, Namuchi, Sorcerer-demon, Vritra, Righteousness, Immortality.

Introduction:

The Veda speaks for the eternal truth at the dawn of human civilization. It aims at attaining the higher power, which the sages speak unhesitatingly[1]. It is a sacred sublime poetry, reflected through the words and images, which has been revealed by the sages. Besides this, we find the legends in the Vedic literature for the justification of the elaborate sacrificial complexities as the mirror of the life and manhood of the time. Six major kinds of legends have been seen in the Vedic and post Vedic literatures, viz, (1) Theological: stories about gods, their origin, nature, activities, (2) Sacrificial: ritual acts, (3) Social and Ethical: justification for social customs and practices (4) Cosmological: origin of the universe with ancillary creations (5) Natural: elements of nature (6) Metaphysical: ideal relationship between the man and the universe.

Legends and legendary tales play an important role in the Vedic literature for speaking the truths through their delineation. In course of telling the details of the sacrificial rites, the legends play as a very effective medium. They show a gentle

[1] Rik Samhita.I.164.46 (एकंसद्विप्राबहुधावदन्ति)

* Associate Professor in Sanskrit, Govt. Training College, Hooghly

relief amongst the dry and insipid flavour of the hectic and monotonous performances during the sacrificial oblation. It is a fact that these legends have highlighted a new dimension in the history of the legendary tales and its development. They also play a formidable role in the development of the legendary tales even in the ages of the Purans and Epics.

The legend of Namuchi :

The Vedic legends are the Vehicles of mystic significances of human life. They seem to be the living symbols to the posterity. Such symbols again act as standard-bearers of greater realities of life. It is really interesting to note that the creative intuition and illuminative imagination of the Vedic seers have been aptly transmuted into intellectual endeavour of the successive Indian literatures. It Has Been cited here as an example of the development of the Vedic idea and image through the legend of Namuchi. Here, we find a struggle between the divine light and the dark-force in the inner and outer life of a human warrior - the leading motive of Indian life. The legend of Namuchi clearly suggests a journey from mortality to immortality. Here Indra is none but the inward divine power with the corresponding state and energy, born in the psychic being. Indra appears as the godhead of the divine mind.

We find some glimpses of the legend of Namuchi in the ancient monuments of Indian literature; Namuchi has a tyranic character whom Indra puts to death by the foam of the sea-water[2]. Here, Rig Veda[3] shows how remotest and widely separated Namuchi, the sorcerer-demon is ruined by the Thunder. In the Samhitas Namuchi stands as a demon, an instrument of oppression and is beheaded and put to death by Indra. Indra here signifies the divine power; so to say, the latent light of our being which alone can remove the obscure demoniacal force of our being.

This legend has as well been depicted in Vajasaneyi Samhita. Here the twin Aswins and Saraswati with their supreme intelligence dispossess Namuchi of Hobih, power and wealth and the situation helps Indra and offers him the opportunity as well as the strength to kill Namuchi easily. Here, the commentator, Mahidhar refers Namuchi in the form of a dark cloud[4].

In Satapatha Brahmana we come across the same narrative as follows:

Once Namuchi snatched away all the sense-organs, the essence of the soma-juice of Indra. Soon after Indra went to Aswins and Saraswati and declared solemnly that he would not kill Namuchi either at daytime or at night by his teeth, bow and arrow, slap, fist, any dry or

[2]अपांफेनेननमुचेः शिरइन्द्रोदवर्तयः।विश्वायदजयः स्पृधः॥ (Rig Veda VIII.14.13)
अपांफेनेननमुचेःशिरइन्द्रोदवर्तयः।विश्वायदजयःस्पृधः॥ (Atharva Veda. XX.29.13),
विषूमृधोजनुषादानमिन्वन्नहन्गवामघवन्त्संचकानः।अत्रादासस्यनमुचेःशिरोयदवर्तयोमनवेगातुमिच्छन्॥(Rig Veda.V.30.7-8);
प्रश्येनोनमदिरमंशुमस्मैशिरोदासस्यनमुचेर्मथायन्।प्रावन्नमींसाप्यंससन्तंपृणग्रायासमिषासंस्वस्ति॥ (Rig Veda. VI.20.6)
[3]युधायुधमुपघेदेषिधृष्णुयापुरापुरंसमिदंहंस्योजसा।नम्यायदिन्द्रसख्यापरावतिनिबर्हयोनमुचिंनाममायिनम्॥ (Rig Veda I.53.7)
[4]Vajasaneyi Samhita XX.59.76

 ❖ ISBN NO : 978-81-969989-7-4

moist weapon. After giving a patient hearing to Indra, Saraswati and the Aswins made a unique weapon of thunder out of the foam of surface water and thus helped Indra to demolish the demon, Namuchi forever.

Tanda-Maha Brahmana[5] helps us to know that Indra and Namuchi both resolve not to strike each other with any dry or moist weapon at day time or at night. But finally Indra is capable of defeating and beheading him with the thunder made of foam before the advent of the sun. In Taittiriya Brahamana the content of the legend has been mentioned almost entirely.

The Epic Ramayana[6] presents the legend to the effect that Vishnu is instrumental in subduing as well as killing Namuchi. Here we are given to know that as desired by all the gods Vishnu has slain all the demons and Namuchi is one of them.

In the Mahabharata[7] in course of a conversation Viasampayana tells Janamejaya that being terrorized by Indra Niamuchi embraces the flame of the sun. Indra then declares that he would not strike him with any weapon dry or moist whether at day or at night. But Indra does not spare Nanuchi and puts him to death forthwith in the earliest opportunity. Again, in the Adiparvan of the Mahabharata[8] Namuchi has been introduced as the son of Danu. In Udyoga Parvan[9] also we find similar episode of the slaying of Vritra. In Santiparvan[10] Namuchi hurls at Indra a number of substantial advices. It occurs to us that Vritra or Namuchi represents a dark or asuric-force that prevails upon man and always goads him to mischievous action and there is equally a striking urge in him for exceeding himself by the conquest of the divinity latent in him.

Devi Bhagavat[11] holds the same view in this respect. In Devi Bhagavat, Devi herself helps Indra in creating thunder out of foam for the destruction of Namuchi, portrayed as Vritra. 0f course, Vamana Purana differs in recasting the story. Here, being dreaded with the wrath of Vishnu, Danu's youngest son Namuchi slinks into the chariot of the sun. Subsequently, Namuchi is blessed by Vishnu with the boon of immortality. Being elated unperturbed Namuchi sets out for the underworld and goes through the sea-foams. As soon as he does so Indra turns the sea-foam to invisible with esoteric thunder and causes the total destruction of the Asuric incarnation of Namuchi. Dyadvid aptly observes that if man contravenes righteousness even the straw or foam causes the thunderous blast for its destruction.

Conclusion :

The legends contain psychological and spiritual seeds of Indian civilization and culture. They may as well be called the first systematic accounts of creative self-expression. They appear as a root

[5]Tanda-MahaBrahmana.12/6/8

[6]Ramayana.Uttarkanda-6.Sarga.31-34

[7]Mahabharata: Salya Parvan: 43/31-82; 44-45

[8]Mahabharata: Adi Parvan: 65/21-22

[9]Mahabharata: Udyoga Parvan: x

[10]Mahabharata: Santi Parvan: 233/2

[11]Devi Bhagavat.6.4.8; Devi Bhāgavat.3.4.33-34; Devi Bhagavat.6.4.33-34, Devi Bhagavat.49-53, Devi Bhagavat.56-59, 67

of the later strong intellectual development in a psychic and spiritual mentality. It is no denying that when the legends have been spouted through the hands of the Vedic and post Vedic literatures a gradual evolution has been taken place. A journey of the descent from the spirituality to the intellectual creativity is unparallel in the history of Indian literary creation. During this journey towards the ethical and intellectual spouting there is a chrysalis of lofty spiritual endeavour, reflected also in later Indian literature. However, they may not claim aesthetic quality with literary perfection of the present; but, they appear to be the pillars of the early life of the ancient Aryans.

Reference and Links :

1. Altekar, A.S. (1951). Education in Ancient India, 1st Edition, Nand Kishor Brothers, New Delhi.
2. Aggarwal H.R. (1963), A Short History of Sanskrit Literature, Munsi Ram MonoharLal Publicartion.
3. Basu Dr. Jogiraj (1969), India of the age of the Brahmanas (Ed. 1st), Sanskrit Pustak Bhandar-Cal- 6.
4. Bhattacharya Sukumari (1970), India theogony, Cambridge University Press.
5. Berriedale Keith (1981), Rigvedic Brahmanas (Ed: 2nd), Motilal Benarasidass, Delhi-7.
6. Devasthali Dr. C.V.(1965), Religion and Mythology of the Brahmanas (Vol- I), The Bhan Vishnu Ashtekar Vedic Research Series, University of Poona.
7. Cox Sir. George W.(1963), Mythology of the Aryan Nations (3rd Ed), Chowkhamba Sanskrit Series Office, Varanasi.
8. Hariyappa H.L. (1953), Rigvedic legends through the ages (1st Ed), Poona Orientalist, Satya Press, Calcutta.
9. Hillebrandth A. (translated by S. Rajeswar Sharma) (1990), Vedic mythology (Ed: 1st), Motilal Banarasidass Publishers, Delhi.
10. Mukherjee, RadhaKumudh (1960). Ancient Indian Education, 3rd Edition, Mitilal Banarsidass, New Delhi
11. Pandit M.P. (1989), Vedic Deities, Lotus Light Publications, P.O.Box -2, Wilmot, WI 53192 USA.
12. Pandit M.P. (1990), Wisdom of the Veda, Lotus Light Publications, P.O. Box -2, Wilmot, WI 53192 USA.
13. Sri Aurobindo (1971), The Secret of the Veda, SABCL (Vol-10), Sri Aurobindo Ashram Publication, Pondicherry-605002.
14. Sri Aurobindo (1971) Hymns to the Mystic Fire, SABCL(Vol-11) Sri Aurobindo Ashram Publication, Pondicherry-605002.
15. Sri Aurobindo (2002), The Renaissance in India and other essays on Indian Culture (2nd Impression), Sri Aurobindo Ashram Publication, Pondicherry-605002.
16. Sri Aurobindo (compiled by Sri M.P. Pandit), (1988), Vedic Symbolism, Lotus Light Publications P.O. Box-2 Wilmot, WI 53192, USA.
17. http://www.encyclopedia.com.
18. www.vedah.com.

Identity, Integration and Consumerist Narrative : Rethinking India's Language Dynamics

Suman Saha*

Language is not simply a mean of conveying information; it is a profound repository of a worldview, a tapestry woven with the threads of a way of life, and the enduring legacy of a cultural and spiritual lineage. It speaks volumes of a people's history, the unbreakable link to their origins. India's linguistic diversity, with its hundreds of languages, presents a vibrant mosaic, each tongue telling a unique and deeply rooted story of belonging.

Indian languages can be broadly categorized into two groups. The first category includes link languages, which are spoken widely across the country, such as Hindi and English. Proficiency in these languages offers practical benefits. The second category comprises native languages, which are learned from early childhood, typically because they are spoken in one's home and community. Learning a native language is essential for connecting to one's roots. It is deeply intertwined with a person's personal, social, and cultural identity. A native language carries the history, traditions, values, and worldview of a community. It is often the language through which individuals first understand and interact with their surroundings. Additionally, it fosters a strong sense of belonging to a specific cultural group and can strengthen connections with family and community members.

Language and National Integration

Modern languages in India are a byproduct of two primary forces: nationalism, or rather hyper nationalism, and neoliberalism. When discussing nationalism and national languages, we witness the constant hegemonization of supposedly 'national' languages over vernacular languages. Defining vernacular languages is crucial; they are local, indigenous, and, most notably, powerless. This powerlessness stems from the narrative of majority and minority, often viewed through the lens of religion, but it encompasses more. (Ranajit Guha) The creation of a nationalistic discourse and national integration is often shouldered by the majority, echoing the notion of the 'White man's burden.' This leads to the blurring of facts between 'official language' and 'national language,' resulting in a narrative that advocates for 'one nation, one language' for national integration. We, as obedient subjects, often follow this narrative without considering counter-narratives. Thus, there is an attempt to restore nationalism among all citizens through a language that is not their mother tongue.

The issue has sparked controversy, rooted in a mix of historical, cultural, and practical

* Assistant Professor in English (Methodology course) Govt. Training College Hooghly

concerns. For southern states like Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, and Karnataka, the idea of making Hindi mandatory in schools feels like an imposition. These regions primarily speak Dravidian languages and have long resisted the idea of Hindi being forced upon them. While Hindi is widely spoken in the North, making it compulsory in the South or East or Northeast is perceived as a threat to regional languages and cultural identity.

In addition to this ideological resistance, there are practical concerns as well. The education system is already stretched thin, and adding a mandatory third language, as recommended in NEP 2020, would only complicate matters and put additional pressure on resources that could be better utilized to enhance other areas of education. The debate over Hindi as a link language highlights a deeper issue: while many people in the South or east or northeast already understand Hindi, there has been little effort in the North to reciprocate. Few North Indians have had the chance to learn even basic Kannada, Telugu, or Tamil or Bengali or Odiya or Assamese. Therefore, the discussion should not solely focus on resistance to Hindi in the South or east or northeast, but also emphasize fostering a more inclusive approach to linguistic diversity in the North.

While discussing national integration, it is often expected that people who speak Hindi will want those in non-Hindi-speaking regions to learn basic Hindi, even if they speak Bengali, Telugu, or Assamese. Conversely, why shouldn't a Hindi speaker make the effort to learn a few basic phrases in another language, especially if they are working in a different state? Such a small effort could help bridge linguistic gaps more naturally than a policy that seems like an imposition. This simple step could also make Hindi more acceptable in southern, eastern, or northeastern states. Speaking even a few words in another person's language can foster connections, reduce misunderstandings, and build trust. Linguistic harmony can be achieved not through authority and the domination of so-called 'national' languages over regional languages, but through goodwill and mutual effort.

Language and the Globalised Consumerist Narrative

Moving to the second aspect, language is also a product of neoliberalism. We are prey to a consumerist narrative that follows the LPG mantra: liberalization, privatization, and globalization. We succumb to these forces, often unknowingly. In the name of globalization, we are still colonized by a language. We believe that studying in private institutions ensures a secure future, but this belief is shaped by dominant ideologies, narratives, and discourses. We forget that language is merely a method of communication, not the content or wisdom. We have created a hierarchy, intentionally destroyed public facilities, and left us with the options of economic liberalization, systematic privatization, and shallow globalization. Neoliberalism increasingly treats language, particularly English, as a valuable skill or "human capital" that can be bought, sold, and invested in for economic gain. This leads to the commodification of language learning and testing, with a focus on its instrumental value for employment and global competitiveness. Neoliberal ideology is also influencing the language used in various institutions, promoting a "corporate speak"

characterized by business jargon, performance metrics, and an emphasis on efficiency and productivity. This is impacting communication styles and values within organizations and society.

When Ngugi wa Thiong'o spoke about decolonizing the mind, have we achieved that feat, or are we still entrenched in the same colonial mindset, perpetuated by neoliberal forces? The dominance of global languages can pose a threat to the vitality and survival of smaller, regional, and indigenous languages. As individuals and communities prioritize languages with perceived economic or social advantages, their native languages may be neglected, leading to language shift and potential extinction. As for Ngugi, true decolonization cannot be achieved solely through political independence. It requires a conscious and deliberate effort to reclaim and revitalize the vernacular languages. In "Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature" (1986) he argued that by embracing and developing one's own language, people can reclaim one's cultural agency, challenge internalized inferiority, and create a truly independent and self-defined future.

In the introduction of this article, I highlighted the linguistic diversity in India, where many vernacular languages coexist, linked by two common languages. The various languages of India should not be perceived as obstacles but rather as valuable contributors to a shared cultural and spiritual dialogue. The National Education Policy (NEP) needs to address a concerning issue: the third language option in northern India is rarely a contemporary Indian language. Instead, it tends to be either Sanskrit or, more recently, an international language like French or Mandarin. While we recognize the cultural significance of Sanskrit and the contemporary importance of Mandarin, one must wonder why languages such as Tamil, Bengali, or Assamese are not offered as optional subjects in schools in the North.

What does this mean for the future? It suggests that we should strive for the coexistence of all languages rather than competition for survival. Such coexistence will foster wisdom, and linguistic diversity should be viewed not as a challenge, but as an opportunity for richer literature and deeper connections.

References

Mishra, P. (2011). modern Orissa (1866–1931). Beyond powerlessness: Institutional life of the vernacular in the making of The Indian Economic & Social History Review, 48(4), 531-570.

Ngügí wa Thiong'o. (1987). Decolonsing the Mind: The politics of language in African literature.

Prashant, A. (2025). Linguistic harmony and identity: Rethinking India's language dynamics.

The Sunday Guardian. https://sundayguardianlive.com/featured/linguistic-harmony-and-identity-rethinking-indias-language-dynamics

ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাবাহিক বিবর্তন

সান্ত্বনা আচার্য্য *

"হে মোর চিত্ত, পূণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
-এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।

এসো ব্রাহ্মণ শুচি কর মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।

সবার-পরশে-পবিত্র-কর তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।।"

কবিতার পংক্তিগুলি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারততীর্থ' কবিতার অন্তর্গত।

ভারত বিচিত্র ও বৈচিত্র্যের দেশ। মানবতার প্রতীক। সংস্কৃতির প্রতীক। তাই ভারতীয় সঙ্গীত এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের ধারক, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয়- "ভারতীয় সঙ্গীতের ধারাবাহিক বিবর্তন" নিম্নে আলোচিত হল-

● প্রাচীন সঙ্গীত: বৈদিক যুগের (খৃষ্টপূর্ব ১৫০০-৫০০) সামগানে মূলতঃ যা বৈদিকযুগের গান বলতে বোঝায়। সামিক যুগে নির্দিষ্ট স্বর ব্যবহৃত হোত। যেমন- উদাও, অনুদাও স্বরিত। এই তিনটি স্বরের মধ্যেই সাতটি স্বর পাওয়া যেত। (উদাও থেকে গান্ধার ও নিষাদ, অনুদাত্তের অন্তর্গত ঋষভ ও ধৈবত, স্বরিত স্বরের অন্তর্গত ছিল ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চম)।

● ধ্রুপদী সঙ্গীত। (খ্রীষ্টিয় প্রথম সহস্রব্দ) এই সময় ধ্রুপদ, ধামার-এর প্রচলন দেখা যায়।

'ধ্রুপদী'-এর 'ধ্রু' মানে স্থির এবং পদ মানে গান। অর্থাৎ স্থির ভাবে যে গান করা হয়, তাই 'ধ্রুপদ'। এই গানের প্রকৃতি গুরুগম্ভীর। মূলতঃ ধর্মীয় পরিবেশনায় ব্যবহৃত। সম্রাট আকবরের সভাগায়ক সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

● খেয়ালের বিকাশ: (১৩-১৭ শতক) এই সময়কালের মধ্যে খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পার প্রচলন হয়। খেয়াল ধ্রুপদের তুলনায় কোমল ও ভাবপ্রধান। ঠুমরী মূলতঃ প্রেমমূলক ও ভক্তিমূলক। 'টপ্পা' হিন্দি শব্দ। এর অর্থ সংক্ষিপ্ত। তাই টপ্পা সংক্ষিপ্ত গান। এই গানে দুইটি তুক- স্থায়ী ও অন্তরা। কাফী, ঝিঁঝোটি, পিলু, খাম্বাজ, ভৈরবী প্রভৃতি রাগে টপ্পা গাওয়া হয়। শোরী মিঞা এই রীতির প্রবর্তক। বাংলা গানে এই রীতিকে প্রথম প্রচলন করেন রামনিধি গুপ্ত অথবা নিধুবাবু।

● লোকসঙ্গীত। আদিকাল থেকে বর্তমানকাল অবধি লোকগান বহমান। সাধারণ মানুষের দুঃখ-আনন্দ জড়িত এই গান। ভাটিয়ালী, বাউল, ভাওয়াইয়া, সারি, জারি প্রভৃতি।

এই মধ্যে 'কীর্তন' আলাদা। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পুষ্ট, যার মধ্যে ভগবানের গুণকীর্তন করা হয়।

● শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আধুনিকীকরণ (১৮-২০ শতক)

* অধ্যাপিকা, গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজ, হুগলী, সঙ্গীত বিভাগ

রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী, রজনীকান্তের গানগুলি কবিতার সঙ্গে সুরের মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। এর মধ্যে আমরা রাগসঙ্গীত, দেশাত্মবোধক ও প্রেমের প্রতিফলন দেখতে পাই।

- আধুনিক বাংলা গান: (১৯৫০-১৯৭০ সাল) বাংলা গানের 'স্বর্ণযুগ' বলে অভিহিত। এই সময় পঙ্কজ মল্লিক, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে প্রমুখ যাঁরা সুরের সঙ্গে আধুনিক চিন্তা সংযুক্ত করেছেন।

- পশ্চিমা প্রভাব ও বাংলা ব্যান্ড (১৯৬০ থেকে বর্তমান) এই সময় বাংলা ব্যান্ড, রক, পপ গানের বিশেষ প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে, 'মহিনের ঘোড়াগুলি', ফসিলস্, চন্দ্রবিন্দু, দোহার প্রভৃতির নাম করা যায়। এবং একই সঙ্গে বাংলা গানে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সংযোজন ঘটে। যা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ।

শেষে বলা যায়, এই ধারাবাহিকতা ভারতীয় ও বাংলা সঙ্গীতের বিবর্তনকে তুলে ধরে, যেখানে ধ্রুপদী ধারা থেকে শুরু করে, আজকের বাংলা ব্যান্ড সঙ্গীতে পরিবর্তন এনেছে, যা বর্তমান প্রজন্মকে উন্নীত করবে আশা রাখি।

তথ্যসূত্র:

(১) রাগ ও রূপ- স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
(২) ভারতীয় সঙ্গীতের কথা- প্রভাত কুমার গোস্বামী

An Educational Excursion (10th February 2025 to 14th February 2025) from Government Training College Hooghly

"Whispers of the Hills of Darjeeling: Our College Sojourn 2024-26"

Our much-awaited college excursion began on 10th February 2025, as we boarded the 13149 Kanchankanya Express from Sealdah Railway

Station at 8:30 PM, heading towards Alipurduar. Excitement buzzed through the air as we settled into our compartments. The overnight train journey was filled with laughter, music, and games. Traveling with our classmates and under the guidance of our beloved professors Dr. Arup Kundu, and Mr. Suman Saha made the journey even more special and memorable.

We arrived at Siliguri around 8:00 AM the next morning, where we were greeted by crisp

mountain air and beautiful scenery. After a short break, we boarded our rented cars at around 8:50 AM to begin the next leg of our journey through the hilly terrain. The drive was scenic, with endless stretches of lush tea gardens on either side, offering a truly refreshing view.

By 11:30 AM, we reached the serene hill town of Mirik, nestled among the mountains. There, we visited the picturesque Mirik Lake, surrounded by pine trees and vibrant flowers.

The peaceful environment, along with the gentle breeze, made it a perfect place to relax. We also visited the Indrani Bridge, which offered stunning views of the lake and the surrounding greenery. The variety of exotic trees and plants further added to the charm of the place. We had a hearty lunch in Mirik before heading towards our next destination.

Around 3:00 PM, we reached the Nepal border, where we briefly explored the border area and enjoyed the unique experience of standing at the frontier between two countries. The landscape and the cultural glimpse added to our excitement. From there, we proceeded to Ghum, the highest railway station in India, reaching there around 5:00 PM. It was

fascinating to see such an iconic place in person.

By 6:00 PM, we checked into our hotel and freshened up. Later in the evening, we visited the Mall Road for some shopping and leisure time. The vibrant atmosphere, street shops, and local food stalls made the experience delightful. The day ended on a happy note, filled with fun and shared memories.

On 12th February, started very early as we set out for Tiger Hill to witness the breathtaking

sunrise over the Himalayan peaks. Watching the first rays of sunlight touch the tip of Mount Kanchenjunga was a surreal and unforgettable experience.

After breakfast, we headed to the historic Druk Sangag Choling Monastery is one of the most prominent monasteries of the Drukpa Order, built by 1st Kyabje Thuksey Rinpoche in 1971.

Then headed towards the Batasia Loop at 9:45 AM, where we witnessed the iconic Darjeeling Himalayan Railway toy train passing through the loop. The memorial dedicated to Gorkha soldiers and the panoramic view of the Kanchenjunga range made it a truly memorable visit.

Our next stop was Lamahatta, where we arrived at around 12:15 PM. This quiet village

amazed us with its exotic trees, well-maintained gardens, and peaceful trails. We spent some relaxing moments surrounded by nature. After that, our journey continued through winding mountain roads, and by 4:40 PM, we reached

the beautiful Delo Park. The open park offered breathtaking views of the valleys and hills, and we clicked numerous group photos to capture the joy of the moment. We returned to our hotel around 7:40 PM, tired but happy.

Then we reached Rishop Clouds (Homestays), a new hotel along our journey. After a wonderful dinner, we rested for the night. The next morning, we had breakfast and checked out by 10:30 a.m. and headed towards Lava, reaching there around 11:00 AM. The peaceful hill town surrounded

by forests offered a refreshing break. By 12:30 PM, we arrived at Lolaygaon, where we explored the famous wooden canopy bridge that passes through dense forests filled with beautiful trees and natural beauty. It felt like a walk through an enchanted forest, making it one of the highlights of our trip.

In the evening, we reached New Jalpaiguri Station (NJP) and boarded the 12378 Padatik

Express at 8:30 PM. As the train began its return journey, we shared stories, laughed over memories, and reflected on the incredible days we had just experienced. We arrived safely at Sealdah the next morning at 7:15 AM, bringing our excursion to a wonderful close.

This trip was not just a journey through beautiful landscapes but also a time of bonding, exploration, and learning. From the scenic beauty of the hills to the excitement of the train rides, and the joy of discovering new places with friends and professors, every moment was unforgettable. It was truly a memorable experience that we will cherish for years to come.

Report Prepared By —

1. Mihir Kr. Mridha (secretary, Magazine committee and Member of Information & Technology Committee).
2. Subham Das (Secretary, Information & Technology Committee and Member of Excursion Committee)

Technical Help —

Subham Das (Secretary, Information & Technology Committee and Member of Excursion Committee)

Excursion Committee Convener —

1. Dr. Arup Kundu, Assistant Professor, WBES,
2. Sri Suman Saha, Assistant Professor, WBES,

Final Results of B.Ed. 4th Semester Examination 2024 Session 2022-24, Government Training College, Hooghly

Roll No. 08004-	NAME	CGPA	Overall Percentage of Marks	Remarks
222001	AJIT KONAI	8.24	77.30	Passed
222002	AKASH SADHUKHAN	7.93	73.15	Passed
222003	ALOK BANERJEE	8.59	80.40	Passed
222004	AMIT GARAI	8.49	78.70	Passed
222005	ANUP PATRA	7.89	74.05	Passed
222006	ARGHASIS ROY	8.59	79.80	Passed
222007	ARITRA SARKAR	8.30	76.40	Passed
222008	ATISH PARUI	8.49	78.75	Passed
222009	AVIRUP GUPTA	8.53	78.40	Passed
222010	CHANDAN GHORUI	8.41	78.30	Passed
222011	DALIM CHANDRA SOREN	8.64	80.80	Passed
222012	DEBBROTO PANDAY	8.39	78.60	Passed
222013	INDRAJIT SAHA	8.71	80.30	Passed
222014	KUMARESH SARKAR	8.15	76.35	Passed
222015	MANI LAL MAJHI	8.06	74.25	Passed
222016	MANOJ MACHHUAR	8.05	75.70	Passed
222017	MARSHAL HEMBRAM	8.35	77.25	Passed
222019	NARESH SINGHA	8.29	76.80	Passed
222021	NIDHIRAM MAHATO	8.05	75.30	Passed
222022	PRATAP CHATTERJEE	8.98	84.20	Passed 02.01.25
222023	RABINDRA NATH SARKAR	8.83	81.95	Passed
222024	RAHIDUL MONDAL	8.64	79.85	Passed
222025	RAJAT HALDER	8.75	81.05	Passed
222026	RIPON PAUL	8.71	81.70	Passed
222027	RITWIK CHATTERJEE	8.53	79.10	Passed
222028	SAGNIK CHAKRABORTY	8.30	77.20	Passed
222029	SAIKAT KANTI ROY	8.79	81.35	Passed
222030	SAMIRAN GOSWAMI	8.68	81.25	Passed
222031	SHANTI KUMAR	8.44	78.95	Passed
222032	SUBHADEEP DEY	8.58	79.90	Passed
222033	SK ASGAR MONDAL	9.18	85.90	Passed
222035	SK SAIFUDDIN	8.48	79.35	Passed
222036	SOUMENDRA SAHOO	8.65	80.50	Passed
222037	SOURAV MANDAL	8.70	80.95	Passed
222038	SOURAV ROY	8.44	78.80	Passed
222039	SRIJAN TUDU	7.81	72.15	Passed
222040	SUBHADIP MUKHERJEE	7.95 (Sem IV)		Prev Sem not Clr
222041	SUBHAM SARKAR	8.93	83.60	Passed
222044	SURENDRA NATH LET	7.78	72.30	Passed
222046	SUSHANTA PARAMANIK	8.49	79.25	Passed
222047	TARAPADA TUDU	8.66	80.30	Passed

Result Published on 26.12.2024, List prepared by Dr. Arup Kundu, Examination Convener of Govt. Training College, Hooghly

STUDENTS OF GOVT TRAINING COLLEGE HOOGHLY
SESSION 2024-2026

Sl No.		
01	Name: SHRABAN SARKAR Roll No. – 01 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 13/06/2001 Blood Group: O+ Method Subject: Mathematics	Residential Address: VILL- DWARPARA, P.O.- PANCHPARA, P.S-BALAGARH, DIST- HOOGHLY, PIN-712501, WB Mob. No: 9749703549
02	Name: DINOBONDHU MALIK Roll No. – 02 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 25/10/2000 Blood Group: B+ Method Subject: Sanskrit	Residential Address: VILL- HARIRAMPUR, P.O- PROSAD PUR, P.S.- JANGIPARA, DIST – HOOGHLY, PIN- 712404, WB, Mob. No-9083357814
03	Name: MIHIR KUMAR MRIDHA Roll No. – 14 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 10/11/1998 Blood Group: A+ Method Subject: Life Science	Residential Address: VILL-KHALAIGACHH, P.S.- CHOPRA, P.O.- GHORUGACHH, DIST- UTTAR DINAJPUR, PIN-733207, WB Mob. No-7478200388
04	Name: DEBASISH PAUL Roll No. – 08 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 25/11/1998 Blood Group: B+ Method Subject: Mathematics	Residential Address: VILL-BALIGORI, P.S.- TARAKESWAR, P.O.- BALIGORI, DIST- HOOGHLY, PIN-712410, WB Mob. No-7585012610
05	Name: SUDIP SAMANTA Roll No. – 43 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 21/06/2002 Blood Group: O+ Method Subject: Physical Science	Residential Address: VILL-PURSURAH, P.S.- PURSURAH, P.O.- PURSURAH, DIST- HOOGHLY, PIN-712401, WB Mob. No-9775472759
06	Name: MAHADEB HEMROM Roll No. –38 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth:14/04/1998 Blood Group: AB+ Method Subject: Bengali	Residential Address: VILL-FURFURA, P.S.- JANGIPARA, P.O.- FURFURA, DIST- HOOGHLY, PIN-712706, WB Mob. No-9382993371
07	Name: ABHINABA KUNDU Roll No. – 42 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 16/05/1998 Blood Group: O+ Method Subject: Life Science	Residential Address: KUNDUGOLI, P.S.- CHINSURAH, P.O.- BUROSHIBTALA, DIST- HOOGHLY, PIN-712105, WB Mob. No-8910261428
08	Name: MD SHAHBAZ ANSARI Roll No. – 36 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 14/08/1993 Blood Group: O+ Method Subject: English	Residential Address: C/o: MD SHAKIL AHMED, JAHANGIRI MOHALLA, RAILPAR, ASANSOL, PO: ASANSOL (DAKHIN DHADKA), PS: ASANSOL NORTH (ADPC), DIST-PASCHIM BARDHAMAN, PIN:713302 (W.B) Mob. No:6294788859

09	Name: RAZA MURAD ALI KHAN Roll No. – 46 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth:26/09/1987 Blood Group: O+ Method Subject: Life Science	Residential Address:FAIZ COLONY, S.B LANE, P.O: TELINIPARA, P.S: BHADRESWAR, DIST: HOOGHLY, PIN:-712125, W.B Mob. No: -7890526727
10	Name: SUDIP KUMAR HAZRA Roll No. – 03 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 28/04/2000 Blood Group: AB+ Method Subject: Mathematics	Residential Address: Vill+ P.O.- Bhuerah, P.S - Pursurah Dist- Hooghly Pin- 712415 Mob. No.9800870922
11	Name: SUBHAM DAS Roll No. – 11 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 07/04/2001 Blood Group: O+ Method Subject: Physical Science	RESIDENTIAL ADDRESS: RISHI BISWAMITRA ABASAN FL'A',3RD FLOOR, GHOSHPARA ROAD, KALITALA, ICHAPUR, PIN--743144 Mob. No. 9330095587
12	Name: DIPANJAN BISWAS Roll No. – 40 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 07/09/2001 Blood Group: A+ Method Subject: History	Residential Address: Vill- Bora,P.O- Mamudpur,P.S- Shibdaspur,Pin-743166,Dist- 24 PGS(N) Mob. No. 7449705751
13	Name: Suvendu Saha Roll No. – 21 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 23/05/2002 Blood Group: Not Known Method Subject: Sanskrit	Residential Address: 1/74 Kapasdanga,P.S.- Chinsurah, P.O+ Dist-Hooghly,W.B-712103 Mob. No: 6290706427
14	Name: SUBHANATH MAJHI Roll No. – 23 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 22.10.2001 Blood Group: NOT KNOWN Method Subject: SANSKRIT	Residential Address: Vill- ALAMNAGAR, P.O+ P.S- BUDGE BUDGE, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700137, MOB-6291044167
15	Name: SUKUMAR DAS Roll No. – 19 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 24.04.2000 Blood Group: O+ Method Subject: SANSKRIT	Residential Address: VILL+P.O- DUMDUMI, DIST-PURULIA, P.S-PURULIA(N)W. B, PIN- 723147, Mob. No: 9382264145
16	Name: KIRAN MONDAL Roll No. – 48 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 06.04.2002 Blood Group: A+ Method Subject: HISTORY	Residential Address: VILL- RAGHUNATHPUR MAYRAPARA, P.O-RAGHUNATHPUR, P.S- DANKUNI, DIST-HOOGHLY, PIN-712247 Mob. No: 9830822161
17	Name: SAYAN BHADRA Roll No. – 28 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 16.08.2000 Blood Group: O+ Method Subject: LIFE SCIENCE	Residential Address: 195116, PEORAPORY ROAD, GITANJALI BAG, SEORAPHULI, HOOGHLY, PIN-712223 Mob. No: 7044108149

18	Name: JOY MONDAL Roll No. – 07 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 25.12.1999 Blood Group: A+ Method Subject: LIFE SCIENCE	Residential Address: SARADA PALLY, BOINCHIGRAM, PANDUA, HOOGHLY, WB, PIN- 712135 Mob. No: 7548027460
19	Name: SANTANU MONDAL Roll No. – 22 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 28.09.1999 Blood Group: B+ Method Subject: HISTORY	Residential Address: VILL- BANSHKHAL, P.O- KALARA, P.S- DASPUR, DIST- PASCHIM MEDINIPUR, PIN- 721146 Mob. No: 8370830219
20	Name: MANJIRUL ISLAM Roll No. – 15 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 16.08.2000 Blood Group: O+ Method Subject: PHYSICAL SCIENCE	Residential Address: VILL- DUBAPARA, P.O-KAZIPARA, P.S-RANINAGAR, DIST-MURSHIDABAD, PIN-742306, WB Mob. No: 9733605003
21	Name: SUPRIYO MONDAL Roll No. –16 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 22/07/2001 Blood Group: A+ Method Subject: PHYSICAL SCIENCE	Residential Address: VILL- NOKORA, P.O-KATIGRAM, P.S-MALLARPUR, DIST-BIRBHUM, PIN-731216, W.B Mob. No: 7872269972
22	Name: PROKASH MAL Roll No. – 30 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 10.03.2002 Blood Group: B+ Method Subject: HISTORY	Residential Address: VILL-MAHESHPUR, P.O- POPARA SAHAPUR, P.S-TARAPITH, DIST- BIRBHUM, PIN-731233, WB Mob. No: 6296475597
23	Name: MANOJIT MANDAL Roll No. – 35 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 19.01.1999 Blood Group: Method Subject: HISTORY	Residential Address: VILL- KHARIGERIA, P.O- NORTH BISWANATHPUR, P.S- PATASHPUR, DIST- PURBA MEDINIPUR, PIN-721439 Mob. No: 9883009743
24	Name: SOUMEN BACHAR Roll No. – 47 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 16.02.1999 Blood Group: B+ Method Subject: BENGALI	Residential Address: VILL- SEPAIGACHI, P.S-HARIPAL, P.O- CHARPUR, DIST-HOOGHLY, PIN-712706 Mob. No: 9749958537
25	Name: SHIRSENDU SARKAR Roll No. – 51 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 03.04.2002 Blood Group: AB+ Method Subject: MUSIC	Residential Address: MAHESHMATI, VILL- MALDA(WB), P.O- MALDA, PIN-732101, P.S- ENGLISH BAZAR Mob. No: 6290028903
26	Name: SUBHAJIT SAHA Roll No. – 26 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 04.03.2001 Blood Group: O+ Method Subject: HISTORY	Residential Address: NETAJI PARK, P. O+P.S-CHAKDAHA, DIST-NADIA, PIN-741222, W.B Mob. No: 9064870955/7365945941
27	Name: GOPAL RABIDAS Roll No. – 27 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 12.12.1999 Blood Group: O+ Method Subject: ENGLISH	Residential Address: MAHANANDA COLONY, MANGALBARI, MALDA,732142 Mob. No: 7319433306

28	Name: MANOJ BARMAN Roll No. – 10 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 20.09.2000 Blood Group: B+ Method Subject: BENGALI	Residential Address: VILL-KHENGCHI, P.O- BARADHAPER CHATRA, P.S-SITAL KUCHI, DIST-COOCH BEHAR Mob. No: 9083048920
29	Name: RAMCHAND SAREN Roll No. – 29 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 15.05.2000 Blood Group: O+ Method Subject: ENGLISH	Residential Address: VILL-PACHAMI, P.O-MURA MOULI, DIST-BANKURA, P.S- RAIPUR, PIN-721504 Mob. No: 7063037169
30	Name: RAJARSHI SIKDAR Roll No. – Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 01.09.2000 Blood Group: O+ Method Subject: ENGLISH	Residential Address: KRISHNA DEVPUR, KALNA, PURBA BARDHAMAN, PIN- 713405 Mob. No: 9083164142
31	Name: SAMIRAN DHIBAR Roll No. – 50 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 21.04.2000 Blood Group: A+ Method Subject: HISTORY	Residential Address: VILL+P.O- THIBA, P.S-KIRNAHAR, DIST-BIRBHUM Mob. No: 8972315581
32	Name: RANAJIT MAL Roll No. – 25 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 27.10.2002 Blood Group: UNKNOWN Method Subject: MATHEMATICS	Residential Address: VILL- SAPARDA, P.O- NISCHINTAPUR, P.S-CHHATNA, DIST-BANKURA, PIN-722136 Mob. No: 6294519126
33	Name: RAJESH ROY Roll No. – 33 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 23.07.1999 Blood Group: B+ Method Subject: HISTORY	Residential Address: JAYRAMPUR, DIHIBOIRA, P.S- ARAMBAG, DIST-HOOGHLY, PIN-712413 Mob. No: 7439582034
34	Name: ADITYA DAS Roll No. – 06 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 13.12.2000 Blood Group: Method Subject: Life Science	Residential Address: Bf- 61, Rabindrapally, kestopur, Kolkata- 700101 Mob. No:9007391252
35	Name: SOURAV SIKDAR Roll No. – Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 14.09.2001 Blood Group: Method Subject: History	Residential Address: Motibagan ,Kajigoli, Chinsurah, Hooghly, Pin-712101 Mob. No:7450933909
36	Name: RAMPRASAD SARKAR Roll No. – 12 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 10.02.1999 Blood Group: O+ Method Subject: EDUCATION	Residential Address: VILL-MAHANANDAPUR, P.O-BHAGNAIL, P.S-ITAHAR, DIST-UTTAR DINAJPUR, PIN-73314 Mob. No: 8116064240
37	Name: BISHNUDEV MONDAL Roll No. – 13 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 30.04.2001 Blood Group: B+ Method Subject: EDUCATION	Residential Address: VILL- ABASBERIA, P.O-NABAIAJPUR, P.S-BHAGWANPUR, DIST-PURBA MEDINIPUR, PIN-721601 Mob. No: 8391834416

38	Name: RAMCHANDRA SAREN Roll No. – 45 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 20.01.2001 Blood Group: B+ Method Subject: HISTORY	Residential Address: VILL-SIMTUNI, P. O+P.S- BORO, DIST-PURULIA, PIN NO.-723131 Mob. No: 8016647787
39	Name: ANANDA PRAMANIK Roll No. – 49 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 01.01.2000 Blood Group: B+ Method Subject: BENGALI	Residential Address: VILL- AUSHARA, P.O- PALASHAN, P.S- RAINA,DIST- PURBA BARDHAMAN, PIN-713424 Mob. No: 8537982850
40	Name: MOIN KHAN Roll No. –. 09 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 01.12.2001 Blood Group: B+ Method Subject: Bengali	Residential Address: Vill- Nabasta, P.o- Khujutipara, P.s- Nauoor, Dist-Birbhum, Pin- 731215 Mob. No: 9547005421
41	Name: TAMOJIT DAS Roll No. – 41 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 14.11.2001 Blood Group: O+ Method Subject: English	Residential Address:158 jagudaspara Lane, Chinsurah Hooghly, 712103 Mob. No:6290888206
42	Name: SHUVAM GHOSH Roll No. – 17 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 10.10.2001 Blood Group: Method Subject: Education	Residential Address: Vill- Baska Benapur, Deganga, Dist- North 24 Parganas, Pin- 743423 Mob. No: 7029429853
43	Name: MAHADEB HAMRAM Roll No. – 38 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 14.04.1998 Blood Group: AB+ Method Subject: Bengali	Residential Address:Vill+P.o- Furfura, P.s- Jangipara, Hooghly, Pin- 712706 Mob. No: 9382993371
44	Name: BHASKAR NANDI Roll No. – 24 Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 26.09.2001 Blood Group: O+ Method Subject: Education	Residential Address:Vill- Anarbati, P.o- Antpur, P.s- Jangipara, Pin- 712424 Mob. No: 9641478847
45	Name: AKASHDEEP BISWAS Roll No. – Course: B.Ed. Session: - 2024-2026 Date of Birth: 01.07.1998 Blood Group: Method Subject:Music	Residential Address: Najrulsarani, Bengal Enamel, Titanagar, Barrackpore, 743122 Mob. No: 8274861173

২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস

হিউম্যান রাইটস্ ডে

আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস

শারদউৎসব

শিক্ষামুলক ভ্রমণ

ড. শিবনাথ সানা স্যারের বিদায় সম্ভাষণ

র‍্যাগিং বিরোধী সচেতনতা কর্মসূচী

শিক্ষক ও ছাত্রদের গ্রুপ ফটো (২০২৪-২০২৬)

ISBN : 978-81-969989-7-4